দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২০৭ ॥ ১৪ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৯ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১১ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

শেখ মুজিবের ছবি সরানো নিয়ে সমালোচনার জবাব দিলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরিয়ে ফেলার ঘটনায় বিভিন্ন জনের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তিনি বলেন, কন্যার ফ্যাসিবাদী শাসনের কারণে শেখের ছবি সরানো হয়েছে। এই ছবি সরানো নিয়ে যাদের আক্ষেপ, তিনি এই গণ-অভ্যুত্থান ও গণমানুষের চেতনারই নিন্দা জানালেন। বুধবার (১৩ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে মাহফুজ আলম সমালোচনাকারীদের এসব জবাব দেন। মাহফুজ আলম বলেন, কন্যার ফ্যাসিবাদী শাসনের কারণেই শেখের ছবি সরানো হয়েছে।

নতুন সভ্যতার জন্য যুব শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে: ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বুধবার আজারবাইজানের বাকুতে কপ২৯-এর সাইডলাইনে সোশ্যাল বিজনেস গ্রুপের সাথে বৈঠকে জুলাই বিপ্লবের পরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আঁকা দেয়াল চিত্রের ওপর আর্ট বই সম্পর্কে ব্রিফ করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : আত্ম-রক্ষাত্মক ও আত্ম-শক্তিবর্ধক একটি নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে বিশ্বকে বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থিক এবং যুব শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৩ নভেম্বর) আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ-২৯ সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। 'ওয়ার্ল্ড লিডার্স অ্যাকশন সামিট' শিরোনামে ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান কপ-২৯ সম্মেলনে ৯০টিরও বেশি দেশের সরকারপ্রধানের বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস পৃথিবীকে জলবায়ু বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য 'শূন্য বর্জ্য ও শূন্য কার্বন'-এর ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন জীবনধারা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বেঁচে থাকার জন্য, আমাদের আরেকটি সংস্কৃতি গঠন করতে হবে। একটি ভিন্ন জীবনধারার ওপর ভিত্তি করে আরেকটি পাল্টা সংস্কৃতি গড়তে হবে। এটি হবে শূন্য বর্জ্যের ওপর ভিত্তি করে। এ সংস্কৃতি নিত্য পণ্যের ব্যবহারকে সীমিত করবে, কোন বর্জ্য অবশিষ্ট রাখবে না। অধ্যাপক ইউনুস বলেন, এই জীবনযাত্রাও হবে শূন্য কার্বনের ওপর ভিত্তি করে যেখানে কোন জীবাশ্ম জ্বালানি থাকবে না, শুধুমাত্র পুনঃ-নবায়নযোগ্য শক্তি থাকবে। এতে এমন একটি অর্থনীতি হবে যা প্রাথমিকভাবে সামাজিক ব্যবসার মতো ব্যক্তিগত পর্যায়ে শূন্য মুনাফার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। সামাজিক ব্যবসাকে সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নন-ডিভিডেন্ড ব্যবসা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে তিনি বলেন, সামাজিক ব্যবসার একটি বিশাল অংশ পরিবেশ ও মানবজাতির ২-এর পাতায় দেখুন

অনলাইনে আয়কর পরিশোধের চার্জ নির্ধারণ

স্টাফ রিপোর্টার : অনলাইনে আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে চার্জ নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে ই-রিটার্ন দিতে করদাতারা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে চার্জ পরিশোধ করতে পারবেন। বুধবার (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট বা পিএসডি থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দিয়ে সব ব্যাংক, এমএফএস, পেমেন্টে সার্ভিস প্রোভাইডার, পেমেন্টে সিস্টেম অপারেটর ও আন্তর্জাতিক পেমেন্টে স্কিমের প্রধান নির্বাহী বরাবর পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলে ভ্যাট অফিসকে সহায়তার নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করতে ভ্যাটদাতাদের দেশের সব ভ্যাট কমিশনারেট, বিভাগীয় দপ্তর এবং সার্কেল অফিসকে সহায়তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, চলতি ২০২৪-২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল ও কর পরিপালন সহজের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইন রিটার্ন দাখিল সিস্টেম ই-রিটার্ন ২-এর পাতায় দেখুন

একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান সেনাপ্রধানের

যশোর প্রতিনিধি : সেনাবাহিনীর সদস্যদের একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ১০টায় যশোর সেনানিবাসে কোর অব সিগন্যালসের বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। যশোরের সিগন্যালস ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুল এই সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে সেনাবাহিনী প্রধান উপস্থিত কোর অব সিগন্যালসের অধিনায়ক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। তিনি কোর অব সিগন্যালসের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং দেশমাতৃকার সেবায় অবদানের কথা উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি এ কোরের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গবেষণা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সেনাসদরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর সব সিগন্যালস ব্রিগেডের কমান্ডার, সিগন্যালস ইউনিটসমূহের অধিনায়করা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, সেনাবাহিনী প্রধান সিগন্যালস ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে পৌঁছালে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

সরকারের তত্ত্বাবধায়নে নেই মাদরাসার কারিকুলাম
—— শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : মাদরাসাগুলোতে কোন কারিকুলামে পড়াচ্ছে সেটা সরকারের নিয়ন্ত্রণে বা তত্ত্বাবধায়নে নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকালে জাতীয় শিক্ষা একাডেমির এক গবেষণা অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, প্রাইমারি থেকে মাদরাসায় শিক্ষার্থীরা মাইগ্রেট হওয়ার পেছনে মাদরাসাকে অভিভাবকরা নিরাপদ মনে করেন। এজন্য বেশিরভাগ সময় প্রাইমারি থেকে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার আরও একটা কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা। উপদেষ্টা জানান, প্রাইমারি পর্যায়ই একটি শিশুকে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। সে জায়গাটিতে জোর দেয়ার আহ্বান জানান গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২-এর পাতায় দেখুন

আদানির সঙ্গে বিদ্যুতের সব চুক্তি বাতিল চেয়ে রিট

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুত সরবরাহ সংক্রান্ত সব চুক্তি বাতিলের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। বুধবার (১৩ নভেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যারিস্টার এম কাইয়ুম জনস্বার্থে এ রিট দায়ের করেন। পরে তিনি জানান, বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে রিট আবেদনটির ওপর শুনানি হবে। রিটে বিদ্যুত মন্ত্রণালয় সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। গত ৬ নভেম্বর বিদ্যুৎ নিয়ে ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে সব চুক্তি বাতিল চেয়ে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে অন্যায্য একতরফা চুক্তি পুনর্বিবেচনা অথবা পুরোটাই বাতিল করতে হবে। তিন দিনের মধ্যে চুক্তি পুনর্বিবেচনার কার্যক্রম শুরু না করলে হাইকোর্টে রিট করবেন বলেও জানান সংশ্লিষ্ট আইনজীবী। জ্বালানি ও আইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়ার জন্যও নোটিশে আহ্বান জানানো হয়েছিল। নোটিশের জবাব দিতে পিডিবির চেয়ারম্যান ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে তিন দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সে নোটিশের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় এ রিট আবেদনটি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের

নির্দেশনায় আদানির সঙ্গে 'তাড়াহুড়া' করে ২০১৭ সালে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি হয়। ওই সময় দেশে আমদানি করা কয়লানির্ভর কোনও বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়নি। এসব চুক্তির একটি ২০১৭ সালে আদানির সঙ্গে করা ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ঝাড়খণ্ডে আদানির ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে মূলত বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় পর্যালোচনা কমিটির সভায় ১১টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত ও নথি কমিটিকে সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে ভারতের আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র।

দ্রুত স্মার্টকার্ড বিতরণ শেষ করতে মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : মাঠ কর্মকর্তাদের দ্রুত স্মার্টকার্ড বিতরণ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এছাড়া বিতরণ শুরু হয়নি এমন উপজেলাতেও কার্যক্রম হাতে নিতে বলা হয়েছে। ইসি সচিব শফিউল আজিম সম্প্রতি নির্দেশনাটি এনআইডি মহাপরিচালক ও সকল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, মাঠ কার্যালয়ে সংরক্ষিত অবিতরণকৃত স্মার্টকার্ড দ্রুত বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দিয়ে হলেও উদ্বোধন করে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। জানাগেছে, সারাদেশে ৩৫৭টি উপজেলা/থানা নির্বাচন কার্যালয়ে স্মার্ট কার্ড বিতরণ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ১৮টি উপজেলায়/থানা নির্বাচন কার্যালয়ে স্মার্ট কার্ড বিতরণ ২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি ক্ষমতায় এলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেবে: ইশরাক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি ক্ষমতায় আসলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়ে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন বলেছেন, এ বিষয়ে আমাদের দল থেকে নানা পরিকল্পনা এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু যুগান্তকারী

ব্যবস্থা নেবেন। বুধবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর গুলিস্তান ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনে 'অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক সফল মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভাটির আয়োজন করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। ইশরাক হোসেন বলেন, আমার বাবা মেয়র থাকা অবস্থায় আমি কখনো নগর ভবনে আসিনি। তিনি আমাদের কখনো প্রশ্রয় দেয়নি নগর ভবনে আসার জন্য। নগর ভবন কি এটাই আমরা জানতাম না। তিনি বলেন, আমি ২০২০ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী ছিলাম। দলের ভাইস চেয়ারম্যান আমাকে মনোনীত করেছিল। তবে আপনারা দেখেছেন বিগত ফেসিস্ট সরকার এদেশের সব নির্বাচনে এমন কি মসজদ কমিটির নির্বাচনেও কারচুপি করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় তারা আমার নির্বাচনেও কারচুপি করেছেন। আমি তখন ২-এর পাতায় দেখুন

দ্রুত স্মার্টকার্ড বিতরণ শেষ করতে মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : মাঠ কর্মকর্তাদের দ্রুত স্মার্টকার্ড বিতরণ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এছাড়া বিতরণ শুরু হয়নি এমন উপজেলাতেও কার্যক্রম হাতে নিতে বলা হয়েছে। ইসি সচিব শফিউল আজিম সম্প্রতি নির্দেশনাটি এনআইডি মহাপরিচালক ও সকল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, মাঠ কার্যালয়ে সংরক্ষিত অবিতরণকৃত স্মার্টকার্ড দ্রুত বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দিয়ে হলেও উদ্বোধন করে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। জানাগেছে, সারাদেশে ৩৫৭টি উপজেলা/থানা নির্বাচন কার্যালয়ে স্মার্ট কার্ড বিতরণ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ১৮টি উপজেলায়/থানা নির্বাচন কার্যালয়ে স্মার্ট কার্ড বিতরণ ২-এর পাতায় দেখুন

অবশেষে চাকরি ফেরত পাচ্ছেন সেই কৃষি কর্মকর্তা

স্টাফ রিপোর্টার : উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা হাসান রুহীকে চাকরিতে পুনর্বহালের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে সরকারের করা আবেদন খারিজ করে আদেশ দেন আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ। আদালতে হাসান রুহীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ, কর্তৃপক্ষের আদেশ না মানা, বিভাগীয় কাজ সম্পাদনে চরম অবহেলা, অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং কাজ না করে বেতন দাবি করে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করাসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তাকে চাকরি হতে অপসারণ করা হয়। পরে ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি মহাপরিচালক বরাবর আপিল করেন। একই বছরের ২০ ডিসেম্বর ওই আপিল ২-এর পাতায় দেখুন

জুলাই আন্দোলনে আহতরা বুধবার রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (নিটোর) চিকিৎসাধীন ব্যক্তিরা সড়ক আটকে বিক্ষোভ করেন।

হাসপাতালে গিয়ে গণঅভ্যুত্থানে আহতদের তোপের মুখে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে আহত হয়ে যারা এখনও চিকিৎসাধীন আছেন, ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুককে সঙ্গে নিয়ে তাদের দেখতে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। কিন্তু, আহত সবার সঙ্গে দেখা না করায় হাসপাতালেই তোপের মুখে পড়তে হয়েছে তাকে। একটা পর্যায়ে উপদেষ্টার গাড়ি আটকে তাতে কিল-ঘুষিও মারেন বিক্ষুব্ধরা। বুধবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে রাজধানীর শেরে-বাংলা নগরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর) জরুরি বিভাগের সামনে ঘটে এ ঘটনা। জানা যায়, সকালে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকসহ নিটোরে আহতদের দেখতে যান ২-এর পাতায় দেখুন

মেসেজে সব দিকের দাম নিয়ন্ত্রণ করে
ডিম সিন্ডিকেটের পকেটে বছরে ৩৬৫০ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : অক্টোবর মাসের শুরুতে রেকর্ড ১৮০ টাকা ছুঁয়েছিল ডজনপ্রতি ডিমের দাম। সরকারের হস্তক্ষেপে দাম কিছুটা কমলেও এখনো আসেনি নিম্নবিত্তের নাগালে। ডিমের দাম কেন হঠাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে, সেটা নিয়ে অনুসন্ধানে নামে। পৌঁছায় প্রান্তিক খামারি থেকে ঢাকার বড় আড়তদার পর্যন্ত। সরেজমিনে অনুসন্ধানে দেখা যায়, ডিমের দামে মধ্যস্বত্বভোগীদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। উৎপাদক খামারিদের কোনো ভূমিকাই নেই। বিক্রির সময়ও খামারিরা জানেন না ডিমের দাম কত করে ধরা হবে। সরবরাহ যেমনই হোক, নিজেদের বিনিয়োগ নিরাপদ রাখতে মোবাইলে মেসেজের আশ্রয় নেন আড়তদাররা। মেসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন পর্যায়ের দাম। বিভিন্ন পন্থায় খামারিদের জিম্মি করে একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়ে চলছেন ডিম সিন্ডিকেটের সদস্যরা। অনেক সময় ট্রাকে থাকতেই হাতবদল হয়ে বেড়ে যায় দাম। প্রতিটি ডিমের দামের দুই টাকাই চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ কোটি ডিম উৎপাদন হয়। এই হিসাবে প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি টাকা ও বছরে প্রায় তিন হাজার ৬৫০ কোটি টাকা তুলে নিচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা।দেশের সবচেয়ে বেশি ডিম উৎপাদন হয় টাঙ্গাইলে; এর মধ্যে আবার উৎপাদনের হাব ঘাটাইল উপজেলা। প্রতিদিন প্রায় ১১ লাখ ডিম সেখান থেকে আসে ঢাকার বিভিন্ন বাজারে। খামারি আছে সাড়ে নয়শো। প্রান্তিক খামারি, স্থানীয় আড়তদার, মিডিয়া (মধ্যস্বত্বভোগী), ঢাকার আড়তদার ও পাইকারদের হাত ঘুরে ডিম পৌঁছায় ভোক্তার হাতে। পাঁচ দফা হাতবদলে ১১ টাকা ১০ পয়সার ডিম ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
Manabik Bangladesh
মানবিক বাংলাদেশ
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৪ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৯ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

রাস্তার ওপর বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : এটি আদতে কোনো প্রতিবেদন নয়, বরং বাস্তবতা যা প্রতিনিয়ত রাজধানীর মানুষের চোখের সামনে দিয়ে ঘটে যাচ্ছে। তারপরও কারও বিবেক নাড়া দেয় না। কারও মুখে রা নেই। বিশেষ করে যারা আইন রক্ষা করেন, তাদের কোনো ব্যস্ততা নেই। রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা মিরপুর। দারুস সালাম সড়কটিও প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকে রাজধানীর অন্যান্য এলাকায় গমনাগমনের জন্য। গত ৫ আগস্ট পট পরিবর্তনের পর এই সড়কেরও নানা কিছু পাল্টেছে। আগে যেমন শুধুমাত্র বাস ও লেগুনা, ব্যাটারি রিকশা চালকদের জন্য এই সড়ক স্থবির হয়ে থাকতো; এখন থাকে বাজারের কারণে। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দারুস সালাম সড়কটির টোলারবাগ এলাকাসংলগ্ন অংশে বাজার বসছে। রাস্তার বড় অংশ দখল করে বাজার চলে বেলা ১১টা পর্যন্ত। ছুটির দিনগুলোয় দুপুর ১২টা পর্যন্তও নাকি চলে। রাস্তার ওপর ফড়িয়াদের বাজার থেকে কাঁচা শাক-সবজি, মাংস-মুরগি কেনেন অনেক ক্রেতা। কিন্তু তাদের মাথায় নেই দেশের রাস্তার ওপর এমনভাবে বাজার বসানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে, কোনো স্থানে হাট-বাজার স্থাপন ও তার পরিসীমা সম্প্রসারণ বা সংকোচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুমোদন নিতে হবে। কেউ হাট-বাজার স্থাপনের জন্য সরকারি জমি-রাস্তাঘাট অবৈধভাবে দখলে নিয়ে বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো অবৈধ অবস্থান নিতে পারবে না। এসব কিছু করলে দায়ী ব্যক্তিকে উচ্ছেদ-অপসারণ করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তাদের জিনিসপত্র সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এ ক্ষেত্রে দণ্ড দিতে পারবেন। মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার কাজ চালাতে পারবেন। দারুস সালাম সড়কটির টোলারবাগ এলাকাসংলগ্ন অংশে যারা বাজার বসিয়েছেন তারা এক প্রকার অপরাধ করছেন। তাহলে যারা এই অপরাধকে সহায়তা করছেন, তারা দোষী! মিরপুরের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বাজার রয়েছে। বিভিন্ন সময় ফড়িয়ারা এসব বাজারে অল্প একটু জায়গা নিয়ে নিজেদের ব্যবসা করে ফিরে যেত।

গত ১৫ বছরে এসব জায়গা অর্থের বিনিময়ে দখলে নিয়েছিল কিছু ব্যবসায়ী। বাজার সম্প্রসারণ হতে হতে প্রথমে চলে আসে ফুটপাতে। পরে রাস্তায়। এসব পরিচালিত হতো তৎকালীন সরকারের এমপিদের গুন্ডাবাহিনীর আওতায়। সেই বাজার ছেড়ে বিভিন্ন ছোট-বড় বাহন চলাচলের রাস্তায় কেন এলো কাঁচা-বাজার? সাধারণ চোখে দেখলে- সরকারের অসচেতনতা, শক্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, ফড়িয়াদের জন্য স্থান দিতে না পারা, পুলিশ ও ট্রাফিকের দায়িত্ব অবেহলা, রাজনৈতিক নেতাদের ডান হাত-বাঁ হাতদের চাঁদাবাজিসহ আরও অনেক কারণে রাস্তার ওপর ব্যবসা চলে এসেছে। সকালে কাঁচাবাজার, বিকেলে খাবারের ব্যবসা এখন পুরোদমে রাস্তার ওপরেই চলছে। আর এর দায় সম্পূর্ণ পুলিশ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার। এ কথা সাধারণ জনগণের। যাদের বিবেক বুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি, যারা সরকারকে সমীহ করে চলেন। যারা নীতি ও আদর্শ মেনে জীবন পার করছেন তারাই পুলিশ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার ওপর আঙুল তুলছেন। সমালোচনা করছেন

৭-এর পাতায় দেখুন

সমাজসেবা অধিদফতরের ডিজিকে তাৎক্ষণিক সরিয়ে দিতে নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হওয়ার পরও দায়িত্ব পালন করে যাওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের চৌধুরী ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন ও অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। গত ১১ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে 'ওএসডি হয়েও পদ ছাড়ছেন না সমাজসেবা অধিদফতরের ডিজি' প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরে ওই প্রতিবেদন সংযুক্ত করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামালকে ওএসডি করা হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশের প্রায় এক মাস পরও তা অমান্য করে ডিজি পদে বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছেন এই কর্মকর্তা। ওএসডি করা সমাজসেবার ডিজি ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল অফিস করার কথা স্বীকার করেছেন। ওএসডি হওয়ার পর কীভাবে কাজ করছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দল নয়, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত দেবে জনগণ : মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভিন্ন মহল থেকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি উঠে। এবার এই বিষয়ে বিএনপির অবস্থান পরিষ্কার করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের বিষয়ে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মতামত দেওয়া ঠিক হবে না। এটা রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত নয়, এটা জনগণের সিদ্ধান্ত। জনগণ সিদ্ধান্ত দেবে, কে রাজনীতি করবে; কে করবে না এবং সেটা হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনে জনগণের কাছে যারা খারাপ তারা বাতিল হয়ে যাবে। বুধবার (১৩ নভেম্বর) ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাস ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। ফখরুল বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ একটা কাজ খুব সফলভাবে করেছে। তা হলো জাতিকে বিভক্ত করেছে। এই বিভক্ত দূর করে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি চাই। রাজনৈতিক মতামত ভিন্ন থাকবে কিন্তু ঐক্য থাকবে মৌলিক কিছু বিষয়ে। যেমন- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশর মানুষের অধিকারের বিষয়ে। এই বিষয়গুলোতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এ সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে বিএনপির মহাসচিব বলেন, উপদেষ্টা হিসেবে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হবে তার যেন বিতর্কিত না হয়। এই বিষয়ে সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজেদের স্বার্থেই এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।
তিনি বলেন, এই সরকারকে সফল করার দায়িত্ব আমাদেরও। কারণ আমরাও এই আন্দোলনের অংশীদার। আর এই সরকার এসেছে আন্দোলনের মাধ্যমে। আমরা চাই না, এই সরকার ব্যর্থ হয়ে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাক। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জাহিদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সাল আমিন, পৌর বিএনপির সভাপতি শরিফুল ইসলাম শরীফ প্রমুখ।

হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র আতিকুল ৫ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর উত্তরা পুর্ব থানার বকুল মিয়া হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরীর আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন কারাগার থেকে তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. মাহমুদুর রহমান তার ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন। এসময় আসামিপক্ষে তার আইনজীবী রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে রিমান্ডের আদেশ দেন। এর আগে বুধবার রাতে রাজধানীর মহাখালী

৭-এর পাতায় দেখুন

অভিভাবকহীন দুদকে থমকে গেছে অনুসন্ধান

স্টাফ রিপোর্টার : অ্যাডভোকেট তৌফিকা করিম। যিনি একাধারে একজন আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী ও ব্যাংকার। আইন অঙ্গনে পরিচিত সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সাবেক আইনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পেয়ে অনুসন্ধানে নেমেছে। এবার তৌফিকা করিমের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করতে দুদকে আবেদন করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ। সাবেক মন্ত্রীর যোগসাজশে অবৈধ সম্পদ গড়ার অভিযোগ তৌফিকার বিরুদ্ধে। তার মতোই বিগত সরকারের মদদপুষ্ট নেতা-কর্মী, আমলাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিনেই দুদকে জমা পড়ছে শত শত অভিযোগ। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে দলটির নেতাকর্মী ও সরকার সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাড়তে থাকে দুদকে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ১৩ আগস্ট থেকে সংস্থাটির অনুসন্ধান কার্যক্রমে গতি পায়। প্রতি কার্যদিবসে নতুন নতুন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে কমিশন। তলব, অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ ও বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চাওয়া শুরু করে। তবে গত ২৯ অক্টোবর মঈনুদ্দিন কমিশনের আকস্মিক পতনের পর থমকে গেছে এসব কার্যক্রম। ওইদিন হঠাৎ করেই দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং সংস্থাটির দুই কমিশনার মো. জহুরুল হক ও আছিয়া খাতুন পদত্যাগ করেন। ২০২১ সালের ৩ মার্চ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহকে দুদকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেন রাষ্ট্রপতি। পদত্যাগ করা দুই কমিশনারের মধ্যে জহুরুল হক একজন সাবেক জেলা জজ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সাবেক চেয়ারম্যান। আর আছিয়া খাতুন সরকারের সাবেক সচিব ছিলেন। পদত্যাগের পর দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগের নাম প্রস্তাব করতে গত ১০ নভেম্বর বাছাই কমিটি গঠন করেছে সরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গেছে,

৭-এর পাতায় দেখুন

আইএইচএসবি বিজনেস কার্নিভাল শুরু ১৫ নভেম্বর

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আইএইচএসবি আন্তঃস্কুল বিজনেস কার্নিভাল। ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল বাংলাদেশ প্রাঙ্গণে আগামী ১৫-১৭ নভেম্বর শিক্ষার্থীদের এ বিজনেস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। অকোটেক্সের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুলের বিজনেস ক্লাব আয়োজন করেছে ব্যবসা এবং উদ্যোগ নিয়ে দ্বিতীয় আইএইচএসবি বিজনেস কার্নিভাল। এতে অংশ নেবে ঢাকার খ্যাতনামা ৫০টি স্কুলের ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী। ১৫ নভেম্বর (আগামীকাল শুক্রবার) সকাল ৯টায় স্কুল প্রাঙ্গণে বিজনেস কার্নিভালের শুভ উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার এবং বাংলাদেশে ব্রিটিশ ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর জেমস গোল্ডম্যান, ট্রেড এন্ড

৭-এর পাতায় দেখুন

৩ নর্ডিক দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জাপা চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : তিন নর্ডিক দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের। বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানে সুইডিস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের সুইডিস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হকোন অ্যারাল্ড গুলব্রান্ডসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস ইউকস ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রেক্স মেলার। এ সময় তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং চলমান রাজনীতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কাদেরের সঙ্গে ছিলেন পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু ও প্রেসিডিয়াম সদস্য ও চেয়ারম্যানের বিশেষ দূত মাসরুর মওলা।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার ইনু সাদেক ও সলিমুল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় দায়ের করা পৃথক হত্যা মামলায় সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সলিমুল্লাহ সলুকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (১৩ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরীর আদালত শুনানি শেষে তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। আদালতে তাদেরকে হাজির করা হয়। এরপর মোহাম্মদপুর থানার একটি হত্যা মামলায় হাসানুল হক ইনুকে, একই থানার পৃথক তিনটি হত্যা মামলায় সাবেক এমপি সাদেক খান ও মোহাম্মদপুর থানার হত্যাচেষ্টার একটি মামলায় সাবেক কাউন্সিলর সলুকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত

৭-এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকবে ফ্রান্স

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্রান্সের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান লেচারভি বলেছেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকবে ফ্রান্স। পররাষ্ট্র সচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। গতকাল বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেন ফ্রান্সের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান লেচারভি। বৈঠকে দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকট এবং মিয়ানমারের ক্রমবর্ধমান সংঘাতময় পরিস্থিতি তাদের আলোচনায় স্থান পায়। পররাষ্ট্র সচিব মো. জসীম উদ্দিন জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (এফডিএমএন) নিজ দেশে প্রত্যাবাসনে কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় বাংলাদেশের হতাশা প্রকাশ করে সংকটের দ্রুত সমাধানের ওপর জোর দেন। তিনি মিয়ানমারে চলমান সশস্ত্র সংঘাতের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ দূত লেচারভি রোহিঙ্গা জনগণের

৭-এর পাতায় দেখুন

তেমুখী, বাদাঘাট ও বিমান চারলেন সড়কের কাজ চলছে। ছবিটি বুধবার সিলেট বাদাঘাট এলাকা থেকে তোলা।

গভীর রাতে ৯৯৯-এ কল, ১০ বছরের শিশু উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শাহজাহানপুর এলাকা থেকে ১০ বছরের এক শিশুকে উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। সোমবার মধ্যরাতে তাকে উদ্ধার করে শাহজানপুর থানা-পুলিশ। চট্টগ্রাম থেকে রামেল হাওলাদার নামে এক ব্যক্তি জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করলে শিশুকে উদ্ধার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সোমবার রাত ১টার দিকে রামেল হাওলাদার ৯৯৯-এ ফোন করে জানান, তার বোন মনি প্রায় এক মাস আগে নিখোঁজ হয়। তাকে শাহজাহানপুর থানা এলাকায় আটক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু রামেল হাওলাদার কোনও ঠিকানা বলতে পারেন না। তবে পুলিশকে একটি মোবাইল নম্বর দেন, যে নম্বর থেকে ওই শিশুর সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশ সেই নম্বরে কথা বলে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ওই শিশুর অবস্থান জানতে পারে। পরে রামেল

৭-এর পাতায় দেখুন

লাভের স্টেশন চেনে না রেল স্বজনপ্রীতিই গলার কাঁটা

- দুর্নীতি-অনিয়ম আর স্বজনপ্রীতি যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে এই খাতে
- বিগত এক যুগে অন্তত ১৭ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে রেলের

স্টাফ রিপোর্টার : লোকসান আর বাংলাদেশ রেলওয়ে একে অপরের হাত ধরে তাদের পথচলা যেন যুগ-যুগের। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গণপরিবহন, গত কয়েক বছরে টিকিটের মূল্যও বেড়েছে অনেক, সঙ্গে বিনিয়োগ হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। এরপরও কোথায় যেন একটা সমস্যা, কোনো এক মন্ত্রবলে যেন লাভের স্টেশনে আর ভেড়া হয় না রেলের। বছর বছর আয়ের হিসাব থাকলেও ব্যয়ের সঠিক হিসাবটা নিয়ে মুখ খুলতে চান না কোনো কর্মকর্তা। দুর্নীতি-অনিয়ম আর স্বজনপ্রীতি যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে এই খাতে। হিসাব বলছে, বিগত এক যুগে অন্তত ১৭ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে রেলের। এদিকে আয় বাড়াতে নতুন খাত সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে রেলওয়ে। খাতওয়ারি আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট করার ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এরপরও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা দুর্নীতি-অনিয়ম আর স্বজনপ্রীতির শৃঙ্খল ভাঙা না গেলে, সামনের উদ্যোগগুলোও কতটা ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। সবশেষ লাভের আশায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিজ হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হয় ৩৭টি ট্রেন। কিন্তু এখানেও গুরুতর অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ। জানা গেছে, বেসরকারি খাতে ছেড়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

ছুটিতে পাঠানো ১২ বিচারপতিকে তদন্ত সাপেক্ষে বেঞ্চ দিতে আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ছুটিতে পাঠানো ১২ বিচারপতিকে তদন্ত সাপেক্ষে বিচারকার্যে অংশগ্রহণের জন্য বেঞ্চ দিতে আইন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন এক আইনজীবী। গতকাল বুধবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনির উদ্দিন এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, গত ১৭ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি, হাইকোর্টের ১২ জন বিচারক বেঞ্চ পাচ্ছেন না। ২০ অক্টোবর দৈনিককার্য তালিকায় ১২ জন বিচারপতিকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কোনও বেঞ্চ দেওয়া হয় নাই। যেসব বিচারপতিকে বেঞ্চ দেওয়া হয় নাই, তাদের মধ্যে ২০২৩ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতিও রয়েছেন। স্কাইপি কেলেঙ্কারি এবং কোটার জাজমেন্ট সম্পর্ককে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে বিচারপতিরা কোনও অপকর্মে জড়িত ছিলেন না। তাদের দিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকার শপথ ভঙ্গ করিয়েছে এবং দলীয় প্রভাব খাটিয়ে বিতর্কিত করা হয়েছে। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যুদ্ধাপরাধ

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব ইজতেমার কারণে পেছাল ঢাবির বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বইজতেমার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পরিবর্তন করে ১৫ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি জানান, ডিনস কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাকি পরীক্ষাগুলোর সময় অপরিবর্তিত থাকবে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩ জানুয়ারি আইবিএ ইউনিট, ৪ জানুয়ারি চারুকলা ইউনিট (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন), ২৫ জানুয়ারি কলা,

৭-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনের জেরে বেড়েছে এনবিআরের রাজস্ব ঘাটতি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজস্ব আদায়ে পিছিয়ে পড়ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাস জুলাই-সেপ্টেম্বরে সার্বিকভাবে শুল্ক ও কর আদায়ে ২৫ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছে। তিন মাসের কোনো মাসেই এনবিআর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। মূলত দেশজুড়ে আন্দোলনের পাশাপাশি সাধারণ ছুটির

পাশাপাশি বেশ কয়েক দিন কারফিউও ছিল। শুল্ক-কর আদায়ে এসবের প্রভাব পড়েছে। আর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার পরিবর্তনের পরও আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যে কারণে কাঙ্ক্ষিক্ষ হারে রাজস্ব আদায় করা যায়নি। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআরের মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৯৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৭০ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা। ওই সময়ে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ২৫ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা। এনবিআর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়েও কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে সব মিলিয়ে ৭৪ হাজার ৪৮৮ কোটি টাকার শুল্ক-কর আদায় হয়েছিল। তার চেয়ে এবার ৪ হাজার

৭-এর পাতায় দেখুন

ডিএসইতে সূচক বাড়লেও সিএসইতে কমেছে

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (১৩ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক বাড়লেও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) কমেছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কিছুটা কমেছে। সেই সঙ্গে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১৭.৬৫ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩১৬ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ১.৯৫ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৮৪ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ২.১০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯৭২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৫২টি

৭-এর পাতায় দেখুন

বাজারে এত বিশৃঙ্খলা ট্যাক্স কমিয়েও দাম কমছে না : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার পরও নিত্যপণ্যের দাম কমছে না জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বাজারে এতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ বলছে দাম কমছে না অথচ এনবিআর অনেক সুবিধা দিয়েছে। ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরও নিত্যপণ্যের দাম কমে না। মানুষ অধৈর্য হয়ে গেছে, এটাই স্বাভাবিক। বুধবার (১৩ নভেম্বর) নগরীর পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত 'পিকেএসএফ দিবস-২০২৪' অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টাকে বললাম বাজারে দাম কমানো শুধু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ না। এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্ট আছে।

অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা চলে গেলেও মানুষ মনে রাখবে। কারণ আমরা ভালো কাজ করছি। মানুষ বলবে স্যার আপনি ওখানে ছিলেন আপনি অমুক কাজ করছেন। অনেকে আমাদের ধন্যবাদ দেয় যে স্যার আপনি ট্যাক্সের অমুক কাজটি ভালো করেছেন। বন্ডের ট্যাক্স তুলে দেওয়াতে মানুষ আমাদের অনেক ভালো বলে। সঞ্চয়পত্রেও আমরা ভালো করেছি। এখন সঞ্চয়পত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিনিউ হচ্ছে। ভালো জিনিস যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল। আক্ষেপ করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু আবার প্রতিষ্ঠান নেই, এমন অবস্থা। ভালো প্রতিষ্ঠানের বড় অভাব। বিল্ডিং আছে কিন্তু মানুষ নেই, সেখানে স্বচ্ছতার অভাব, জবাবদিহিতার অভাব। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলি যে, তুমি এটা দেখো। ভারতে ইলিশ রপ্তানিকে ইতিবাচক ব্যাখ্যা করে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমার ছোট ভাই ফোন দিয়ে বলে ভাই ইলিশ মাছ দিয়ে দিলেন, ফেসবুকে আপনাকে গালি দিয়ে ভরে দিচ্ছে। আমার কিন্তু ফেসবুক নাই। একটা সিজনে ৫ লাখ ৩০ হাজার টন ইলিশ উৎপাদন হয় ভারতে দিলাম মাত্র ৩ হাজার টন। অনেকে বলছে, ভারতে ইলিশ দেওয়া ভালো সিদ্ধান্ত। সারাবিশ্বে আমাদের বিষয়ে সবাই ইতিবাচক মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দিকে কেউ মুখ বাঁকা করছে না। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর সভায় গেলাম, ৭ থেকে ৮ দিন ছিলাম এতগুলো সভা করতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত

৭-এর পাতায় দেখুন

কাকরাইল মসজিদ নিজামুদ্দীনের অনুসারীদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : কাকরাইল মার্কাজ সম্পূর্ণভাবে নিজামুদ্দীনের অনুসারীদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়াসহ ৭ দফা দাবি জানিয়েছেন মাওলানা সাদের অনুসারীরা। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে মাওলানা 'জোবায়েরপন্থিদের মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রে'র প্রতিবাদের আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করে দাওয়াত ও তাবলিগের ওলামায়েকেরাম এবং সাথীরা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে কাকরাইল মার্কাজের ইমাম মুফতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ সকাল থেকে কাকরাইল মার্কাজে তাবলিগের মূলধারার সাথীদের আ'মাল শুরু হবে। কিন্তু তাবলিগের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন 'জোবায়েরপন্থিরা'

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

এইচএসসি-আলিমের ৫ লাখ

আবেদন জমা নেওয়া হয়। এবার ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ড মিলিয়ে ১ লাখ ৯২ হাজার ৪৮০ পরীক্ষার্থী ৫ লাখ ১ হাজার ১৯৪টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। আবেদন কম পড়েছে মাদ্রাসা বোর্ডে। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ১ লাখ ৮৯ হাজার ৭৬৬ শিক্ষার্থী ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪৮০টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষার ৭ হাজার ৮১৪টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছেন ২ হাজার ৭১৪ জন। যেভাবে ফল জানা যাবে: দুই পদ্ধতিতে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল জানা যাবে। একটি হলো- এসএমএসের মাধ্যমে। তাছাড়া নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা ফল দেখতে পারবেন। প্রথম ফল প্রকাশের সময় যেভাবে এসএমএস পাঠিয়ে ফিরতি এসএমএসে ফল জানা যায়, পুনর্নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে তা নয়। এক্ষেত্রে প্রার্থী ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করার সময় যে মোবাইল ফোন নম্বর দিয়েছিলেন, সেই নম্বরে বোর্ড থেকে এসএমএস পাঠিয়ে ফল জানিয়ে দেওয়া হবে। ফলাফলের জন্য এসএমএস পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

অবশেষে চাকরি ফেরত পাচ্ছেন সেই

নামঞ্জুর হয়। পরে তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। ২০১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তার মামলা খারিজ করা হয়। এরপর হাসান রুহী আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করেন। ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল রায় দেন। রায়ে তার আপিল আংশিক মঞ্জুর হয়। ওই আদেশে বলা হয়, তিনি চাকরিতে পুনর্বহাল হবেন এবং বিধি অনুযায়ী সব বকেয়া বেতন ভাতা পাবেন। চাকরিতে অনুপস্থিতকালে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। এর বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। ব্যারিস্টার ওমর ফারুক জানান, ২০০৮ সালে হাসান রুহী নিয়োগ পান। পরে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ না মানা, অসৌজন্যমূলক আচরণ করার অভিযোগে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এর বিরুদ্ধে মামলার পর প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল তার বিপক্ষে রায় দেন। আপিলের পর আপিল ট্রাইব্যুনাল তার পক্ষে রায় আসে। ওই রায়ে বলা হয়, দ্বিতীয়বার শো'কজ নোটিশের সময় তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়নি এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে শাস্তি দেয়নি। তিনি বলেন, মামলাটি আপিল বিভাগে আসার পর হাসান রুহী নিজে শুনানির জন্য আদালতে দাঁড়ান। পরে আদালত তাকে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইডে পাঠান। লিগ্যাল এইড থেকে আইনজীবী হিসেবে আমাকে নিযুক্ত করা হয়। গতকাল (গত মঙ্গলবার) শুনানি করি। আজ (গতকাল বুধবার) রায় হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি কেন দরখাস্ত করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার বকেয়া বেতন চেয়েছিলেন। এটি নাকি ওনার অপরাধ। তিনি আরও বলেন, আমি দেখিয়েছি ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো বর্ণনা নেই। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা। তাকে তৃতীয় শ্রেণীর দেখিয়ে যেভাবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করেছে, আদালত তা শুনেছেন এবং রায় দিয়েছেন। তবে ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ যে সময় অনুপস্থিত ছিলেন, সে সময় তিনি বেতন-ভাতা পাবেন না। তা ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। আর চাকরি ফেরত পাবেন।

৬ হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

অফিসার্স মেসে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান সেনাসদরের মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ ইন্তেখাব হায়দার খান। ইন্তেখাব হায়দার খান জানান, এই মুহূর্তে দেশের ৬২টি জেলায় সেনাসদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকার, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, বিরাজমান অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তায় সেনাবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তারে পাশাপাশি দেশের শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা রোধে সেনাবাহি-নী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান। এই সেনা কর্মকর্তা জানান, দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে হওয়া শতাধিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে সেনাবাহিনী। কারখানাগুলোকে চালু রাখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার ফলে বর্তমানে দেশের ২ হাজার ৮৯টি গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে প্রায় সবকটিই এই মুহূর্তে চালু রয়েছে। ইন্তেখাব হায়দার খান জানান, সাতশর বেশি বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে সেনাবাহিনী, যার মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ঘটনা ছিল ১৪১টি, সরকারি সংস্থা বা অফিসসংক্রান্ত ৮৬টি, রাজনৈতিক কোন্দল ৯৮টি এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ৩৮৮টি। অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার, বিভিন্ন অপরাধী ও নাশকতামূলক কাজের ইন্ধনদাতা ও পরিকল্পনাকারীদের গ্রেপ্তার কার্যক্রমে সেনাবাহিনী সক্রিয় রয়েছে বলে জানান ইন্তেখাব হায়দার খান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসায় সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ২৯৫ জনকে দেশের বিভিন্ন সিএমএইচে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩ জন এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে সেনাবাহিনী অত্যন্ত সচেতন। এটার ব্যাপারে তাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দিষ্ট আদেশ রয়েছে, যেকোনো ধরনের পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী যেন বিচারবহির্ভূত হত্যা সংঘটিত হতে না দেয়।

সন্ধ্যা নামতেই আসর শুরু

জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় এনে তরুণ ও যুব সমাজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনার দাবি এলাকাবাসীর। সরেজমিনে ওইসব এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, অনলাইন জুয়ার ডিলারদের লোভনীয় অফারে আকৃষ্ট হয়ে সর্বস্ব হারাতে বসেছেন সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের মাদারগঞ্জ, বোর্ড অফিস, সোনাহার, সেনপাড়াসহ কয়েকটি গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। প্রত্যেকটি পরিবার থেকে কেউ না কেউ এ খেলায় যুক্ত হয়ে পথে বসেছেন। গ্রামগুলো যেন অনলাইন জুয়ার রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। একাধিক ডিলারদের তত্ত্বাবধানে এ নেশায় আকৃষ্ট হয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। যার ফলে পারিবারিকভাবে অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ, কলহসহ ও পড়াশোনা বিমুখ হয়ে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। অনলাইন জুয়ার ভয়াল এ থাবা থেকে মুক্তি পেতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সাধারণ মানুষ। তবে অনলাইন জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হওয়া ভুক্তভোগীরা জানান, একদিকে অনলাইন জুয়ার নেশায় সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন জুয়া চক্রের ডিলাররা।

আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সেনপাড়া গ্রামের হেমন্ত সেন। দর্জি বিজ্ঞানের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন তিনি। কয়েক বছর আগেও পরিবারের খরচ চালাতে হিমশিম খেতেন। অথচ নিয়তির ঘুরপাকে অনলাইন জুয়ার ডিলার হয়ে পেয়েছেন আলাদীনের আশ্চর্য চেরাগ। দুই লাখ টাকা মোবাইল সেট ও দামি ল্যাপটপ, চলাফেরা করেন চার লাখ টাকার মোটরসাইকেলে আর গ্রামে করেছেন দৃষ্টি জুড়ানো ফ্ল্যাট বাড়ি। কিছুদিন আগেও যাদের নুন আন্তে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা ছিল তাদের এমন উত্থানে হতভম্ব এলাকার মানুষ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত একজন বলেন, অনলাইনে সহজেই এখন এসব জুয়া খেলা যায়। জুয়ার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে খেলায় অ্যাকাউন্ট করতে হয়। পরে ডিলারের মাধ্যমে টাকা তোলা যায় ও খেলায় টাকা লাগানো হয়। অনলাইন জুয়া খেলা অনেকগুলো সাইট আছে। অ্যাকাউন্ট করে বিকাশ, নগদ এর মাধ্যমে টাকা নিয়ে খেলায় টাকা লাগাতে হয়। লাভ হলে আবার বিকাশ, নগদ এজেন্ট এর মাধ্যমে টাকা তুলতে হয়। তবে এ খেলায় যারা ডিলার তারাই লাভবান হন। সাধারণ মানুষ যারা খেলেন, তারা প্রথমে লাভের লোভে খেলে পরে সর্বস্বান্ত হন। এই এলাকায় যারা ডিলার আছেন তারা এখন সবাই লাখোপতি। তারা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই এলাকায় অনেকগুলো ডিলার আছে অনলাইন জুয়ার। যেমন, কচুবাড়ি এলাকার তাপস চন্দ্র রায়, সালশা মাদরাসা এলাকার বাদশা, মামুন, সোহেল, কচুবাড়ি দাঙ্গাপাড়া এলাকার বিকাশ রায়, রাসেল, শামিম, রোমানীসহ প্রায় শতাধিক। এছাড়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের ভূমি রেকর্ড রুমের কর্মরত খ্যাত প্রধান উচ্চমান সহকারী সাইফুর রহমানও এর সঙ্গে জড়িত। জুয়া খেলেন ও ডিলার ছিলেন এমন অনেকজন পরিচয় গোপন রাখার শর্তে জানান, ডিলারদের কাছে অনলাইন ব্যাংকিং এর এজেন্ট সিম থাকে। সেই সিম থেকে টাকা লেনদেন হয়। প্রতিদিন এসব সিমে লাখ লাখ টাকা লেনদেন হয়ে থাকে। অনলাইন ব্যাংকিং এর সে-সব ডিলার আছে তারা এসব কিছু জানে। তাদের কাছে এসব এজেন্ট সিম ভাড়া হিসেবে নিয়ে চালান জুয়ার ডিলাররা। টাকা লেনদেন হলে ডিলারের লাভ হয়। তবে সাধারণ জুয়া খেলোয়াড় লাভ করতে পারেন না। প্রথমে খেলোয়াড় লোভে পড়ে খেলতে থাকে। সেই লোভে পড়েই জুয়া খেলোয়াড়রা ধ্বংসের পথে। আর মোবাইল দিয়ে খেলতে হয় তাই এই খেলা যেখানে সেখানে খেলা যায়। সদর উপজেলা বোর্ড অফিস এলাকার নুর ইসলাম বলেন, আমাদের এলাকার কম বেশি অনেকেই এই খেলার সঙ্গে জড়িত। সন্ধ্যার পরে যেখানে সেখানে কয়েকজন বসে এই জুয়া খেলার আসর বসায়। তবে তারা মোবাইলে খেলে সে জন্য কেও তাদের ধরতে পারে না। এই এলাকার অনেকেই আজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন জুয়া খেলে। প্রশাসনও তেমন পদক্ষেপ না নেওয়ায় দিন দিন জুয়া খেলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যারা জুয়া খেলার ডিলার আছেন, তারা তো দিন দিন ডিলারদের চেরাগ পাওয়ার মতোই অবস্থা। তবে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মানুষ আরও বেশি ধ্বংস হয়ে যাবে। গোপন সূত্র বলছে, অনলাইন জুয়া চক্রের ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং এর ডিস্ট্রিবিউটর ও সেলস অফিসারদেরও। দোকান না থেকেও এজেন্ট সিম দেওয়া, দৈনিক ও মাসিক ভাড়া নেওয়া ও ডিলারদের কাছে মাসোহারা নিয়ে থাকেন তারা। ওই এলাকার বিকাশ, নগদ, ফেক্সিলোড ব্যবসায়ী রশিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে বড় ব্যবসা না থাকায় তেমন লেনদেন হয় না। তবে যে এজেন্ট সিমগুলো অনলাইন জুয়ায় ব্যবহার হয় সেগুলোতে দিনে লাখ টাকাও বেশি লেনদেন হয়। তাই এই বিকাশ, নগদ ডিলাররা এজেন্ট সিমগুলো অনলাইন জুয়ার ডিলারদের না দিলে তারা সেভাবে লেনদেন করে খেলা পরিচালনা করতে পারবে না। অনলাইন জুয়ার ডিলার অভিযোগে হেমন্ত সেনের খোঁজে তার বাড়িতে গেলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার স্ত্রী মিনাক্ষী সেনের কাছে মোবাইল নম্বর চাইতে গেলে রেগে ফুলে ফুঁসে ওঠেন তিনি। ফিরে যাওয়ার পথে প্রতিবেদকের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি দেন মিনাক্ষী সেন। এলাকার অনলাইন জুয়া চক্রের অন্যতম ডিলার হেমন্ত সেন। তার মাধ্যমেই বিস্তার হয়েছে এ সর্বনাশী নেশা। নগদ ও বিকাশের এজেন্ট সিম ব্যবহার করে লাখ লাখ টাকার মালিক বনেছেন হেমন্ত। তবে আগে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এখন অনলাইন খেলেন না বলে দাবি হেমন্তের মা যাত্রী রাণী সেনের। অনলাইন জুয়ায় মোবাইল ব্যাংকিং এর সিম ব্যবহার হয় এমন অভিযোগে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং এর জেলার ডিস্ট্রিবিউটর ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক দফায় কথা বলার চেষ্টা করলেও প্রধান দপ্তরের অযুহাতে কথা বলতে রাজি হননি তারা। ঠাকুরগাঁওয়ের পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম ঢাকা পোস্টেকে বলেন, মানুষকে গ্রাস করে ফেলে জুয়া। অনলাইন জুয়ার তেমন কোনো আইন নেই। সাধারণ জুয়ার আইনে তাদের আটক করতে হয়। সে জন্য অপরাধ অনেক বড় হলেও সহজেই পার পেয়ে যান অপরাধীরা। এছাড়াও অনলাইন জুয়া খেলা হয় মোবাইলে। সে জন্য সহজেই জুয়াড়িদের ধরাও যায় না। এ চক্রের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যারিস্টার খোকনসহ বিএনপিপন্থি

করে শুনানির জন্য ৩ নভেম্বর দিন ধার্য করেন। নির্ধারিত দিনে শুনানি শেষে আসামিদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। অব্যাহতি পাওয়া অন্য আইনজীবীরা হলেনড়বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস কাজল, ওমর ফারুক ফারুকী, আব্দুল খালেক মিলন, খোরশেদ আলম মিয়া, কামরুল ইসলাম সজল, মাহবুবুর রহমান খান, জহুরুল ইসলাম মুকুল, মোহাম্মদ আলী, দেওয়ান রিপন, হাজী মো. মহাসিন, মুজাহিদুল ইসলাম সায়েম, আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, শাম্মী আক্তার, মোসা. হিরা, নারগিস পারভেজ মুক্তি, নুরুল ইমান বাবুল, ইউসুফ সরকার, আজাহারুদ্দিন রিপন, কে এম মিরাজ হোসেন, সাইদুর রহমান সোহাগ, কে এম বরকত সবুজ, মাহবুব আলম আক্তার, জহুরুল ইসলাম মুকুল, কাজী পনির, এস এম হুমায়ুন কবির, তাহমিনা আক্তার হাসমি, হাফিজুর রহমান হাফিজ, তহিদুর রহমান তৌহিদ, আব্দুল হান্নান, শফিকুল ইসলাম শফিক, মোসা. খুকি, যাদু, নুরুজ্জামান, জাবেদ, আনোয়ার হোসেন, ইব্রাহীম স্বপন, সাঈদ আবু জাফর রিজভী, আল ফয়সাল সিদ্দিক, এমডি কাইয়ুম, দেলোয়ার জাহান রুমি, এ. আর রায়হান, আমির, আব্দুর রশিদ, নুরুজ্জামান তপন, মাজিদুর রহমান মাজেন, তানভীর সোহেল, রওসন দিল আফরোজ, সেলিম চৌধুরী, শাহাদা হোসেন আদিল, আব্দুল বাছেদ রাখি, শেখ আলাউদ্দিন, রফিক (সাবেক লাইব্রেরিয়ান), ইলিয়াছ, আফজাল মৃধা, টিপু সুলতান, আশরাফ জালাল খান মনন, শিপন, লুৎফর, লতিফ ভূঁইয়া, মাহাবুব উদ্দিন, পাপ্পু, রাহাত, রাসেল আহম্মেদ, ফরিদ উদ্দিন ও শহিদুল ইসলাম। মামলার এজাহারে বলা হয়েছিল, ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবনের নিচে ইউনাইটেড ল' ইয়ার্স ফ্রন্ট নামে ব্যানার এবং সরকারবিরোধী বিভিন্ন ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে উল্লেখিত আসামিরাসহ অজ্ঞাতনামা বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের সমর্থিত আরও অনেক আইনজীবী তাদের নির্ধারিত কর্মসূচি পদযাত্রা সফল করার লক্ষ্যে জড়ো হয়ে সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় ব্যারিস্টার মাহাবুব উদ্দিন খোকন, অ্যাডভোকেট কায়সার কামাল, রুহুল কুদ্দুস কাজল ও ওমর ফারুক ফারুকীদের নেতৃত্বে ইউনাইটেড ল' ইয়ার্স ফ্রন্ট ব্যানারসহ আইনজীবীরা মিছিল নিয়ে ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবন থেকে জনসন রোডে ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবনের প্রবেশ মুখে প্রধান সড়কে আসেন। তখন কোতোয়ালি থানা পুলিশ মিছিলকারী আইনজীবীদের রাস্তা অবরোধ না করার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। আইনজীবীদের অনুরোধ সত্ত্বেও তারা পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রধান সড়কে এসে রাস্তা অবরোধ করে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। তখন পুলিশ অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে, 'এলাকাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া সাধারণ বিচারপ্রার্থীও যাওয়া-আসা করে থাকেন, আপনারা রাস্তা ছেড়ে দিন।' তখন মিছিলকারী আইনজীবীরা হট্টগোল সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মাঝে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে পুলিশের ওপর প্রথমে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন এবং তাদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডের লাঠি দিয়ে পুলিশ সদস্যদের পিটিয়ে আহত করেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা আত্মরক্ষার্থে এবং যান চলাচল ও সাধারণ মানুষের চলাচল স্বাভাবিক রাখাসহ আদালত প্রাঙ্গণ এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে মিছিলকারী আইনজীবীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

বোয়েসেলের শ্রমবাজার

২১৫ জন কর্মী পাঠিয়েছে বোয়েসেল। এর মধ্যে জর্ডানে ১ লাখ ৬ হাজার ২৫৩, দক্ষিণ কোরিয়া ৩১ হাজার ৩৭, বাহরাইন ১ হাজার ৫৩৬, কুয়েত ৬৭৭, ফিজি ১৫৫, রাশিয়া ৩৭, লেবানন ২, বুলগেরিয়া ৫২, জাপান ২৮, রোমানিয়া ১৯৭, ক্রোয়েশিয়া ১৭, হংকং ১৫, সিশেলস ৪১, বতসোয়ানা ১, মরিশাস ১০৭, মালদ্বীপ ৯৮, মিশর ১৪৮, কাতার ১৬২, আরব আমিরাত ৩৬, ওমান ১ হাজার ৯১, রোমানিয়া ১৯৭, ক্রোয়েশিয়া ১৭ ও মালয়েশিয়ায় ১ হাজার ৫২০ জন।

জানা যায়, বোয়েসেলের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য ছিল জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানো, শ্রমবাজার বিস্তার ও শ্রমিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে বেসরকারি এজেন্সিগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা। তবে এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি বোয়েসেল। যা বলছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের হেড অব মাইগ্রেশন শরিফুল হাসান বলেন, 'বোয়েসেলের মাধ্যমে মাত্র কয়েকটি দেশেই লোক যাচ্ছে। নতুন নতুন শ্রমবাজার খুলছে কম। বোয়েসেল যদি বছরে ১০ থেকে ১২ হাজার লোক পাঠায়, এতে শ্রমবাজারে খুব বেশি যে অবদান রাখে এটা আমি মনে করি না। তবে এখানে প্রতারণা নেই। কর্মীরা ভালো কাজ করে। মোটামুটি ভালো স্যালারি পায় এটা সত্য।' 'বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিতে অধিক লাভের একটা টার্গেট থাকে। বোয়েসেলের উদ্দেশ্য কিন্তু সেটি নয়। বোয়েসেলের যে পরিমাণ গতি নিয়ে কাজ করার কথা, আমি মনে করি সেটা হচ্ছে না। যেখানে প্রতি বছর ১০ থেকে ১২ লাখ লোক কর্মী বিদেশ যায়, সেখানে বোয়েসেল পাঠাচ্ছে মাত্র ১৫ হাজার। আমি মনে করি বোয়েসেল থেকে কমপক্ষে এক লাখ লোক পাঠানো উচিত।' শরিফুল হাসান বলেন, 'প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যে বিএমইটি বা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে, এদের থেকে বেশির ভাগ লোক বিদেশ যেতে পারে না। অন্যদিকে বোয়েসেল আবার দক্ষ লোক পায় না। এখানে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বোয়েসেল যদি টিটিসিকে গাইড করে তাহলে দক্ষ কর্মী বের করে আনতে পারবে। তাহলে সরকারিভাবে জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যাও বাড়বে।' অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনির বলেন, 'বোয়েসেল প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে না। আমি মনে করি নতুন নতুন শ্রমবাজার খোলা কিংবা চাহিদা নেওয়ার কাজ মন্ত্রণালয়েরও। তাই এখানে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের শ্রমবাজার খোলার দায়িত্ব দিতে হবে। তারা সংখ্যার দিক থেকে কম পাঠাতে পারে। কিন্তু দক্ষ লোক ও কম টাকার মধ্যে যদি পাঠাতে পারে, এটা আবার ভালো দিক।'

তিনি বলেন, 'বোয়েসেলকে দক্ষ করতে হবে। বোয়েসেলের কর্মকর্তাদের শ্রমবাজার তৈরির জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে, দূতাবাসের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। বোয়েসেলকে খুঁজতে হবে, বিদেশিরা কোন ধরনের শ্রমিক চাচ্ছে, কোন দক্ষতা দরকার, কী পরিমাণ লোক যাবে। তাহলে তারা সেভাবে আবেদন গ্রহণ করবে। এই দায়িত্বটুকু বোয়েসেলকে দিতে হবে।' বোয়েসেলের বক্তব্য সার্বিক বিষয়ে বোয়েসেলের নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মো. শওকত আলী বলেন, 'বাংলাদেশে ২ হাজার ২৬২ রিক্রুটিং এজেন্সি রয়েছে। বোয়েসেলকে এদের সবার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই প্রাইভেট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো তাদের বাজার সম্প্রসারণে অনেক ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে, কিন্তু বোয়েসেল নিতে পারে না। আমরা যদি কোনো মার্কেটে ঢুকি তখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায় বাকি ২ হাজার ২৬২ এজেন্সি। তাই আমরা কম লোক পাঠাতে পারি। প্রতি বছর ১৫ হাজার যাচ্ছে। আশা করছি এটা বাড়বে। তবে আমরা অন্য এজেন্সির তুলনায় খুবই কম টাকা নেই।' জর্ডানকেন্দ্রিক শ্রমবাজার বিষয়ে শওকত আলী বলেন, 'জর্ডানে লোক যায় আমাদের জি টু জি পলিসিতে। তারা শুধু বোয়েসেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে লোক নেয়। অন্য কোনো এজেন্সি জর্ডানে লোক পাঠায় না। আমাদের মাধ্যমে অল্প কিছু পুরুষ ছাড়া প্রায় সব নারী যাচ্ছে। বাংলাদেশে গার্মেন্টসকর্মীর সংখ্যা বেশি, ফলে নারীদের আগ্রহ বেশি। জর্ডানেরও চাহিদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে বাংলাদেশি কর্মীর প্রতি। ফলে বাজার সমৃদ্ধ হচ্ছে।' সৌদিতে বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে না কেন- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের এজেন্সির সঙ্গে সৌদির কোম্পানিগুলোর আগে থেকে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তারা বাংলাদেশে এলে কোম্পানিগুলো অনেক সুবিধা দেয়, এখানে তারা টাকাও বেশি দেয়। ফলে সৌদিতে ঢোকা আমাদের জন্য একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে।' শওকত আলী বলেন, 'বছরে ১৫ হাজার কর্মী যাচ্ছে, এতে আমরাও সন্তুষ্ট না। আমরা চাচ্ছি কমপক্ষে প্রতি বছর ৩০ হাজারের বেশি মানুষ যাক। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে আমরা সেটা পারছি না। আমাদের কিছু লোকবল সংকট রয়েছে।' 'আমরা দক্ষ কর্মী পাচ্ছি না। বোয়েসেলে যারা আসে, অনেকে ম্যাট্রিক পাসও না, দক্ষিণ কোরিয়ার ভাষা, জাপানিজ ভাষা শিখতেও ন্যূনতম বাংলা ও ইংরেজি জানা লাগে। সেজন্য এসব দেশে বেশি লোক পাঠাতে পারছি না। আমাদের চেষ্টা থাকে সব সময়ই দক্ষ করে লোক পাঠানো, যাতে কর্মীদের সেখানে বিড়ম্বনায় না পড়তে হয়।'ইউরোপে শ্রমবাজার খোলার চেষ্টা চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা ইউরোপের শ্রমবাজার খোলার চেষ্টা করছি। ইতালি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে গত বছর একটা এমওইউ (সমঝোতা স্মারক) পাঠিয়েছি। যদিও এসব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ২৭টি দেশে শ্রম কল্যাণ উইং আছে। তারাও বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করছে।'

ডিম সিন্ডিকেটের পকেটে

ভোক্তাকে কিনতে হয় ১৩ টাকা ৩৩ পয়সায় (২৯ অক্টোবরের দাম)। প্রান্তিক খামারে গিয়ে যা জানা গেলো ঘাটাইল উপজেলার জামুরিয়া ইউনিয়নের কর্ণা গ্রাম। মধ্য কর্ণায় বিল্লাল হোসেনের ছয়টি শেডে ১৭ হাজার লেয়ার মুরগি। প্রতিদিন ডিমের উৎপাদন ১২শ থেকে-১৩শ পিস। ঘাটাইলের স্থানীয় আড়তদার মোস্তফা এন্টারপ্রাইজের কর্মীরা দুদিন পরপর এসে খামারে উৎপাদিত ডিম নিয়ে যান। ২৯ অক্টোবরও ওই আড়তে আড়াই হাজার পিস ডিম দেন বিল্লাল। কিন্তু তখন তিনি ডিমের দাম কত পাবেন জানেন না। বিকেলে মোস্তফা এন্টারপ্রাইজ থেকে খামারি বিল্লাল হোসেনকে মোবাইলে জানানো হয়, প্রতি পিস ডিম ১১ টাকা ১০ পয়সা দর নির্ধারণ হয়েছে। এরপর ওই আড়তে গিয়ে কথা হয় স্বত্বাধিকারী মোস্তফা কামালের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'ঢাকা থেকে খামারির এ রেট এসেছে। ওই রেটের চেয়ে ২০ পয়সা কমিশন রেখে আমি ডিম বিক্রিও করেছি। এর মধ্যে প্রায় ১০ পয়সা ক্যারিং কস্ট (পরিবহন খরচ) ও ডিম ভাঙার খরচ। কিছুক্ষণ পরে ট্রাকে সেগুলো ঢাকায় পাঠানো হবে।'

ঢাকায় কোন আড়তে ডিম বিক্রি করা হলো আর দাম কীভাবে নির্ধারণ হলো জানতে চাইলে মোস্তফা কামাল বলেন, 'আমরা চার-পাঁচটা আড়তে রেট নেই। এরপর যেখানে ভালো দাম পাই, সেখানে বিক্রি করি। আর খামারিদের রেট আসে মেসেজের মাধ্যমে।'

খামারি কত পেলেন? বিল্লাল হোসেনসহ বেশকিছু খামারির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন প্রতিটি ডিম উৎপাদনে প্রায় সাড়ে ১০ টাকা খরচ হচ্ছে। বাজার ভালো থাকায় প্রতিটি ডিমে ওই দিন ৬০ পয়সা লাভ পাচ্ছেন তারা। তবে গত সপ্তাহ থেকে দ্রুত ডিমের দাম কমছে। এ লাভ বেশি দিন টিকবে না বলে শঙ্কা তাদের। খাতা-কলমে বিল্লাল হোসেন ডিম উৎপাদনের যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, তার খামারে প্রতিটি মুরগির জন্য দিনে ১২০ গ্রাম খাবার লাগে, এর দাম ৭ টাকা। একটি মুরগি ডিম দেওয়ার আগে ২২ থেকে ২৮ সপ্তাহ শুধু খাবার খায়, সেজন্য তার খরচ দিনে আরও ২৫ পয়সা বাড়ে। লেয়ারের বাচ্চার দাম বাবদ যোগ হয় আরও ২৫ পয়সা। এক হাজার মুরগির শেডে পানি তোলা ও বিদ্যুৎ খরচ মাসে চার হাজার টাকা, ওষুধের খরচ আরও প্রায় ১০ হাজার টাকা। খামারের জায়গার ভাড়া, ১২ জন শ্রমিকের খরচ আলাদা রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ঋণের সুদসহ অন্যান্য খরচের হিসাব যুক্ত হয় প্রতিটি ডিমের দামে। খামারে মুরগির ডিম/মাহবুব আলম বিল্লাল হোসেন বলেন, 'এখন ডিমে কিছুটা লাভ হচ্ছে। কিন্তু যখন ডিমের দাম ৮ টাকায় নেমে যায়, তখন তো উৎপাদন খরচ কমে না। লোকসান দিতে হয়। দেড় কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এখানে নিজে প্রতিদিন ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করি। মাঝে মধ্যে এর প্রাপ্যও পাই না।' উৎপাদকের হাতে নেই দাম গড়ে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করছেন এসব খামারি। কিন্তু তাদের উৎপাদিত ডিমের দাম ঠিক করেন অন্যরা। আড়তদার মোস্তফার কথায় বোঝা গিয়েছিল তিনি তার কেনা ডিমের মুনাফা ঠিক করেছেন দরকষাকষির মাধ্যমে, কিন্তু খামারিরটা হয়েছে 'অদৃশ্য' মেসেজে। আড়তদার মোস্তফা ওইদিন ডিমের দামের মেসেজ পেয়েছিলেন মুন্সিগঞ্জের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। তবে তিনি ওই ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ করেননি।

বাজারের হালচাল বুঝে এই অসাধু ব্যবসায়ীরা খামারিকে জিম্মি করে নিজেদের সুবিধামতো দামে ডিম কিনছেন মেসেজের মাধ্যমে। এতে নিশ্চিত হচ্ছে তাদের মুনাফা, লোকসানের ঝুঁকি থাকছে না।

ঘাটাইলের জামুরিয়ার খামারি সুজা মিয়া বলেন, 'ঢাকার ব্যবসায়ীরা আড়তদারদের দামের যে মেসেজ দেন, ওই দামেই ডিম বিক্রি করতে হয়। উৎপাদন করেও আমরা দাম নির্ধারণ করতে পারি না। এটা শুধু ডিমের ক্ষেত্রে হয়, অন্য কোনো পণ্যে হয় না। ডিমের দাম বাড়ার পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ এটি।' কারা এ সিন্ডিকেটে? ঘাটাইলের ডিমের পরিস্থিতি দেখে ও তথ্য নিয়ে কয়েকদিন অনুসন্ধান চালায় ঢাকার তেজগাঁও আড়ত ও কাপ্তানবাজারে। দেখা যায়, তেজগাঁও আড়তে একটি বড় সিন্ডিকেট রয়েছে, যেখানে তেজগাঁও ডিম ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির বেশ কয়েকজন নেতা জড়িত। তারা প্রতিদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে বসে এ দাম ঠিক করছেন, যা সারাদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের অনুসারী কয়েকশ ব্যবসায়ী ও ডিম কেনাবেচার 'মিডিয়া'। ডিমের দাম বাস্তবায়ন করেন ছোট পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা। সারাদেশে এরা বিস্তৃত। তাদের মধ্যে বেশিরভাগের নেই কোনো আড়ত ও খামার। তাদের বলা হয় 'মিডিয়া'। রাজধানীতে ডিম বিক্রির অন্যতম বড় পাইকারি বাজার তেজগাঁও আড়ত। তেজগাঁওয়ে দৈনিক ১৪ থেকে ১৫ লাখ ডিম আসে। ঢাকায় ডিমের চাহিদা এক কোটি। দেশের বিভিন্ন স্থানের খামার থেকে ট্রাকে এখানে ডিম আসে। এরপর তেজগাঁও থেকে ঢাকার বিভিন্ন খুচরা বাজার ও পাড়া-মহল্লায় ডিম সরবরাহ হয়। তবে সবচেয়ে বড় বাজার হওয়ার কারণে তেজগাঁওয়ে ডিমের দাম সারাদেশের খুচরা বাজারে প্রভাব ফেলে। এ সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন কোটিখানেক ডিমের কারবার করছেন এখানকার মাত্র কয়েকজন ব্যবসায়ী। তারা মূলত প্রান্তিক এলাকা থেকে সংগৃহীত ডিম কিনে পাইকারি বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। ডিম কেনাবেচার কোনো রসিদ থাকে না কারও কাছে। লেনদেন হয় খুদে বার্তায় পাঠানো 'ডিজিটাল রসিদে'। বহাল তবিয়তে সিন্ডিকেটের সদস্যরা এদিকে এসব ব্যবসায়ীর নামে দীর্ঘসময় ধরে অভিযোগ করে আসছে প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। সংগঠনের সভাপতি মো. সুমন হাওলাদার বলেন, 'সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ দিয়ে অনেক আগে থেকে বলা হচ্ছে যে অবৈধভাবে ডিমের দাম নির্ধারণ করে ডিম ব্যবসায়ী সমিতিগুলো। বেচাকেনার রসিদ ব্যবহার করে না, যে কারণে প্রতিদিন ডিমের দাম ওঠানামা করে। বাজার অস্থিতিশীল হয়। এ তথ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দপ্তরে আমি দিয়েছি।' সুমন হাওলাদার বলেন, 'এর পেছনে নিশ্চয় বড় কোনো সিন্ডিকেট কাজ করছে। প্রতিযোগিতা কমিশনে এদের নামে মামলাও হয়েছে বাজার সিন্ডিকেট করার কারণে। তারপরেও তারা বহাল তবিয়তে। এরা প্রান্তিক খামারিদের ধ্বংস করে নিজেরা কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়ছে।' খামারিদের কয়েক পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে তারা প্রতিটি ডিমে দুই টাকা হাতিয়ে নেন। সব সময় তারা এভাবে খামারির ডিমের দাম নির্ধারণ করেন, যাতে তাদের হাতে দুই টাকা থাকে। এতে তারা বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করছেন। সিন্ডিকেটে জিম্মি খামারিরা

খামারি থেকে দু-চারদিন পরপর ডিম কেনেন আড়তদাররা। খামারি চাইলেও অন্য কারও কাছে ডিম বিক্রি করতে পারেন না, একই পাইকারের কাছে ডিম বিক্রি করতে হয়। এ বিষয়ে ঘাটাইলের কর্ণা এলাকার সবচেয়ে পুরোনো খামারি কোরবান আলী বলেন, 'একদিন ভালো দাম পেয়ে অন্যখানে ডিম বিক্রি করলে যখন দাম কমে যাবে, তখন আগের পাইকার ডিম নেবে না। হাজার হাজার ডিম পচে নষ্ট হবে। এ ভয়ে বাধ্য হয়ে সবাই নির্ধারিত খামারির কাছে ডিম বিক্রি করে।' এছাড়া অনেক খামারি ডিম উৎপাদনের আগেই আড়তদার ও ডিলারদের কাছ থেকে খাদ্যসহ অন্য আর্থিক সুবিধা নেন। তারা অন্য কোথাও ডিম বিক্রি করতে পারেন না।

সাত বছর ঘাটাইলে কর্মরত উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বাহাউদ্দীন সারোয়ার রিজভী। তিনি বলেন, 'খামারিদের স্বাধীন করতে হবে। এরা জিম্মি। অন্যের টাকায় শুধু কামলা দিচ্ছে।' হাতবদল হলেই বাড়ে দাম ঘাটাইল থেকে আড়তদার মোস্তফা কামালের ডিম কোথায় যাচ্ছে, কে বা কারা এটা কিনছেন সেটা জানার চেষ্টা করে । আড়তদার ট্রাকে ডিম দেওয়ার পরে দুবার হাতবদলের খোঁজ পাওয়া যায়। তৃতীয়জন কাপ্তানবাজার ও তেজগাঁও আড়তে নেন। এরপর ঢাকার পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী হয়ে যায় ভোক্তার কাছে। আড়তদার মোস্তফা মুন্সিগঞ্জের যে ব্যবসায়ীর কাছে ডিম বিক্রি করেন, তিনি ডিম কিনেছিলেন এক ট্রাক, দেড় লাখ পিস। তিনি এর মধ্যে চট্টগ্রামে ৫০ হাজার ডিম বিক্রি করেছেন। বাকি এক লাখ পিস বিক্রি করেন কাপ্তানবাজারে মাসুদ মোল্লা নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে। সেখান থেকে কিছু ডিম আবার তেজগাঁও আড়তেও এসেছে। এরপর ভ্যানে কিছু গেছে শান্তিনগর ও নিউমার্কেটের পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা আবার দোকান থেকে পাইকারি ও খুচরায় পাড়া-মহল্লার দোকানে বিক্রি করেন। এরপর সেটা যায় ভোক্তার কাছে। এ কর্মযজ্ঞের মধ্যে খামারের ১১ টাকা ১০ পয়সার ডিম ১৩ টাকা ৩৩ পয়সায় কিনতে হচ্ছে ক্রেতাকে। 'সিন্ডিকেটে' যাদের নাম, তারা কী বলছেন অনুসন্ধানে কিছু ব্যবসায়ীর নাম এসেছে কাছে, যারা ডিমের দাম বাড়ানোর 'সিন্ডিকেটে' আছেন বলে জানিয়েছেন তথ্যদাতারা। জানা যায়, ডিমের দামের মেসেজের হোতা তেজগাঁওয়ের ব্যবসায়ীরা। যার মধ্যে তেজগাঁও ডিম ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আমানত উল্লাহ, মো. হানিফ, নাসির উদ্দিন, আল-আমিনসহ ১৪ থেকে ১৭ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। এছাড়া আছেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন, শাহজাহান, লিটন, ইমন, মাইনুদ্দিন, দিদার, সেলিমসহ অন্যরা। পাশাপাশি ঢাকার কাপ্তানবাজারের মাসুদ, জহিরসহ নারায়ণগঞ্জের আহম্মদ আলীর কথাও জানা যায়। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মোহাম্মদ আমানত উল্লাহ বলেন, 'মেসেজ দিয়ে ডিমের দাম আমরা নির্ধারণ করি না। এটা কে করে সেটাও জানি না। আমরাও এ নিয়ে ভোক্তা অধিদপ্তরসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছি।' তাহলে প্রতিদিন এসব ব্যবসায়ীর মধ্যে একটি বড় অংশ কী বিষয়ে মিটিং করেন- এমন প্রশ্নের জবাবে আমানত উল্লাহ বলেন, 'আমরা বাজার নিয়ে কোথাও বসি না। মাঝেমধ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মিটিং হয়।' তিনি বলেন, 'মেসেজ-ট্যাসেজ এগুলো ভুয়া। যারা করছে তারা ভণ্ডামি করছে।' ডিমের দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখেন 'মিডিয়া' ব্যক্তিরাও। অথচ তাদের মধ্যে বেশি-রভাগেরই নেই কোনো আড়ত ও খামার। এই 'মিডিয়া' হিসেবে কাজ করা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন নরসিংদীর আলমগীর, ভৈরবের রাশেদ, ময়মনসিংহের সাইফুল তালুকদার, মনির তালুকদার, আবু সাঈদ, আজমল, রানা, আলামিন, রহম আলী, আরিফ হোসেন ও কামাল, টাঙ্গাইলের কালাম ও মঞ্জু মিয়া, গাজীপুরের বছির, আবু কালাম, রানা মিয়া, ফারুক মিয়া, হারুন ও শাকিল।

ডিমের দাম নির্ধারণের বিষয়ে তাদের কয়েকজনকে ফোন দিলেও অধিকাংশই মন্তব্য করতে রাজি হননি। ময়মনসিংহের আরিফ হোসেন বলেন, 'আমরা কীভাবে দাম নির্ধারণ করবো? আমরা কিনি, ১০ পয়সা লাভ হলে বিক্রি করি। আমরা বরং চাই এ বাজারে নিয়ন্ত্রণ আসুক।' ডিমের খামারিদের সুরক্ষা দিন কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহ-সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, 'ডিমের কয়েক দফা হাতবদল খুব বড় সমস্যা। এটা আমরা বহুবার বলে আসছি। আবার উৎপাদন ক্ষেত্রে খামারিরা যে দাদন চক্রে আটকে আছে সেটা নিয়েও বলছি। কিন্তু এক্ষেত্রে যতটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল, কখনো সরকার বা কেউ সেটা দেখায়নি।' নাজের হোসাইন বলেন, 'খামারিদের কোনো শক্তি নেই। তারা জিম্মি। কারণ তাদের কখনো ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয় না। কোনো পুঁজি দেয় না কেউ। আমরা বলেছি, ব্যাংক হোক, এনজিও হোক কিংবা প্রাণিসম্পদের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা দিন। নিজের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে থাকলে এসব সিন্ডিকেট থেকে তারা (খামারিরা) বের হতে পারবে। এটা ছাড়া উপায় নেই।'

'এমনকি লোকসানের সময়ও খামারির ডিম বিক্রির উদ্যোগ কখনো দেখিনি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে এসব খামারির ডিম মার্কেটিংয়ে যুক্ত থাকা উচিত। তাহলেও উৎপাদকরা কিছুটা সুরক্ষা পাবে।' সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারায় হাসনাত আব্দুল্লাহর ক্ষোভ

অন্তর্বর্তী সরকার সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। গত ৯ অক্টোবর তিনি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে লেখেন, 'ডিম ট্রাকে থাকা অবস্থায়ই কারওয়ান বাজারে চারবার হাতবদল হয়। এখন পর্যন্ত এই সরকার কোনো সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি শুধু সিন্ডিকেটের সাইনবোর্ড পরিবর্তন হয়েছে। সিন্ডিকেট ভেঙে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে এই অভ্যুত্থানের প্রাথমিক মাহাত্ম্য কী?'

প্রাণিসম্পদ ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যা বলছে ঘাটাইলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বাহাউদ্দীন সারোয়ার রিজভী বলেন, 'এ এলাকা থেকে ডিম হাতবদল ছাড়া সরাসরি পৌঁছানো গেলে প্রতিটি ডিমের দাম দুই টাকা কমে যাবে। করোনা মহামারি ও রোজার সময় কয়েক দফা ঘাটাইলের ডিম সরাসরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিক্রি হয়েছে, তখন সেটা প্রমাণিত ছিল।'

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপরিচালক (খামার) শরিফুল হক বলেন, ডিমের বাজার ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক খামারি, মাঝারি খামারি এবং বৃহৎ খামারি অন্তর্ভুক্ত। ডিমের মূল্য উল্লেখ করে এসএমএস দেওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন ডিম ব্যবসায়ী সমিতিও স্বীকার করেছে। তবে প্রমাণিত হয়নি কখনো। এটা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে একাধিকবার তথ্য দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বৈঠক থেকে। তারপরও বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।' তিনি বলেন, 'পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে ক্যাশমেমো দিতে ইতোমধ্যে ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত নির্দেশনা জারির কাজ চলছে।' কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপরিচালক মোহাম্মদ রেজা আহমেদ খান বলেন, 'প্রাইস ফিক্সিং আইনসম্মত নয়। কৃষি বিপণন আইন, ২০০৮ মোতাবেক রসিদ ছাড়া কেউ পণ্য বিক্রি করতে পারবে না। উৎপাদনকারীর কাছ থেকে যারা ডিম কেনেন তারা সেই ক্রয়মূল্য প্রকাশ করেন না। এটা বেআইনি।' দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বড় সমস্যা মধ্যস্বত্বভোগীরা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আকতার গত ১৯ অক্টোবর পাবনা জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে জেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বলেন, ডিমসহ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মধ্যস্বত্বভোগীরা বড় সমস্যা। দেশের বড় বড় ডিম উৎপাদন কোম্পানিগুলো চাহিদার মাত্র ২০ শতাংশ সরবরাহ করতে পারে। বাকি ৮০ শতাংশ সরবরাহ করতে হয় প্রান্তিক খামারিদের। তিনি বলেন, মুরগি, ডিম, বাচ্চা উৎপাদনকারী এবং ভোক্তার মাঝে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী থাকবে না। বেশ কয়েকটি কোম্পানি বিভিন্নভাবে ডিম, মুরগি, বাচ্চা উৎপাদনকারীদের অধীনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যাতে স্বাধীনভাবে ব্যবস্যা করতে পারেন সেদিকে নজর রাখছি। কোনো কোম্পানির অধীনে যাওয়া যাবে না। উপদেষ্টা বলেন, ডিমের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার চেষ্টা চলছে। বিদ্যুৎ বিলে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। ডিম ও মাছ উৎপাদনে বিদ্যুৎ বিল কৃষি বিলে আনার চেষ্টা চলছে। কমেছে ডিম খাওয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরি বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) চলতি বছরের একটি সমীক্ষা বলছে, ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে ডিমের দাম বেশি। গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতে প্রতি ডজন ডিমের দাম ছিল বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১ থেকে ৯৬ টাকা। পাকিস্তানে ছিল ৭৩ থেকে ১১৮ টাকা। বাংলাদেশে ওই সময় ডিম বিক্রি হয়েছে ১৫০ থেকে ১৬৫ টাকায়। অর্থাৎ, বাংলাদেশে ডিমের দাম ভারতের চেয়ে গড়ে ৭৮ এবং পাকিস্তানের চেয়ে ৬৫ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০২৩ সালের মার্চে গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) এক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে জানায়, উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে দেশের ৭৭ শতাংশ পরিবার ডিম খাওয়া কমিয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যে, দেশে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কোটি ডিম উৎপাদন হয়। তবে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ উৎপাদন যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ডিমের চাহিদা যত দ্রুত বাড়ছে, উৎপাদন ততটা বাড়ছে না। কিন্তু সময়ও কমে যাচ্ছে। যে কারণে দাম অস্থিতিশীল হচ্ছে মাঝে মধ্যেই। বাংলাদেশের জনশুমারি ও গৃহগণনার তথ্যমতে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ১৫ লাখ ৯০ হাজার। সে অনুযায়ী এই জনসংখ্যার জন্য প্রতিদিন ডিমের প্রয়োজন ৬ কোটি ২৯ লাখ ৯৪ হাজার ৬৮৪টি।

হাসপাতালে গিয়ে গণঅভ্যুত্থানে

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। তারা হাসপাতালের চতুর্থ তলার পুরুষ ওয়ার্ড প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় নিয়ে ঘুরে দেখেন এবং চলে যাওয়ার জন্য রওনা হন। কিন্তু তিন তলার ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আহতরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাদের সঙ্গে দেখা না করায়। এ ছাড়া রোগীদের পরিদর্শনের সময় উপদেষ্টার প্রোটকলে থাকা এক দায়িত্বরত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রোগীকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। এ সময় জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে অর্থ না পাওয়ারও অভিযোগ তোলেন অনেকে। সব মিলিয়ে ব্যাপক তোপের মুখে দ্রুত হাসপাতাল ছাড়ার চেষ্টা করেন উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার। তবে, বিক্ষুব্ধরা তাদের গাড়ি ঘিরে ধরেন।

দেখা যায়, কেউ একজন গাড়ির সামনে বসে পড়েন। আরেকজন উঠে পড়েন গাড়ির ছাদে। কিছু সময় তারা গাড়িতে কিল-ঘুষিও মারতে থাকেন। নেমে আসতে বলেন গাড়ির চালককে। পরে নিরূপায় হয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত অন্য একটি গাড়িতে করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। পরে বিক্ষুব্ধরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওই গাড়ি ও প্রটোকলে থাকা পুলিশের একটি গাড়ি আটকে দেন এবং রাস্তায় অবস্থান নেন। এদিকে, নিটোরের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় অবস্থান নেওয়ায় যানজট দেখা দেয়। এ সময় মো. হাসান নামে আহত এক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের এক একটা ওয়ার্ডে ৪৮ জন মানুষ আছে। কিন্তু তারা তাদের পছন্দের বিদেশি পাঁচজন সাংবাদিক নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের দেশীয় কোনো সাংবাদিককে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তারা দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে চলে গেছেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। আমরা কথা বলতে গেলেও আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সামান্য ট্রিটমেন্ট দিয়ে তিন মাস বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমার পায়ে নয়টি অপারেশন করা হয়েছে, তারপরও এখন পর্যন্ত সুস্থ হতে পারিনি।

দ্রুত স্মার্টকার্ড বিতরণ শেষ করতে

চলমান রয়েছে। এছাড়া ২৩টি উপজেলায় স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে।

বিএনপি ক্ষমতায় এলে স্থানীয়

জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলাম। তবে আগামীতে জনগণ কাকে মননীত করবেন এটা পরের বিষয়। তিনি বলেন, পুরো পৃথিবীতে যে ১০টি দূষিত নগরী আছে তার মধ্যে ঢাকা অন্যতম। ঢাকার বায়ুর মান খুবই খারাপ। অল্প বৃষ্টি হলেও ঢাকায় চলার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তিনি বলেন, ঢাকার খাল খননের নামে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা তাপস ওয়াসার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে নেয়। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি টাকা তারা খরচ করে ফেলে। তিনি বলেন, ঢাকাকে বিশ্বের উন্নত নগরগুলোর মতো বাসযোগ্য করে গড়ে তুলব। আমি আমার বাবার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম ঢাকার উন্নয়নে সব থেকে বড় বাধা ছিল সমন্বয়হীনতা। এ সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য আমরা কাজ করব। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেব। এ বিষয়ে আমাদের দল থেকে নানা পরিকল্পনা করা আছে। দলের ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু যুগান্তকারী ব্যবস্থা নেবেন। ইশরাক বলেন, ফেসিস্ট আওয়ামী লীগের আমলে সিটি করপোরেশনের যাদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ করা হয়েছে, সেসব কিছুকে আমরা বিচারের আওতায় আনব। পাশাপাশি বঞ্চিত হয়েছিল বা রোষের শিকার হয়েছিল তাদের যথাযথ মর্যাদায় আসীন করা হবে। উদ্বোধকের বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আব্দুস সালাম বলেন, বহু গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন সাদেক হোসেন খোকা। তিনি জনবান্ধব লোক ছিলেন, তার কাছে গিয়ে শত্রুও সহজে কথা বলতে পারতেন। তিনি জনতার মেয়র ছিলেন। যেটা অন্য মেয়রদের কারো মধ্যে ছিল না। তিনি দল মত নির্বিশেষে সবার মেয়র ছিলেন। তিনি বলেন, সাদেক হোসেন খোকা তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের প্রধানকে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাদেক হোসেন খোকা হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়েছিলেন। তিনি একজন মুসলমান হলেও সব ধর্মের লোকদের কাছে তার গ্রহণ যোগ্যতা ছিল। তার কর্মের মধ্যদিয়ে তিনি মানুষের নেতা হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি নির্বাচন হলে সাদেক হোসেন খোকাকে হারানো সম্ভব ছিল না।

দ্রুত স্মার্টকার্ড বিতরণ শেষ করতে

চলমান রয়েছে। এছাড়া ২৩টি উপজেলায় স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকারের তত্ত্বাবধায়নে নেই

উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, এখন ১৫০ উপজেলার স্কুলে মিড ডে মিল চালু করা হবে। পরে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা হবে।

অনলাইনে আয়কর পরিশোধের চার্জ

করদাতাদের জন্য উন্মুক্ত করেছে। ই-রিটার্ন সিস্টেম থেকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, কার্ড পেমেন্ট ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) বা পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) ওয়ালেট-এর মাধ্যমে করদাতারা আয়কর পরিশোধ করতে পারছেন। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, করদাতাদের অধিকতর উৎসাহ প্রদান ও অনলাইনে আয়কর পরিশোধ সহজ করার লক্ষ্যে ই-রিটার্ন সিস্টেম থেকে কার্ড পেমেন্ট, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও এমএফএস বা পিএসপি ওয়ালেটের মাধ্যমে আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ফি বা চার্জ নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। বাংলাদেশে ইস্যুকৃত কার্ড ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার করে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেনে গ্রাহকের কাছ থেকে লেনদেনপ্রতি সর্বোচ্চ ২০ টাকা (ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত) এবং ২৫ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে লেনদেনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫০ টাকা (ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত) আদায় করা যাবে। এছাড়া এমএফএস বা পিএসপি ওয়ালেট ব্যবহার করে লেনদেনে গ্রাহকের কাছ থেকে লেনদেনপ্রতি ১ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৩০ টাকা (ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত) আদায় করা যাবে। এ লেনদেনের বিপরীতে কোনো চার্জ ব্যাক প্রযোজ্য হবে না। যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নতুন সভ্যতার জন্য যুব শক্তিকে

সুরক্ষায় মনোযোগ দেবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবন কেবল সুরক্ষিতই হবে না, গুণগতভাবে উন্নত হবে। এটি যুবকদের জন্য উদ্যোক্তা হওয়ার পথ সহজতর করবে। উদ্যোক্তা হওয়ার নতুন শিক্ষার মাধ্যমে তরুণরা প্রস্তুত হবে। চাকরিপ্রার্থী তৈরির শিক্ষা উদ্যোক্তা-কেন্দ্রিক শিক্ষা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য একটি নতুন জীবনধারার প্রয়োজন উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, নতুন জীবনধারা চাপিয়ে দেওয়া হবে না, এটি হবে পছন্দ বেছে নেওয়া। তিনি বলেন, তরুণরা সেই জীবনধারাকে পছন্দ হিসেবে বেছে নেবে। প্রতিটি যুবক তিন শূন্য ভিত্তিক ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠবে।

আইএইচএসবি বিজনেস কার্নিভাল

ইনভেস্টমেন্টের পরিচালক ড্যান পাশা, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার সৈয়দ হাবিবুর রহমান, ইংল্যান্ডের স্টারলিং এডুকেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুলের সম্মানিত চেয়ারম্যান তিমোথি ডোনাল্ড ফিশার।

কাকরাইল মসজিদ নিজামুদ্দীনের

গত ৫ নভেম্বর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘোষণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারের নিয়ম ভেঙে কাকরাইল মার্কাজ মূলধারার সাথীদের কাছে হস্তান্তর না করে নিজেদের দখলে রাখার মাধ্যমে দেশে একটি অস্থিতিশীল ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন মাদ্রাসার কোমলমতি ছাত্র ও সরলমনা তাবলিগের সাথীদের উসকানি দিয়ে জড়ো করছে। এছাড়াও তাদের করা মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনে আমাদের বিষয়ে মিথ্যাচার করা হয়েছে। তারা বলেছেন, কাকরাইল মার্কাজ একটি ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে যার নাম- 'বাংলাদেশ তাবলিগ মার্কাজ ট্রাস্ট'। মাওলানা জোবায়ের সাহেব স্বাক্ষরিত চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দিল্লী নিজামউদ্দিন মার্কাজের অনুমতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশে ইহাই একমাত্র তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠান। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই ট্রাস্ট বিশ্ব মার্কাজ নিজামুদ্দীনের একটি শাখা। অবাক করার বিষয় হলো; ঘোষণা দিয়ে নিজামুদ্দীন বিশ্ব মার্কাজ থেকে যারা নিজেদেরকে 'আলাদা গ্রুপের' বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তারা কিছু রাজনৈতিক উলামার প্রশ্রয় ও সমর্থনে সেই নিজামুদ্দীনের মার্কাজকেই দখলে নিতে চান। এসময় তিনি বলেন, কাকরাইল মার্কাজ নিজামুদ্দীনের বাংলাদেশ শাখা। এর ওপর সম্পূর্ণ অধিকার বিশ্ব মার্কাজ নিজামুদ্দীনের। দেশের আইন অনুযায়ী কাকরাইল মার্কাজ নিজামুদ্দীনের অনুসারীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে- এটাই স্বাভাবিক। তবুও যদি কেউ আমাদের সম্পদ এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে- সেটা হবে তাদের জন্য অনেক বড়ো ভুল। এসময় তিনি তাদের ৭ দফা দাবি তুলে ধরেন। তাদের দাবিগুলো হলো:

১) দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহিংসতা এবং পারস্পরিক উচ্ছৃঙ্খল আচরণ পরিহার করে সবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
২) কাকরাইল মার্কাজ সম্পূর্ণভাবে নিজামুদ্দীনের অনুসারীদের হাতে বুঝিয়ে দিতে হবে;
৩) টঙ্গী ইজতেমার বৈষম্য দূর করে এই ইজতেমায় নিজামুদ্দীনের অনুসারীদেরকে প্রথম পর্বে ইজতেমা করতে দিতে হবে;
৪) বিশ্ব ইজতিমার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তাবলিগের বিশ্ব আমির হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের ইজতিমায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;
৫) দেশের সব মসজিদে তাবলিগের শান্তিপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা উভয়পক্ষের জন্য নিশ্চিত করতে হবে;
৬) উভয়পক্ষের জন্য স্থায়ীভাবে মার্কাজ পরিচালনার বন্দোবস্ত করতে হবে;
৭) তাবলিগের ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন সহিংসতাপূর্ণ প্রোগ্রামে মাদ্রাসাছাত্রদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে কাকরাইল মসজিদ এবং টঙ্গীর ইজতেমার মাঠ সবসময়ের জন্যই 'ওলামাবিদ্বেষী' সাদপন্থি মুক্ত রাখতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ বাংলাদেশ (জোবায়েরপন্থি)।

ছুটিতে পাঠানো ১২ বিচারপতিকে

মামলার এবং কোটার জাজমেন্ট যথাক্রমে বিদেশে বসে এবং গুলিস্তানে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে লেখা হয়েছে। পরে বিচারপতিদের দিয়ে আদালতের মাধ্যমে ঘোষণা করানো হয়। তাদের দিয়ে জোরপূর্বক শপথ ভঙ্গ করানো হয়েছে। বিচারক সংকটে বিচার ব্যবস্থা প্রায় স্থবির হয়ে আছে। এখন যদি বিচারপতিদের ছুটিতে বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে বিচার ব্যবস্থা আরও স্থবির হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হবে। অতএব ১২ বিচারপতিকে বেঞ্চ দিয়ে বিচারকার্য ত্বরান্বিত করতে অনুরোধ জানানো হলো।

বাজারে এত বিশৃঙ্খলা ট্যাক্স কমিয়েও

সবাই। আমাদের বিষয়ে ইতিবাচক। সভা করতে করতে আমরা হয়রান হয়ে গেছি। সবাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তবে সব থেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু শর্ত থাকে তবে শর্ত কঠিন নয়। প্রত্যেকে হাত বাড়িয়েছে। দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা আছে। দেশের কৃষক মজুর ও পোশাক শ্রমিকের অবদানের কারণে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মানুষের সঙ্গে মিলে মানুষের আকাঙ্খার প্রতি ফলন ঘটাবো। আমরা দায়িত্ব পালন করছি। আমরা শর্ট টার্ম সংস্কার করবো লং টার্ম সংস্কার করবো না। লং টার্ম সংস্কার করবে নির্বাচিত সরকার। আমরা চাইলেই সবকিছু পারি না আমাদেরও কিছু বাধা আছে।

পিকেএসএফ এর দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়ন'। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বদিউর রহমান। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ এর কার্যক্রমবিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০-এর দশকে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেয়। কয়েক বছর ধরে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতবিনিময় এবং বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা চূড়ান্ত হয়। ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এ প্রস্তাবনা অনুমোদনের মাধ্যমে পিকেএসএফ গঠিত হয়। সে অনুযায়ী, ১৩ নভেম্বরকে পিকেএসএফ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়।

ডিএসইতে সূচক বাড়লেও

কোম্পানির, কমেছে ১৭৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৭টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪৭৯ কোটি ৮৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫৭৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১১.৫৯ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৯ হাজার ২ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২৬.৮২ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৭৮১ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ৫.২৩ পয়েন্ট কমে ৯৪৮ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৩.০৮ পয়েন্ট কমে ১২ হাজার ৩২০ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ১৯৫টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬৯টি কোম্পানির, কমেছে ৯৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩২টির। দিন শেষে সিএসইতে ৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১২ কোটি ৬২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

আন্দোলনের জেরে বেড়েছে

৫৮৫ কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে। চলতি অর্থবছরের পুরো প্রথম প্রান্তিকেই রাজস্ব আদায়ে মন্দাভাব ছিলো। কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি কর ও শুল্ক কর্মকর্তারা। জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ২৫ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ২০ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা। অর্থবছরের প্রথম মাসেই রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি। পরের মাস আগস্টেও একই অবস্থা দেখা গেছে। ওই মাসে ৩১ হাজার ৬০৭ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ২১ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা। ওই মাসে রাজস্ব আদায় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি হয়। আর গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৩৯ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে ২৯ হাজার ২ কোটি টাকা। ওই মাসে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। সূত্র জানায়, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মুসক বা ভ্যাট) ও আয়কর- এই তিন খাতের কোনোটিতেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তিন খাতেই আগের বছরের চেয়ে রাজস্ব আদায় কমেছে, অর্থাৎ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ওই সময়ে সবচেয়ে আয়কর খাতে বেশি ঘাটতি হয়েছে। তিন মাসে ঘাটতি হয় সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকার মতো। ওই খাতে আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৩৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। কিন্তু আদায় হয়েছে ২৩ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৬ কোটি টাকা কম। তাছাড়া আমদানি খাতে তিন মাসে ২৮ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকার লক্ষ্যের বিপরীতে আদায় হয়েছে ২২ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা। ওই খাতে ঘাটতি হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা। আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০৬ কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে। আর গত জুলাই-সেপ্টেম্বরে ভ্যাট বা মুসক আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ৮ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। ভ্যাট আদায় হয়েছে ২৫ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। ওই সময়ে এই খাতে লক্ষ্য ছিল ৩৪ হাজার ১৮১ কোটি টাকা। আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে তিন হাজার কোটি টাকার মতো কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। চলতি অর্থবছরের এনবিআরের জন্য সব মিলিয়ে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার শুল্ক ও কর, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। সেজন্য মানতে হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থাটির আরোপিত নানা ধরনের শর্ত। ওই শর্ত থেকে রাজস্ব খাতও বাদ যায়নি। ওই খাতে বড় দুটি শর্ত হলো প্রতিবছর জিডিপির দেড় শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে হবে ও ২০২৭ সালের মধ্যে সব ধরনের করছাড় তুলে দিতে হবে এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর কৌশল ঠিক করতে হবে।

বিশ্ব ইজতেমার কারণে পেছাল ঢাবির

আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট, ৮ ফেব্রুয়ারি ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

লাভের স্টেশন চেনে না রেল

দেওয়া ট্রেনগুলোর মধ্যে ৩২টি ট্রেনই পরিচালনা করছেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সালাউদ্দিন রিপন ও তার স্ত্রী। অভিযোগ আছে, সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক ও নুরুল ইসলাম সুজনের কল্যাণে রেলের সঙ্গে অসম চুক্তি বহাল রাখতে সমর্থ্য হয়েছেন তারা। ট্রেনগুলো তাদের ইজারায় থাকলেও জ্বালানি-মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ সব খরচই বহন করছে রেল কর্তৃপক্ষ। শুধু প্রতি ট্রিপে কোচপ্রতি নির্ধারিত টাকা দেন ইজারাদাররা। ব্যাপক সমালোচনার মুখে চলতি সপ্তাহে বেসরকারি খাতে পরিচালিত ২৪টি ট্রেনের ইজারা ডিসেম্বর থেকে বাতিল করে নতুন দরপত্র আহ্বান করার কথা জানায় রেল মন্ত্রণালয়। তবে রিপন-লুনা দম্পত্তির ইজারার বিষয় ও ব্যয়ের হিসাবের ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি রেল কর্তৃপক্ষ। রেলওয়ের মহাপরিচালক সরদার শাহাদাত আলী শুধু বলেন, আসলে লিজকৃত ট্রেনের যে বিষয়টি, সেটি নিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে নতুনভাবে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ট্রেনের কার্যক্রম পূর্বাঞ্চল-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দেওয়া হয়, তাই ওই জোনে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা পাঠিয়েছে। আশা করছি, দ্রুত কার্যক্রম শুরু হবে। বিগত সরকারের সবশেষ রেল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ব্যয়ের হিসাব দিতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন কমিটির সদস্যরা। সেখানে উপস্থাপিত হিসাবে বলা হয়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি কিলোমিটারে যাত্রীপ্রতি খরচ হয়েছে দুই টাকা ৪৩ পয়সা, আর আয় হয়েছে ৬২ পয়সা। এ ছাড়া পণ্য পরিবহনে প্রতি কিলোমিটারে টনপ্রতি খরচ হয়েছে প্রায় ৯ টাকা। সে হিসাবে প্রতি বছর প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার লোকসান গুনতে হয় রেলকে।

রেলওয়েতে দায়িত্ব পালন করা সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাহবুব কবির মিলন বলেন, এই ট্রেনগুলোর পেছনে রেলওয়ের যা ব্যয়, তা কখনোই হিসাব করে না কর্তৃপক্ষ। হিসাব করার সক্ষমতা আদৌ আছে কি না, সে বিষয়েও আছে সন্দেহ। এই ব্যয় হিসাব করতে গেলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। ধরা যাক, যদি গত বছরের ব্যয় হিসাব করতে হয়, তাহলে কত ক্রয়, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণসহ অনেককিছু চলে আসে। খাতওয়ারী ব্যয়ের কোনো হিসাব না রাখায় লোকসানের সঠিক হিসাব মিলছে না। এ অবস্থায় রেলকে সহসাই লাভজনক করা কঠিন বলে মনে করেন কর্মকর্তারা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনিয়ম-দুর্নীতি কমাতে না পারলে পরিস্থিতি উন্নতির আশা নেই। মাহবুব কবির মিলন বলেন, লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হলে প্রথমত, রেলওয়েকে দুর্নীতির সবরকম ফাঁকফোকর বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি প্রোজেক্টে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সেইসঙ্গে পরিবহন সংখ্যাও আরও বাড়াতে হবে। সারা পৃথিবীতে, রেল সবচেয়ে বেশি আয় করে মাল পরিবহনের মাধ্যমে, যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে নয়। অন্যদিকে রেল মহাপরিচালক সরদার শাহাদাত আলী বলেন, রেলের মূল সমস্যা ইঞ্জিন। বিশেষকরে, মিটারগেজ ইঞ্জিনে বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। যার কারণে, মালবাহী ট্রেনগুলো ভালোভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

গভীর রাতে ৯৯৯-এ কল, ১০

হাওলাদারের সৎভাই রামেল হাওলাদার ও তার মামা রাশেদ উদ্দিন থানায় এলে তাদের উপস্থিতিতে দীপ শিখা প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড হাই স্কুলের পরিচালক জেবুন নেছা ডলির বাসা থেকে ওই শিশুকে উদ্ধার করা হয়। মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জেবুন নেছা ডলি পুলিশকে জানান, প্রায় দেড় মাস আগে ঝর্ণা নামে এক নারী ওই শিশুকে তার বাসায় কাজের জন্য রেখে যায়। শিশুটির নানি ফাতেমা খাতুন ও মামা মো. রাশেদ উদ্দিন নোয়াখালীর হাতিয়া থেকে ঝর্ণার মাধ্যমে ঢাকায় কাজের জন্য শিশুটিকে পাঠান। তাকে কোনও মারধর ও আটক করে রাখা হয়নি বলে জানায় শিশুটি। তাকে কাজের জন্য রাখায় জেবুন নেছা ডলি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে কোনও শিশুকে শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। এ বিষয়ে রামেল হাওলাদার ও রাশেদ উদ্দিনের কোনও অভিযোগ না থাকায় শিশুকে তাদের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে

প্রতি বাংলাদেশের চলমান মানবিক সহায়তার জন্য ফ্রান্সের প্রশংসা ব্যক্ত করেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন করার জন্য ফ্রান্সের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি সীমান্ত জুড়ে, বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত মোকাবেলার গুরুত্বের ওপর জোর দেন, মিয়ানমারে রাজনৈতিক সংলাপ এবং এই ধরনের সংলাপে রোহিঙ্গা ইস্যুকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে কথা বলেন। বৈঠকে উভয় পক্ষ রোহিঙ্গা সংকটের জটিলতা, মিয়ানমারে সশস্ত্র সংঘাত, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের ভূমিকা এবং রোহিঙ্গা জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার জন্য জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করে।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার ইনু সাদেক ও

তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। তাদের পক্ষে আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

অভিভাবকহীন দুদকে

মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ কমিশনের পদত্যাগের পর নতুন কোনো অনুসন্ধান শুরু করেনি দুদক। বিভিন্ন অনুসন্ধানের ঘটনায় মাত্র তিনটি তলব ও একই সংখ্যক মামলা হয়েছে। এর মধ্যে আলোচিত কোনো মামলা নেই। এর আগের সপ্তাহে ২২ থেকে ২৯ অক্টোবরে তলবের ঘটনা ছিল ৫টি। আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ও ১৪ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু, জামালপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মির্জা আজমের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞাসহ সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর বিরুদ্ধে ঋণ কেলেঙ্কারির মামলা হয়েছে। দুদকের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনারের পদত্যাগের পর অনেকটাই থমকে গেছে দুদকের নিয়মিত কার্যক্রম। বিশেষ করে অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত, মামলার সিদ্ধান্ত, অভিযোগপত্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া ডাকযোগ ও কলসেন্টার যোগে আসা শত শত অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষে সেগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এসব বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলতে চাননি দুদক কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, কমিশনের এখতিয়ার ছাড়া গণমাধ্যমে কথা বলায় বিধিনিষেধ রয়েছে। দ্রুত কমিশন গঠনের আহ্বান দুদকের আইন অনুযায়ী, সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমিশনের। কমিশন শূন্য থাকলে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এর ফলে যত দ্রুত কমিশন গঠন হবে, তত দ্রুত স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরতে পারবে দুদক। আর এ কারণেই দ্রুত কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান ও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, 'কর্তৃত্ববাদী সরকারের শতাধিক মন্ত্রী-এমপি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধানের কাজ চলমান রয়েছে। এমন একটি সময়ে শীর্ষ পর্যায়ে শূন্যতা দুদকের তদন্তসহ সব কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টি করবে। কেননা নতুন কমিশন গঠনের আগ পর্যন্ত নতুন করে কারও বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু ও তদন্ত বা মামলার সুযোগ থাকবে না। ফলে দ্রুত নতুন কমিশন গঠনের মাধ্যমে এ শূন্যতা পূরণ করা জরুরি।'

চলমান অনুসন্ধান ও তদন্ত চলবে দুদক সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে দুদকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সমন্বয় সভা করেন। এতে শীর্ষ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলমান অনুসন্ধান ও তদন্তের কার্যক্রম নিয়মিত চালিয়ে যাবেন কর্মকর্তারা। নতুন কমিশন না আসা পর্যন্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী দুদকের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। জমা পড়া অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই চলবে। নতুন কমিশন এলেই সেগুলো সভায় তোলা হবে। প্রতি কার্যদিবসে দুদকে ৩০০ অভিযোগ জমা জানা গেছে, প্রতি কার্যদিবসেই দুদকে শতাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। এ ছাড়া দুদকের হটলাইন ১০৬ নম্বরে আরও শতাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। এছাড়া বিভিন্ন সমন্বিত জেলা কার্যালয়েও ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দায়ের করেন। এই সংখ্যাটাও কম নয়। প্রতি কার্যদিবসেই অন্তত ৩০০ অভিযোগ জমা পড়ছে বলে জানা গেছে। এছাড়া চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুদকের দায়ের করা ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে তিন হাজার ৫০০ মামলা বিচারাধীন। যার মধ্যে প্রায় তিন হাজার বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং হাইকোর্টের আদেশে প্রায় ৫০০ মামলার বিচার কাজ স্থগিত আছে। উচ্চ আদালতে ৭৩২টি রিট, ৯২৭টি ফৌজদারি বিবিধ মামলা, এক হাজার ২২৩টি ক্রিমিনাল আপিল ও ৬৮১টি ফৌজদারি রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। দুই শতাধিক অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান আছে। অনুসন্ধানের অপেক্ষায় আছে আরও অর্ধ শতাধিক ব্যক্তির ফাইল। দুদক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই মুহূর্তে অনেকটা রিল্যাক্স মুডেই আছেন তারা। পাশাপাশি কে আসবেন দুদকের দায়িত্বে, তা নিয়ে করছেন জল্পনা-কল্পনা। জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দুদক কর্মকর্তা বলেন, 'আইন ও বিধি অনুযায়ী এ মুহূর্তে কোনো অভিযোগ আমলে নেওয়ার সুযোগ নেই। কমিশন তাদের বেসিক কাজগুলো করছে। দুদক দ্রুত পুনর্গঠন হলে কাজে গতি পাবে। নতুন নতুন অনুসন্ধান শুরু হবে।' কারা আছেন বাছাই কমিটিতে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৭ ধারা অনুযায়ী এই বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হককে। এতে সদস্য হিসেবে আছেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব, বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মো. নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম ও সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এই বাছাই কমিটি দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন তিনজনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনারের প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবে। অন্যূন চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা দেবে।

হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র

ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। মামলার সূত্রে জানা গেছে, ১৮ জুলাই রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানাধীন এলাকায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন ভুক্তভোগী বকুল মিয়া। এসময় এলোপাতাড়ি গুলি তার মাথায় লাগে। পরে ১৯ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্ত্রী মোছা. মনিকা আক্তার বাদী হয়ে রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানায় হত্যা মামলা করেন।

সমাজসেবা অধিদফতরের ডিজিকে

থেকে আমার অফিস করার মৌখিক নির্দেশ আছে। ওই নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি। রিটের শুনানি নিয়ে গত ৫ নভেম্বর সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালকের দফতর থেকে ওএসডি হওয়া ডিজি ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামালকে ১৫ দিনের মধ্যে সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদে তার দায়িত্ব পালনের বৈধতা প্রশ্নে রুল জারি করেন আদালত। জনপ্রশাসন সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের আদালতের এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়।

রাস্তার ওপর বাজার

সরকারের। সত্তর বছর বয়সী ইউনুস হাওলাদার প্রতিদিন ভোর পাঁচটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত হাঁটেন। আগে পার্কে বা গাছ-গাছালিতে ভরা এলাকায় হাঁটতেন। এখন এসব কমে যাওয়ায় হাঁটেন রাস্তার ফুটপাত দিয়ে। তাকে দেখে গিয়ে এগিয়ে কথা বলতে চাইলাম। রাস্তার ওপর বাজার বসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, দিন পার হচ্ছে জনগণের মধ্যে একটা অলসতা বাড়ছে। তারা এখন তাদের ঘরের সামনে সব কিছু চায়। কিন্তু এটা তো হয় না। বাজার করার জন্য তাদের বাজারে যাওয়া উচিৎ। হাঁটা-চলায় তো শরীরও ঠিক থাকে। সরকারেরও উচিৎ এসব অস্থায়ী বাজারওয়ালাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা। তা না হলে এরা রাস্তা দখল করবেই। পুলিশ বা ট্রাফিক তো এখন তেমন সক্রিয় না। সরকার পরিবর্তনের পর তাদের মধ্যে ভয় কাজ করে। কিসের ভয়? কেন ভয় পাবে? তারা তাদের কাজ করবে। কেউ না মানলে আইন কথা বলবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে কই? সাইমুন মুমিন নামে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর বাসা টোলারবাগে। তিনি জানালেন, গত এক মাস ধরে তারা রাস্তার ওপর বাজার দেখছেন। প্রতিনিয়ত হাজারো মানুষ এই বাজার থেকে কেনা-কাটা করেন। কিন্তু তারা দেখেন না বাজারের কারণে পুরো রাস্তায় কীভাবে যানজট হচ্ছে। বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান আছে। রাস্তায় কেন বাজার হবে? ট্রাফিক-পুলিশ কি ঘুমিয়ে থাকে? তারা কি কিছু দেখে না? এভাবে একটা রাষ্ট্র চলতে পারে না। সরকারের দায় এখানে সবচেয়ে বড়। তা না হলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে না। ট্রাফিক-পুলিশ কি ঘুমিয়ে থাকে? বিশাল বড় এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আদৌ কেউ জানে কিনা তাও জানি না। আগে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের চাঁদাবাজির কারণে বাজার ও এ সংলগ্ন এলাকাগুলোয় ফড়িয়ারা কোনো স্থান পেত না। এখন তো আর সেই পরিস্থিতি নেই। সেই লোকজনও নেই। প্রশ্ন তো মনে অনেক, তাহলে কাদের কারণে রাস্তার অংশ দখল করে বাজার বসছে? কার অসেচনতার কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে? ট্রাফিক-পুলিশ কি আসলেই ঘুমিয়ে থাকে? উত্তর না হয় তাদের পক্ষ থেকে আসুক।

লিবিয়া-তিউনিসিয়ায় আটকে পড়া ১৬১ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : লিবিয়া-তিউনিসিয়ায় ১৬১ জন আটকে পড়া বাংলাদেশি দেশে ফেরত এসেছেন। গতকাল বুধবার আলাদা ফ্লাইটে তারা দেশে পৌঁছেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় লিবিয়ার বেনগাজি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে স্বেচ্ছায় দেশে আসতে ইচ্ছুক আটকে পড়া ১৪৩ জন অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিক গতকাল বুধবার ভোরে ফিরেছেন। এছাড়া তিউনিশিয়ায় আটকে পড়া ১৮ জন অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিকও দেশে ফিরেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগত এ সকল অসহায় বাংলাদেশি নাগরিককে অভ্যর্থনা জানান। ফেরত আসা বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই সমুদ্র পথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশ্যে মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। তাদের অধিকাংশই লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এই ভয়ংকর পথ পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে আর কেউ যেন বিদেশ গমন না করে এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন হওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা অনুরোধ জানান। আইওএম এর পক্ষ থেকে তিউনিশিয়া হতে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে ৫৪৫০ টাকা এবং লিবিয়া হতে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে ৬০০০ টাকা, কিছু খাদ্য সামগ্রী উপহার, প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপদে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা এক সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশকে এগিয়ে নিতে প্রকৌশলীদের এগিয়ে আসার আহ্বান চসিক মেয়রের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশকে এগিয়ে নিতে হলে প্রকৌশলীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান আরও বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের কল্যাণে নতুন আবিষ্কার করে নতুন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে। একইসাথে জনগণের কাতারে এসে কাজ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহ দিতে হবে। ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি)'র ৫৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এসব কথা বলেন। গতকাল বুধবার নগরের আমবাগানস্থ আইডিবি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইডিইবির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী কবির হোসেন। বক্তব্য দেন আইডিইবির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব প্রকৌশলী কাজী শাখাওয়াত হোসেন, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ টিটু, প্রকৌশলী জয়নুল আবেদীন, চট্টগ্রাম আইডিইবির সাবেক সেক্রেটারী আবু তাহের, আইডিইবির সাবেক সেক্রেটারী রহিমউল্লাহ, চট্টগ্রাম জেলা আইডিইবির আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সদস্য সচিব করিম উদ্দিন, পেশাজীবি নেতা তারেক হোসাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের সভাপতি কেএম ইসহাক, ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াছিন আহম্মেদ, যুবদল নেতা শওকত আলী জুয়েল, ডিএ্যাব নেতা আহসান প্রমুখ। এ সময় সিডিএ, সিটি করপোরেশন, পিডিপি, পিজিসিবিসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রকৌশলী, সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে অনুপ্রবেশকালে দুই কিশোরীসহ ৩ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের শার্শা উপজেলার রুদ্রপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশকালে দুই কিশোরীসহ ৩ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে রুদ্রপুর ক্যাম্পের বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) সদস্যরা। গতকাল বুধবার ভোরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় কোনও পাচারকারীকে ধরতে পারেনি বিজিবি। আটকরা সবাই কক্সবাজার জেলার বাসিন্দা। রুদ্রপুর ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার রবিউজ্জামান বলেন, আজ (গতকাল বুধবার) ভোরে কয়েকজন অবৈধভাবে ভারতে যাবে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে রুদ্রপুর বিওপির মেইন পিলার ১৭/০৭ এস-এর পিলার থেকে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাঠে অভিযান চালায়। এ সময় একটি ঘর থেকে ৩ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়। তিনি আরও জানান, আটকদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, ভালো কাজের আশায় তারা ভারতে যাচ্ছিল। আটকদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে শার্শা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

দুই ট্রলারসহ ৬ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গোপসাগরের নাফ নদ মোহনা টেকনাফ-সেন্টমার্টিন রুটে চলাচলকারী দুটি ট্রলারসহ ৬ জনকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমার বিচ্ছিন্নবাদী সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মি (এএ)। বালি-সিমেন্টসহ মালামাল নিয়ে টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার পথে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌরুটের ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, টেকনাফের ঘাট থেকে ইট, বালি ও সিমেন্টবোঝাই দুটি ট্রলার সোমবার বিকালে ৬ মাঝিমাল্লা নিয়ে সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু নাফ নদে জোয়ার-ভাটার কারণে ট্রলার দুটি শাহপরীর দ্বীপে অবস্থান নেয়। এরপর গত মঙ্গলবার ট্রলার দুটি নাফ নদ হয়ে আবারও সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু গতকাল বুধবার পেরিয়ে গেলেও তারা সেন্টমার্টিনে পৌঁছায়নি। তারা সবাই সেন্টমার্টিনের বাসিন্দা। ধরে নিয়ে যাওয়া ট্রলারের মধ্যে আমার একটি ট্রলার আছে। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীদের অবহিত করা হয়েছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের বাসিন্দা নুর আলম বলেন, টেকনাফ থেকে দ্বীপে আসার পথে দুটি ট্রলার ধরে নিয়ে গেছে। সেখানে ট্রলারে ৬ জন মানুষ ছিলেন। এ ঘটনায় তাদের পরিবারের মাঝে আতঙ্ক কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান বলেন, মালামালভর্তি দুটি ট্রলারসহ ৬ জনকে মিয়ানমারে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি শুনেছি। তবে কারা কীভাবে ঘটনা ঘটিয়েছে খোঁজখবর নিচ্ছি। তবে এ ধরনের ঘটনার বিষয়ে কেউ কোনও অভিযোগ করেননি বলে জানিয়েছেন টেকনাফ-২ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মহিউদ্দীন আহমেদ। প্রসঙ্গত, এর আগে নাফ নদ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া ২০ বাংলাদেশি জেলেকে বিজিবির মাধ্যমে ফেরত পাঠিয়েছে আরাকান আর্মির সদস্যরা। গত ৭ নভেম্বর বিকালে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ জেটিঘাট দিয়ে তাদের দেশে ফেরত আনা হয়। সম্প্রতি আরাকান আর্মি কর্তৃক এসব অপহরণের ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে স্থানীয়দের মাঝে।

কল্যাণপুরে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস অফিসে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কল্যাণপুরে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান বলেন, রাতে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে শ্যামলী ফায়ার স্টেশনে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। পরে মিরপুরের আরেকটি ইউনিট মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তিনটি ইউনিট প্রায় আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকাল বুধবার সকাল ৭টার দিকে আগুন পুরোপুরি নেভানো হয়েছে। তিনি বলেন, কীভাবে আগুন লেগেছে এবং আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন সে সম্পর্কে এখনও কোনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানান, আগুনে গ্রাহকদের পার্সেল ও ডকুমেন্টসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। কেমিক্যাল বা কোনও দাহ্য পদার্থ থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

রাজধানীতে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় সাব্বির (২৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় স্বজনরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৯টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের ভাই হোসাইন বলেন, সাব্বির মানিকগঞ্জে একটি প্রাইভেট কোম্পানির অধীনে চাকরি করতেন। সে নতুন একটি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন। রেললাইন পাশ ধরে হাঁটার সময় ট্রেন ধাক্কা দেয়। আমরা দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে কুড়িলে যাই। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসি। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ঢাকা রেলওয়ে থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। নিহত সাব্বিরের বাড়ি টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার রামপুর দক্ষিণ পাড়ায়। বাবার নাম আবুল হোসেন।

ট্রাফিক আইন ভঙ্গে ২১৩১ মামলা জরিমানা ৭৭ লাখ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন ভাঙার দায়ে দুই হাজার ১৩১টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। এসব মামলায় ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ অভিযান চালিয়ে এসব মামলা ও জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অভিযানে ২৪০টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৬৮টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

রাজবাড়ীতে ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদককে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজবাড়ীতে পূর্ব শত্রুতার জেরে ধরে সম্প্রতি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. তানভীর শেখকে (২২) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রাজবাড়ী শহরের বিনোদপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্নুর দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। তানভীর শেখ রাজবাড়ী পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিনোদপুর গ্রামের বাবু শিকদারের ছেলে। তিনি পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। ডা. আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রাজবাড়ী পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিনোদপুর গ্রামের মনার দোকানের সামনে পূর্ব শত্রুতার জেরে অজ্ঞাত ৭/৮ জন দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তানভীরকে গুরতর জখম করে। পরে তাকে আহত অবস্থায় রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুরে পাঠান চিকিৎসক। ফরিদপুর নেওয়ার পথে মারা যান তিনি। এ বিষয়ে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শরীফ আল রাজীব বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই হত্যার ঘটনা ঘটেছে। হত্যায় জড়িতদের শনাক্তপূর্বক গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।

অবশেষে চালু হচ্ছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার : তিন মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর অবশেষে চালু হতে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ঢাকায় যাতায়াতের একমাত্র আন্তঃনগর ট্রেন সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস। আগামীকাল শুক্রবার সকাল থেকে ট্রেনটি চলাচল করবে বলে জানিয়েছে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। গত ৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গত মঙ্গলবার দুপুরে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (পাকশী) শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বন্ধ হওয়ার আগে যেভাবে যে সময়ে চলাচল করেছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস সেভাবেই চালু হবে। গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে স্টেশন ও সদানন্দপুর রেলওয়ে স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর থেকেই সিরাজগঞ্জ শহর থেকে চলাচল করা একমাত্র ট্রেনটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ট্রেনটি চালুর দাবিতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জবাসী আন্দোলন করে গড়ে তোলে। সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে চলতে থাকে সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন, সাংস্কৃতিক পদযাত্রা, স্মারকলিপি প্রদানসহ নানা কর্মসূচি। পাশাপাশি রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা জারি রাখেন বিএনপি নেতা বাচ্চু। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস চালু ও সিরাজগঞ্জ শহর হয়ে সব ট্রেন চলাচলের দাবিতে আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালানের পাশাপাশি রেলসচিব ও পশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনটি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে আন্তঃনগর ট্রেনটি যেন আগের মতো লোকাল হয়ে চলাচল না করে সে ব্যাপারেও দাবি জানিয়েছি। তিনি আরও বলেন, সিরাজগঞ্জ একসময় রেলের শহর ছিল। এ শহরের ভেতরেই চারটি স্টেশন ছিল। এখনো শত শত একর রেলওয়ের জায়গা রয়েছে। নতুন যমুনা রেলসেতু চালু হওয়ার পর সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রেলপথ চালুর মাধ্যমে রায়পুর জংশন হয়ে শহরের ভেতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সব ট্রেন চলাচল করা আমাদের প্রাণের দাবী। আশা করছি বর্তমান সরকার আমাদের এ দাবি পূরণ করবে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (পাকশী) শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ বলেন, গত ৫ আগস্টের আগে সাতটি বগি নিয়ে প্রতিদিন ভোর ৬টায় সিরাজগঞ্জ বাজার থেকে ছেড়ে যাবে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস। ঢাকার কমলাপুর থেকে বিকেল সোয়া চারটায় ছাড়বে। দ্রুতই সিরাজগঞ্জ বাজার মেরামত কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি।

সাভারে আগুনে পুড়েছে গোডাউনে রাখা পোশাক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারে একটি পোশাকের গোডাউনে অগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। গত মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মজিদপুর এলাকার ইসলামিয়া ডেন্টাল অ্যান্ড চক্ষু হাসপাতালের একটি ভবনের তিন তলায় শামীম এন্টারপ্রাইজের গোডাউনে এ ঘটনা ঘটে। গোডাউন সম্পর্কে মালিকের স্বজনরা জানান, ওই গোডাউনে তৈরি পোশাক ক্রয় করে মজুদ করা হতো। আগুন লাগা দেখে গোডাউনের মালিক শামীম স্ট্রোক করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন হাসপাতালে রয়েছেন। প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাত ১২টার দিকে ওই ভবনে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে। প্রায় আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তদন্ত সাপেক্ষে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানা যাবে। সাভার ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার নুরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। তদন্ত করে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে জানানো হবে।

নর্ডিক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে জিএম কাদেরের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : নর্ডিক দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের আমন্ত্রণে সৌজন্য সাক্ষাতে অংশ নিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশানে সুইডিস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে পৌঁছলে জিএম কাদেরকে স্বাগত জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হকোন অ্যারাল্ড গুলব্রান্ডসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস ইউকস এবং ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রেক্স মেলার। এ সময় তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং চলমান রাজনীতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সঙ্গে ছিলেন পার্টির মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু ও প্রেসিডিয়াম সদস্য ও চেয়ারম্যানের বিশেষ দূত মাসরুর মওলা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিষপানে দুই শিশুসহ মায়ের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই শিশু সন্তানসহ এক নারী বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার ঘাটুরা সরকার বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে কি কারণে তারা বিষপান করেছেন তা জানা যায়নি। মৃতরা হলেন, সদর উপজেলার ঘাটুরা সরকার বাড়ি এলাকার আশরাফ মিয়ার স্ত্রী শারমিন আক্তার (২৪), তার দুই কন্যা রওজা (৫) ও নওরিন (৩)। ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রিয়াজ উদ্দিন মিতুল জানান, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রথমে বিষ খাওয়া অবস্থায় এক নারীকে আনা হয়।

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গু থেকে রক্ষায় মশকনিধনে জোর দিন

ডেঙ্গু বিস্তারের ইতিহাস ২০০০ সাল থেকে গত দুই যুগের। সারা দেশে রোগটি ছড়িয়ে পড়ার জন্য মশকনিধনে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। ক্রমেই অবনতি হচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতির। গড়ে ৭ থেকে ৮ জনের মৃত্যু হচ্ছে প্রতিদিন। শনাক্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তিও গড়ে হাজারের বেশি। মৃতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মক্ষম মানুষ। চলতি বছর মৃত ২৩৭ জনের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই কর্মক্ষম মানুষ, যাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল পরিবার। ডেঙ্গু তাদের পরিবার তছনছ করে দিয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন রোগ-শোকে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে মশাবাহিত রোগে। একসময় মশাবাহিত রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাদুর্ভাব ছিল ম্যালেরিয়া জ্বরের। এছাড়া ফাইলেরিয়াও ছিল প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ। তবে গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশে মশাবাহিত রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুজ্বর। প্রতিবছর দেশে কয়েকশ’ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন এডিস বাহিত ডেঙ্গু রোগে। কাজেই মশা নিধনে জোর দেয়া আবশ্যক। ডেঙ্গু সাধারণত বর্ষাকালের রোগ। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে এটির প্রাদুর্ভাব শীতকালেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মূলত মশা নিধনে ব্যর্থতার কারণেই এমনটি ঘটছে বলে অনুমান। ঢাকা শহরের দুটি সিটি করপোরেশনই মশা নিধনে ব্যর্থ। সিটি করপোরেশন মশা নিধন বলতে কেবল ওষুধ ছিটানোকেই বোঝে। কিন্তু ফগার মেশিন দিয়ে ছিটানো ওষুধ মশা নিধনে কতটা কার্যকর তা নির্ণয় করা হয় না। ওষুধ মশা নিধনে কাজ করছে কিনা তা নিরূপণে ল্যাব টেস্ট করার প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে ইনকিউবেটরে মশা চাষ করে তার ওপর ওষুধ প্রয়োগ করে কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মশা নিধনের ওষুধের কার্যকারিতা নির্ণয়ের এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না। ফলে ফগার দিয়ে ছিটানো ওষুধ মশা নিধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। মশক নিধনের কাজ স্থানীয় সরকার বিভাগের। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মশা মারায় জোর দিতে হবে। গত ২৪ বছরে এই কাজে চরম উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এখন মশকনিধনে জোর দিতে হবে। বছরজুড়েই এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। রাজধানীতে বিশেষায়িত হাসপাতালে ভিড় করছেন ডেঙ্গু রোগীরা। এতে বিকেন্দ্রীকরণ করে সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয় ও কমিউনিটি সেন্টারে ডেঙ্গু রোগী শনাক্তকরণ পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় জোর দিতে হবে। জটিল রোগী সামলাতে কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ডেডিকেটেড করতে হবে।

ওষুধ মশা নিধনে কাজ করছে কিনা তা নিরূপণে ল্যাব টেস্ট করার প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে ইনকিউবেটরে মশা চাষ করে তার ওপর ওষুধ প্রয়োগ করে কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মশা নিধনের ওষুধের কার্যকারিতা নির্ণয়ের এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না। ফলে ফগার দিয়ে ছিটানো ওষুধ মশা নিধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। মশক নিধনের কাজ স্থানীয় সরকার বিভাগের

যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

যৌন নিপীড়ন ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা, পাশাপাশি কোনও অযাচিত যৌন যোগাযোগ বা হুমকিসহ আক্রমণ সহ অনেকগুলি রূপ নেয়। সাধারণত যখন কোনও ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত কেউ পোশাকের মাধ্যমে এমনকি অন্য ব্যক্তির শরীরের কোনও অংশকে স্পর্শ করে তখনই তাকে যৌন নির্যাতন বলে। কোন দেশের মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারিত হয় সে দেশের বিদ্যমান আইন, তার প্রয়োগ এবং মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ দ্বারা। আমাদের জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থেই নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও তাদের অধিকার সুরক্ষা করা এখন সময়ের দাবী। কেননা বাস্তবে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নারীরা বিভিন্ন রকম যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে যা নারীর শিক্ষা গ্রহণে এবং সুষ্ঠু ভাবে কর্ম সম্পাদনে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই নীতির প্রথম অধ্যায়ে সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারীদের অধিকার নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও বিভিন্ন গণমাধ্যম, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং বিভিন্ন সংস্থার গবেষণাপত্রের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিমূলক ঘটনার আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধির ঘটনা পরিলক্ষিত হলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। কর্মস্থলে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হলেও চাকরি হারানো ও লোকলজ্জার ভয়ে তাঁরা বেশির ভাগ সময় চুপ থাকেন বা প্রতিবাদ করেন না। আবার কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলেও অনেক সময় নতুন করে তাঁকে হয়রানির শিকার হতে হয়। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দ্রুত বিচার করে শাস্তি দৃশ্যমান করা জরুরি। একই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। যৌন নির্যাতনের শিকার হলে একজন নারীর কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়, যার নেতিবাচক প্রভাব কেবল ভুক্তভোগী নয়, প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে। যৌন নির্যাতন এখনই থামানো না গেলে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কেবল পোশাক খাত নয়, অন্য খাতেও কমে যাবে। শ্রমিক থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পর্যায় সবার মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো গেলে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি কমে যাবে বলে আশা করা যায়। কেবল কর্মস্থলে নয়, ঘর, জনসমাগমস্থল, বসবাসসহ সর্বত্র নারীর ওপর নির্যাতন বাড়ছে।

আবার কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলেও অনেক সময় নতুন করে তাঁকে হয়রানির শিকার হতে হয়। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দ্রুত বিচার করে শাস্তি দৃশ্যমান করা জরুরি। একই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। যৌন নির্যাতনের শিকার হলে একজন নারীর কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়, যার নেতিবাচক প্রভাব কেবল ভুক্তভোগী নয়, প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে। যৌন নির্যাতন এখনই থামানো না গেলে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কেবল পোশাক খাত নয়, অন্য খাতেও কমে যাবে

হাওয়া লেগেছে রেমিট্যান্সের পালে

জিল্লুর রহমান

রেমিট্যান্সের পালে হাওয়া লেগেছে। প্রতি মাসেই দেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় অক্টোবরে গড়ে প্রতিদিন দেশে প্রায় ৮ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। সদ্য সমাপ্ত অক্টোবর মাসে মোট রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ২৩৯ কোটি মার্কিন ডলার। চলতি বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় এসেছে গত মাসে এবং এতে ৮০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রবাসী পাঠানো রেমিট্যান্স গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অক্টোবরে ২১.৩১ শতাংশ বেড়েছে। তবে সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরের প্রবাহ কমেছে শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ। গত জুলাই মাস ছাড়া এপ্রিল থেকে প্রবাসীরা ২০০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছে ৮৯৩ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬৮৭ কোটি ডলার। চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে জুনে, যার পরিমাণ ছিল ২৫৪ কোটি ডলার। একক মাস হিসেবে গত তিন বছরের মধ্যে এটি ছিল দেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবাসী আয় আসার রেকর্ড। এর আগে ২০২০ সালের জুলাইয়ে এসেছিল ২৫৯ কোটি ডলার। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রবাসীরা যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছে, তা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের অর্ধেক। প্রবাসীদের কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ একটি সম্মানজনক অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান দুটি উৎস হলো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়। মূলত প্রবাসী যোদ্ধাদের মাধ্যমে অর্জিত আয়ই রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্সকে বলা হয় দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি এবং উন্নয়নের ভিত্তি, স্বপ্নের সোনালী সোপান ও অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের উন্নয়নে রেমিট্যান্সের অবদান মোট জিডিপির ১২ শতাংশ এবং বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ায় সরকার বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদরা অধিক রেমিট্যান্স আহরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসীদের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ রেমিট্যান্সের টাকায় তৈরি হয়েছে ছোট ছোট উদ্যোক্তা এবং শক্তিশালী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে মোট প্রবাসী আয় এসেছে ২৪০ কোটি ডলার। গত আগস্টে আয় এসেছিল ২২২ কোটি ডলার। কিন্তু ডলার সংকটের কারণে গত সরকারের সময়ে ভারতের আদানি গ্রুপ, কাফকোসহ, শেভরন ও বিপিসিকে সরবরাহকারী বেশ কিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে সোয়া দুই বিলিয়ন ডলারের ওপরে বকেয়া ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক গত দুই মাসে আন্তঃব্যাংক থেকে ডলার সংগ্রহ করে দেনা পরিশোধ করেছে এবং এখনও ৭০০ মিলিয়ন ডলার দেনা বকেয়া আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, রিজার্ভে হাত না দিয়ে অচিরেই এই দেনাও পরিশোধ করা হবে। অর্থপাচার ঠেকানোর পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়ার কারণে আন্তঃব্যাংকে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, এখন ডলারের চেয়ে টাকার দাম বেশি। যে কারণে ডলারের প্রতি মানুষের এখন আগ্রহ কম। টাকার প্রতি আগ্রহ বেশি। ডলারের তুলনায় টাকাতে এখন বেশি সুদ পাওয়া যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে। এছাড়া অনিশ্চয়তা কাটতে শুরু করেছে তেল, গ্যাস, সারসহ দরকারি পণ্য আমদানিতে। ডিসেম্বরের মধ্যে সব দায় মেটানোর পর, আরও ইতিবাচক ধারায় ফিরবে অর্থনীতি। প্রবাসীদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ শুধু তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে, অবকাঠামো উন্নয়ন, সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে। জাতীয় অর্থনীতির তাই অন্যতম চালিকাশক্তি এই রেমিট্যান্স। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের জন্য সরকারের আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্য বেড়েছে। রেমিট্যান্স একই সঙ্গে দেশের বেকার সমস্যা ও কর্মসংস্থান নিরসনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া জনশক্তি রপ্তানির ফলে বিরাটসংখ্যক জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা ও খাদ্যসামগ্রীও স্থানীয়ভাবে জোগাড় করতে হচ্ছে না। সারা বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় সোয়া কোটি বাংলাদেশি, যারা সার্বিকভাবে আমাদের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন। আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা রপ্তানি নিশ্চিত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত। শুধু নিশ্চিত বিনিয়োগ নয়, নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবেও জনসংখ্যা রপ্তানিকে বিবেচনা করা যায়। রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে জনসংখ্যা রপ্তানির যেমন প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি বিদেশে কর্মরত জনশক্তির পারিশ্রমিক যাতে কাজ ও দক্ষতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, সেজন্যও সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, জনসংখ্যা রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার যদি কূটনীতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে, তাহলে জনসংখ্যা রপ্তানির সুফল ও রেমিট্যান্স প্রবাহ আমাদের অর্থনীতির ইতিবাচক খাতের সঙ্গে একই ধারায় প্রবাহিত হবে। অবৈধ হুন্ডি প্রতিরোধের কারণে বৈধপথে দেশে রেমিট্যান্স আহরণ বহুলাংশে বেড়েছে। অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। প্রবাসীরা এখন অনেক বেশি সচেতন। তারা অবৈধ পথ এড়িয়ে বৈধপথেই রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহী হচ্ছেন। বৈধপথে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বেড়েছে, শুধু বাড়েনি, নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকগুলোর এজেন্ট ব্যাংকিং, শাখা উপশাখার কারণে রেমিট্যান্স পাঠানো খুব সহজলভ্য হয়েছে। রেমিট্যান্স আয় আরও বৃদ্ধি করার জন্য হুন্ডি প্রতিরোধে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।

বাংলাদেশ থেকে দালাল চক্রের মাধ্যমে বিদেশে বিপুলসংখ্যক অদক্ষ কর্মী যাওয়ার ফলে শুধু প্রবাসীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু শ্রম অনুযায়ী রেমিট্যান্স বাড়ছে না। দেখা গেছে উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন প্রবাসী কর্মীরা ভালো বেতনের চাকরিতে নিয়োগ পান এবং দীর্ঘ সময় ধরে স্বল্প দক্ষ কর্মীদের তুলনায় অধিকতর রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে, অদক্ষ কর্মীরা যে পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করে তা দক্ষ কর্মীদের তুলনায় অনেক কম। আন্তঃর্জাতিক মানদ-ে বাংলাদেশের কর্মীদের মান অনেক নিচে। দেখা গেছে অদক্ষ প্রবাসীরা অবৈধভাবে বিদেশে গিয়ে নানা ধরনের প্রতারণার শিকার হয় এবং তারা কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করলেও বৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারে না। এ কারণে তারা রেমিট্যান্স প্রেরণে হুন্ডিকেই বেছে নেয়। জুলাইয়ে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে কয়েক দফায় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করায় প্রবাসীরা অর্থ পাঠাতে না পারায় ওই মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যায়। তবে জুলাই-আগস্ট মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে বৈধপথে প্রবাসী আয় না পাঠানোর যে প্রচারণা ছিল, তাতে পরিবর্তন এসেছে

বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনশক্তি রপ্তানি খাত ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে এক মহীরুহ। কিন্তু এ খাতের সম্ভাবনাকে এখনো পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অনেকেই জমি ফ্ল্যাট ক্রয়ের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করছে। অর্থ উপার্জন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি সমান তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে সেই অর্থের উৎপাদনমুখী শিল্পকারখানায় ব্যবহার এবং তা নিশ্চিত করা। পরিকল্পিতভাবে জনশক্তি রপ্তানি খাতের সমস্যা সমাধান এবং পেশাজীবী ও দক্ষ জনশক্তি বিদেশে প্রেরণের পাশাপাশি তাদের পাঠানো অর্থ সঠিকভাবে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা গেলে এ খাত দেশের অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টে দিতে পারে। বাংলাদেশ থেকে দালাল চক্রের মাধ্যমে বিদেশে বিপুলসংখ্যক অদক্ষ কর্মী যাওয়ার ফলে শুধু প্রবাসীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু শ্রম অনুযায়ী রেমিট্যান্স বাড়ছে না। দেখা গেছে উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন প্রবাসী কর্মীরা ভালো বেতনের চাকরিতে নিয়োগ পান এবং দীর্ঘ সময় ধরে স্বল্প দক্ষ কর্মীদের তুলনায় অধিকতর রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে, অদক্ষ কর্মীরা যে পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করে তা দক্ষ কর্মীদের তুলনায় অনেক কম। আন্তঃর্জাতিক মানদ-ে বাংলাদেশের কর্মীদের মান অনেক নিচে। দেখা গেছে অদক্ষ প্রবাসীরা অবৈধভাবে বিদেশে গিয়ে নানা ধরনের প্রতারণার শিকার হয় এবং তারা কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করলেও বৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারে না। এ কারণে তারা রেমিট্যান্স প্রেরণে হুন্ডিকেই বেছে নেয়। জুলাইয়ে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে কয়েক দফায় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করায় প্রবাসীরা অর্থ পাঠাতে না পারায় ওই মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যায়। তবে জুলাই-আগস্ট মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে বৈধপথে প্রবাসী আয় না পাঠানোর যে প্রচারণা ছিল, তাতে পরিবর্তন এসেছে। ব্যাংকাররা বলছেন, এখন বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রচারণায় সাড়া দিয়ে অনেকেই ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রেমিট্যান্স প্রবাহের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা অর্থনীতিতে স্বস্তির জায়গা তৈরি করবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতে সহায়তা করবে। বৈধপথে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ হু হু করে বাড়ছে। প্রবাসীরা অক্টোবর মাসে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলতি বছরের শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয়। এতে শক্তিশালী হচ্ছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে তার পরের মাসগুলোতে অব্যাহতভাবে বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। একজন প্রবাসী কর্মী তার পরিবার বা দেশে থাকা অন্যান্য ব্যক্তির কাছে প্রবাস থেকে যে অর্থ স্থানান্তর করেন তাই প্রবাস আয় বলে বিবেচিত হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাস আয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ দেশের আর্থসামাজিক বিকাশে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত। একদিকে যেমন প্রবাসী শ্রমিকদের আয় সামষ্টিক অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করছে, অন্যদিকে তাদের পাঠানো অর্থ দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিশুর পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

[লেখক : ব্যাংকার]হাওয়া লেগেছে রেমিট্যান্সের পালে

ঘুষমুক্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকার!

রাজু আহমেদ

যে মানুষগুলো ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন, পরিবার-সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে অনৈতিক সুবিধা ভোগ করেছে, অর্থ কিংবা ক্ষমতার দাপটে নিয়ম বদলে ফেলেছে কিংবা যাদের ইশারায় আইন বদলে যেতো- এখন তারা ভীষণ বিপদে! ঘুষ যারা প্রদান করে এবং ঘুষ যারা গ্রহণ করে তাদের সবাই কমবেশি অস্বস্তিকর পরিবেশে হাতড়াচ্ছে! দুর্নীতির যে ব্যাধিতে সমাজ-রাষ্ট্রের গলা অবধি নিমজ্জিত ছিল তা আপাতত বুকের কাছাকাছি নেমেছে। ঘুষ-দুর্নীতি দুনিয়ায় পুরোপুরি বন্ধ হবে না বটে কিন্তু অন্তত হাঁটুর নিচে নামুক- তেমন প্রত্যাশা প্রত্যহ পুষি। অনিয়ম-দুর্নীতি ব্যাধির মত জাতিকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। বিগত কয়েকবছর খুব কমসংখ্যক অফিসে ঘুষের লেনদেন বন্ধ ছিল। সেবা প্রত্যাশী-জনতাও ভেবে নিয়েছিল, সব কাজে উৎকোচ উপহার দিতেই হবে। টাকা ছাড়া যেখানে গাছের পাতাটিও নড়ে না সেখানে ঘুষ ছাড়া ফাইল ছাড় পাবে কীভাবে! বৃদ্ধের পেনশন পাশ হয় না কারণ কাগজ ঠিকঠাক নাই অথচ কাগজের ক’খানা নোট সব ত্রুটি ঠিকঠাক করে ফেলে। বয়স্ক ভাতা থেকে মানুষকে মানবসম্পদ গঠনের টেন্ডার- কোথাও পয়সার চালাচালি বন্ধ ছিলো না। চাকুরি প্রাপ্তি থেকে কবরস্থানে জায়গা পাওয়া- দু’পাইস কামাইয়ের ধান্ধায় একদল সবসময়েই সরব ছিল। তারা এখনও যে হারিয়ে গেছে সেকথা বলছি না তবে আপাতত নিষ্ক্রিয় থেকে পরিস্থিতি অবলোকন করছে। তাদের সময় সান্নিধ্যে এলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। যারা দুই নম্বরিতে অভ্যস্ত তারা ঘুষের দেশে, দুর্নীতির দেশে কিংবা অনিয়মের দেশে সব থেকে ভালো থাকে। কিছু বিনিয়োগ করে যদি বহুকিছু হাসিল করা যায় তবে মন্দ কিসে! ইউনিয়নের ভূমি অফিস থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংঘ- সর্বত্রই দুর্নীতি জাল ছড়িয়েছিল। এই জাল গুটানোর দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনতার প্রত্যাশা অনেক বেশি। তরুণদের বাঁচার মত বাঁচার জন্য একটি ক্ষেত্র এবার তৈরি হবে- আমজনতার আশা। ঘুষ-দুর্নীতি অনিয়ম কেবল অর্থের বিনিময়েই হয় না বরং স্বজনপ্রীতি, সুপারিশের মাধ্যমেও ঘুষের লেনদেনে যা না হয় তার চেয়ে বড় বড় অপরাধ হয়। আরও ভয়ংকর অনিয়ম ঘটে। এইসব অকাজ-কুকাজে যেমন যোগ্য জনতা বঞ্চিত হয় তেমনি রাষ্ট্রও বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যারা ভিন্ন উপায়ে কার্যোদ্ধার করত তাদের এই ট্রানজেকশনাল পিরিয়ডে অনেকেরই মন খারাপ! পাপ বাড়াতে পারছে না! শয়তান বসে থাকতেও দিচ্ছে না! ঘুষখোরদের অনেকেই সাহস করে ঘুষ ধরছে না আবার উৎকোচ দিয়ে যারা কার্য হাসিল করতো তারাও অবৈধ সুবিধা আদায় করতে পারছে না। বিগত দিনগুলোতে যে সকল দপ্তর ঘুষ ও ঘুষখোরের আঁকড়া হিসেবে পরিচিত ছিল সেখানে এখন কাজের গতি খুব কম। সরকারকে সেবার প্রদানের গতি বাড়াতে হবে। লাখ লাখ বেকার ঘুরছে। ঘুষখোর চিহ্নিত করে ছাঁটাই করে বেকারদের বেশি বেশি কাজের সুযোগ দিন। ঘুষমুক্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণ হবে। দেশের সার্বিক চিত্র বদলে যাবে। সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে যারা অনৈতিক বিনময় ছাড়া কোন কাজ করতো না, পয়সা ছাড়া যাদের টেবিলে ফাইল নড়তো না তাদের অনেক সেক্টরই রাষ্ট্রের কাছে অচেনা নয়। যে অফিসের একজন সামান্য কর্মচারী কোটিপতি, যে অফিসের ড্রাইভার আলিশান বাড়ি-গাড়ির মালিক, মধ্যশ্রেণীর যে কর্মকর্তা চাকুরিতে নবীন হয়েও কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক সেইসব অফিসের শীর্ষস্থানীয়দের সিংহভাগ সাধু- এই কথা শয়তানেও স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করবে না। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণ জমা হওয়ার সাথে সাথেই আশু তদন্ত/খোঁজ কমিশন গঠন করে অবৈধ সম্পদ অর্জনকারীদের চিহ্নিত করে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দিলে এবং দুর্নীতির মাত্রানুযায়ী দণ্ড দিলো দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য কমে আসবে। দুর্নীতিবাজদেরকে চরমভাবে ঝাঁকুনি দিতে না পারলে এই রাষ্ট্রের সক্ষমতার মেরুদন্ড কখনোই সোজা হবে না এবং সমাজে বৈষম্য ও অনাচার কমবে না। সমাজের মধ্যে যারা অন্যায়কে হালাল ঘোষণা করে অবৈধভাবে সম্পদ গড়েছে, রাষ্ট্রের আমানত তছরুপ করেছে কিংবা আয়বহির্ভূত সম্পদের পাহাড় গড়েছে- তাদের মুখগুলো প্রকাশ্যে আনা প্রয়োজন। মিডিয়ায় এনে দেশবাসীকে চাঁদমুখগুলো দেখানো দরকার। যাতে ঘৃণা করতে, থুতু দিতে এবং বয়কট করতে সহজ হয়। যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের দ্বারা কৃত ৫০% দুর্নীতি অনিয়ম বন্ধ করা গেলে বেসরকারি সেক্টরের ৯৯% দুর্নীতি বন্ধ হবে। রাষ্ট্র একবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখুক। এটা ঘটবেই। দায়িত্ববানদের অবহেলাতেই তড়তড় করে অনিয়ম বেড়ে চলেছে। অবহেলা দুইভাবে হতে পারে। প্রথমত: যাদের নজরদারির দায়িত্ব তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে না। দ্বিতীয়ত: অনিয়ম কোথায় কোথায় হচ্ছে- সেটা জানা কর্তারা অর্থের বিনিময়ে অবৈধকে বৈধতা দান করছে। ঘুষ ছাড়া সরকারি দফতরে কাজ হয় না, সেবা ও সাক্ষাৎ মেলে না- সমাজে এই সত্য প্রচারিত হতে যে সকল সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোরতর শাস্তি নিশ্চিত করত হবে। এজন্য সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদ তথা ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং সৎ, নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতে হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাময়িক সময়ের জন্য পৃথক পৃথক দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরে জনবল বাড়াতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন-ছাত্র-শিক্ষক ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে অফিসে ঘুষ-দুর্নীতি মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। গ্রহণযোগ্য আলেমদেরকে সংশ্লিষ্ট করে সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। অন্তত দুঃখজনক যে, বিভিন্ন অফিসে পরিচালিত মিনিস্ট্রি অডিট ও ইন্টারনাল অডিটের বিরুদ্ধেও সীমাহীন অভিযোগ আছে। অর্থের লেনদেনে সেখানে অনেক জালিয়াতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষতি চাপা পড়ে যায়। যারা পাহারাদার তারাও যদি ডাকাতিতে লিপ্ত হয় তবে সে জাতির মুক্তি অসম্ভব। দুর্নীতি প্রমাণিত হলে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যাতে পেনশন নিয়ে যেতে না পারে সেটার ব্যবস্থা করুন। দুর্নীতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন সংস্কার করাও জরুরি। ইসলামে চুরির জন্য হাত কর্তনের নিয়ম, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ শোনানোর গুপ্ত বার্তাটিও রাষ্ট্রকে অনুধাবন করতে হবে। এই রাষ্ট্রে যত ধরনের সমস্যা সেসবের সিংহভাগ সমাধান হবে- দুর্নীতিবিরোধী কমিশন ও সেল গঠন করার মাধ্যমে। অতীতের দীর্ঘ সময় ঘুষ-দুর্নীতি বেতন-ভাতার মত অর্থ সংস্থানের স্বাভাবিক উৎস হওয়ায় অবৈধ ইনকামে মানুষের অপরাধবোধও লোপ পেয়েছে। ঘুষখোরদের লজ্জা হারিয়েছে সে দীর্ঘকাল! জাতিবিনাশী এই ট্রেন্ড বন্ধ করতে হবে। ঘুষ বন্ধের বিষয়ে কমিশন করে খোঁজখবর নিতে হবে- বৈধ আয়ের সাথে ব্যক্তির ব্যয় সামঞ্জস্য কি-না? নবম পে-কমিশন গঠনের মাধ্যমে পে-স্কেল দিতে হবে। কেননা বাজারদর, জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে বেতন তাল মেলাতে পারছে না। তবে শুধু বেতন বৃদ্ধিই দুর্নীতি-ঘুষ বন্ধের একমাত্র প্রতিষেধক নয়। যাদের রক্তে দুর্নীতি মিশে গেছে, যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবৈধ আয়ের স্বপ্ন প্রবাহিত হচ্ছে তাদের আইনের মুখোমুখি করতে হবে। শুধু মৌখিক ঘোষণায়, কাগজ-কলমে, বিজ্ঞাপন-প্রজ্ঞাপনে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ হবে না। প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক দফতরে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর দৈবচয়নের ভিত্তিতে কতিপয় কর্মকর্তার আয়কর বিবরণীর সাথে তার উৎসের সম্পত্তি মিলছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্দেশিত সম্পদ বিবরণী দাখিলের পরে এই উদ্যোগ শুরু হলে দেশ থেকে দুর্নীতির সিংহভাগ দূর হবে। সে অফিসের পিয়ন চাপরাশির জন্য অনৈতিক কাজে জড়ানো কঠিন যে দফতরের কর্মকর্তা পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ঘুষ-দুর্নীতি দতে সংশ্লিষ্টতা কিংবা সমর্থন না থাকে। কেউ ঘুষ খাচ্ছে দেখে আমিও ঘুষ খাবো বা খাই- এটা কোন মানুষের উত্তর হতে পারে না। বাজারের ব্যয় থেকে ১০/২০ টাকা জমিয়ে কোটি টাকার মালিক হতে হাজার দেড়েক বছর লাগে! কাজেই এইসব আবেগীয় গল্প বিশ্বাস করার মানসিকতায় তরুণ-যুবকরা নাই। প্রত্যেক অফিসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৎ কর্মরতা-কর্মচারী আছে। কে কী পরিমাণ সম্পদ অবৈধ আয়ে অর্জন করেছে তা প্রতিবেশি-পরিজন জানে। কোন অ্যাপস তৈরি করে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কিংবা টোল ফ্রি নম্বর চালু করে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তথ্য নিন। সহকর্মীদের থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সেল তৈরি করুন। কোটি টাকামূল্যের অধিক অর্থ/সম্পদ যারা অবৈধভাবে অর্জন করেছে কেবল তাদের তথ্য নিলেও হাজার হাজার ঘুষখোরের খোঁজ মিলবে। যদি কেউ ভুল কিংবা ভুয়া তথ্য দিয়ে প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার উদ্দেশ্য তদন্তকারীদেরকে ভোগায় তবে তাদের জন্য দণ্ডের বিধান রেখে আইন পাশ করুন। ঘুষ-দুর্নীতি দমনের জন্য এক টায়ারের নজরদারি দ্বারা হবে না । সারাদেশের সব বিষয়ে সংস্কার করতে সহস্র বছর লাগবে! রাজনৈতিক দলগুলো সেই অবকাশ অন্তবর্তীকালীন সরকারকে দেবে বলে তাদের ভাব-ভঙ্গিমায় মনে হচ্ছে না। ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে ক্ষমতাতে যাওয়া ও থাকাই মুখ্য। তখন রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় এবং কখনো কখনো তারাও বিপথগামীতার পথে পা বাড়ায়! কাজেই বর্তমান সরকারকে অগ্রাধিকারমূলক ভিত্তিতে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধে যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ রেখে যেতে হবে যাতে এদেশের সব মানুষের মঙ্গল হয়। দেউলিয়াত্বের পরে বদলে যাওয়া শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে জাজ্বল্যমান। কেবল দুর্নীতি বন্ধ করে দেশটি আবার নতুন করে মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও মানুষদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন করতে পারবো না তবে ঘুষের লাগাম টানতে পারলে দেশটা আমূল বদলে যাবে। ঘুষ-দুর্নীতিতে যারা ডুবে থাকতো, একটাকার খরচে যারা রাষ্ট্রীয় তিনটাকা লুটপাট করেছে, বদলি ও পদায়ন ভিত্তিক সিন্ডিকেটের বাণিজ্য থেকে শুরু করে টেন্ডার বাণিজ্য লুটপাটে যারা নিয়মিত গ্রাহক তারা বেশ কিছুদিন ধরে ভালো নাই। যারা টাকা নিয়ে চাকুরি দিতে পারতো, অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সুপারিশ করতো তাদের এই ভালো না থাকাটা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই ব্যবস্থা রাষ্ট্র স্থায়ীভাবে করুক। অর্থপাচারকারীদের স্বপ্নভূমির তকমাতে বাংলাদেশের নাম না থাক। সুন্দর সিস্টেম প্রবর্তন ছাড়া বোধকরি ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। নতুন সরকারের প্রারম্ভিক সময়েই বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মানে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, থানাগুলোতে পরিবর্তনের কিছুটা সুবাতাস বইছে। একজন বিসিএস শিক্ষা কর্মকর্তা আলাপকালে বললেন, চাকুরিতে যোগদানের দীর্ঘ বছরেও কোনোদিন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের কাগজ সত্যায়িত (সত্যায়িত- এটা ভালো সিস্টেম কিনা সেটা নিয়েও ভাবা যেতে পারে) করাতে কেউ আসেনি অথচ গত তিনমাসের অফিসের দিনগুলোতে এই জাতীয় কাগজ সত্যায়িত করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বোঝা যায়, পরিবর্তন ঘটছে, ধীরে হলেও আসছে।। প্রশাসনের স্বচ্ছতাও অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। অন্তবর্তীকালীন সরকারের গত তিন মাসের মেয়াদকে এককথায় যদি মূল্যায়ন করতে চাই তবে বলতে হবে, তারা ঘুষের লেনদেন কমাতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই ঘুষেই যাদের জীবন-মরণ তাদের কিছুটা মন খারাপ থাকবে- সেটাই তো স্বাভাবিক। নতুন প্রজন্ম যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে সেই বাংলাদেশের চিত্র হবে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সোনার বাংলাদেশ। যেখানে রাজনীতিকে ব্যবসায়ের হাতিয়ার হতে দেওয়া হবে না। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

লেখক : রাজু আহমেদ, কলাম লেখক

কেবল দুর্নীতি বন্ধ করে দেশটি আবার নতুন করে মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও মানুষদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন করতে পারবো না তবে ঘুষের লাগাম টানতে পারলে দেশটা আমূল বদলে যাবে। ঘুষ-দুর্নীতিতে যারা ডুবে থাকতো, একটাকার খরচে যারা রাষ্ট্রীয় তিনটাকা লুটপাট করেছে, বদলি ও পদায়ন ভিত্তিক সিন্ডিকেটের বাণিজ্য থেকে শুরু করে টেন্ডার বাণিজ্য লুটপাটে যারা নিয়মিত গ্রাহক তারা বেশ কিছুদিন ধরে ভালো নাই। যারা টাকা নিয়ে চাকুরি দিতে পারতো, অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সুপারিশ করতো তাদের এই ভালো না থাকাটা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই ব্যবস্থা রাষ্ট্র স্থায়ীভাবে করুক। অর্থপাচারকারীদের স্বপ্নভূমির তকমাতে বাংলাদেশের নাম না থাক। সুন্দর সিস্টেম প্রবর্তন ছাড়া বোধকরি ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। নতুন সরকারের প্রারম্ভিক সময়েই বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মানে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, থানাগুলোতে পরিবর্তনের কিছুটা সুবাতাস বইছে। একজন বিসিএস শিক্ষা কর্মকর্তা আলাপকালে বললেন, চাকুরিতে যোগদানের দীর্ঘ বছরেও কোনোদিন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের কাগজ সত্যায়িত (সত্যায়িত- এটা ভালো সিস্টেম কিনা সেটা নিয়েও ভাবা যেতে পারে) করাতে কেউ আসেনি অথচ গত তিনমাসের অফিসের দিনগুলোতে এই জাতীয় কাগজ সত্যায়িত করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বোঝা যায়, পরিবর্তন ঘটছে, ধীরে হলেও আসছে। প্রশাসনের স্বচ্ছতাও অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। অন্তবর্তীকালীন সরকারের গত তিন মাসের মেয়াদকে এককথায় যদি মূল্যায়ন করতে চাই তবে বলতে হবে, তারা ঘুষের লেনদেন কমাতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই ঘুষেই যাদের জীবন-মরণ তাদের কিছুটা মন খারাপ থাকবে- সেটাই তো স্বাভাবিক। নতুন প্রজন্ম যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে সেই বাংলাদেশের চিত্র হবে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সোনার বাংলাদেশ। যেখানে রাজনীতিকে ব্যবসায়ের হাতিয়ার হতে দেওয়া হবে না

অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হবে?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটা বড় ইস্যু ছিল অভিবাসন। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস দু'জনেই মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন। ট্রাম্পকে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে দেখা গেছে, নথিবিহীন অবৈধ অভিবাসীদেরকে ফেরত পাঠানো হবে। খবর বিবিসির। ডোনাল্ড ট্রাম্প 'উস্কানি' দিয়েছিলেন এমন কথা বললেও কমলা হ্যারিস অবশ্য একথাও জানিয়েছিলেন যে তিনি সীমান্ত নিরাপত্তা বিলের পক্ষে। এই বিলের আওতায় সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের জন্য শত শত কোটি ডলার বরাদ্দের বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের ভূমিকা কী?যদি অভিবাসী না থাকে তাহলে তার কী প্রভাব পড়তে পারে দেশটিতে?

যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা : অভিবাসী না থাকলে আমেরিকার জনসংখ্যা অনেক কম হবে। দেখা গেছে, ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি। সেই তথ্য বলছে, বিদেশে জন্মগ্রহণকারী চার কোটি ৭৮ লাখ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন যা মোট মার্কিন জনসংখ্যার ১৪.৩ শতাংশ। এই তালিকায় সবার প্রথমে রয়েছে মেক্সিকো থেকে আসা মানুষ। সেখানকার এক কোটি ছয় লক্ষ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। অন্যদিকে, সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা ২৮ লাখ এবং চীন থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ২৫ লাখ। প্রসঙ্গত, অভিবাসী কর্মচারীর সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার কমে যাওয়ার ফলে সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০-এর দশকের পর সর্বনিম্ন হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে। জন্মের হার ১৯৩০-এর দশকে 'গ্রেট ডিপ্রেশন'-এর ফলে হ্রাস পেয়েছিল। এর অর্থ হলো অন্যান্য অনেক দেশের মতোই যুক্তরাষ্ট্রও প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সঙ্গে লড়ছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ। অন্যদিকে, কাজকর্ম করতে সক্ষম অল্প বয়সী মানুষ কমে যাচ্ছে। মার্কিন কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস বলছে, ২০৪০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা জন্মকে ছাপিয়ে যাবে। তখন অভিবাসনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে অনেক অর্থনীতিবিদ ও অভিবাসনপন্থী গোষ্ঠী দাবি জানিয়েছে, অর্থ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে অভিবাসন দরকার, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অভিবাসনের অনুমতি দেওয়া হোক।

অর্থ ব্যবস্থায় এর প্রভাব : বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারিক হাসান জানিয়েছেন, অভিবাসীদের অনুপস্থিতির বড় প্রভাব পড়বে মার্কিন অর্থনীতিতে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যদি অভিবাসীদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ধরে নিন মাথাপিছু জিডিপি পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ কিছু মানুষ কমে যাওয়ার (অভিবাসীদের অনুপস্থিতি) যে প্রভাব, তার প্রতিফলন ঘটবে জিডিপিতে। তার গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারিক হাসান বলেছেন, অভিবাসন উদ্ভাবনী শক্তিতে ইন্ধন যোগায়, উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র কোনও একটা বিশেষ সেক্টরেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রসঙ্গত, অভিবাসীরা তুলনামূলকভাবে কম বয়সী এবং তাদের কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সেক্টরে কর্মরত তিন কোটি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ১৯ শতাংশই অভিবাসী। মার্কিন সরকারি সংস্থা 'ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিক্স'-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশক্তিতে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিবাসীদের হার আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি। কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের অনুমান অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী অভিবাসীদের প্রায় ৯১ শতাংশের বয়স ৫৫ বছরের কম হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্কদের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ। অর্থ ব্যবস্থা ভূমিকা পালন করে এমন সেক্টর যেমন কৃষি- সম্পূর্ণরূপে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল। মার্কিন শ্রম মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি শ্রমিক জরিপ অনুযায়ী, ৭০ শতাংশ শ্রমিক অভিবাসী। যদিও এদের মধ্যে অনেক শ্রমিকের কাছে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র নেই। আমেরিকান ইমিগ্র্যান্ট কাউন্সিলের (এআইসি) গবেষণা নির্দেশকের দায়িত্বে রয়েছেন নান ব্যু। তিনি অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটা সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তার মতে, অভিবাসীদের সরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো কৃষিকাজ করা, ফল এবং শাক সবজি তোলা আর উৎসবের মৌসুমে ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাবেন না ক্ষেতের মালিকরা। অন্যদিকে, যারা অভিবাসনের সমালোচনা করেন, তাদের একটা যুক্তি হলো, বিদেশ থেকে আসা বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কম মজুরিতে কাজ করতে প্রস্তুত এবং এর ফলে মার্কিন নাগরিকরাও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন আর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে অভিবাসনের প্রভাব নিয়ে ২৭টি গবেষণার পর্যালোচনা করেছে। এই পর্যবেক্ষণ বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী নাগরিকদের বেতনের উপর অভিবাসনের গড় প্রভাব প্রায় শূন্যের সমান। সাম্প্রতিক সময়ে ইস্টার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে একটা গবেষণা করা হয়েছে। সেই গবেষণা বলছে, অভিবাসীর সংখ্যা বাড়লে তা মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যদিও পরিসংখ্যানের দিক থেকে তা একেবারে ক্ষুদ্র। **ট্যাক্সের উপর প্রভাব :** প্রশ্ন হলো, ট্যাক্স রেভিনিউ বা কর রাজস্বের উপর এর কী প্রভাব পড়বে? এআইসির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২২ সালে অভিবাসী পরিবারগুলো মোট করের এক-ষষ্ঠাংশ (৫৮হাজার কোটি ডলার) কর জমা দিয়েছে। এআইসির তরফে নান ব্যু জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বৈধ অভিবাসীরাই যে কর দিয়ে থাকেন, এমনটা নয়।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ভয়াবহ দাবানল, ১৩০টি বাড়ি ধ্বংস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ভয়াবহ দাবানলে ১৩০টি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানকার দমকল কর্মীরা বলেছেন, প্রবল বাতাসের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনাও অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে। বার্তাসংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হারিকেনের মতো শক্তিশালী বাতাস এই সপ্তাহে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে ক্যামেরিলোর কাছে মাউন্টেন ফায়ারে বিস্ফোরণ ঘটায়। যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হাজার একর জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এএফপি বলছে, দাবানলের কারণে হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কেউ কেউ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পত্তি এবং পোষা প্রাণী সংগ্রহ করার জন্য বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে।স্থানীয় বাসিন্দা রবিন ওয়ালেস এএফপি'কে বলেন, তিনি যে বাড়িতে বড় হয়েছেন, নিমিষেই বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেলে সবাই পালিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, 'আমরা আশা করছিলাম ফিরে যেতে পারব এবং কিছু জিনিস পাবো। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।' লিন্ডা ফেফারম্যান নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, তিনি জানতেন ধোঁয়ার গন্ধ পেলে তাকেও যেতে হবে। তিনি স্থানীয় সম্প্রচারককে বলেছেন, 'আমি প্রাণী এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, আমার অক্সিজেন কেন্দ্রীকরণকারী দিয়ে গাড়িটি লোড করার চেষ্টা করছি, এবং যখন ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল তখন দ্রুত বেরিয়ে পড়ি।

যুদ্ধের মাঠে সৈনিকের প্রেমে স্বাস্থ্যকর্মী, একসঙ্গেই প্রাণ হারালেন তারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকেই স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছিলেন ভ্যালেন্টিনা নাহর্না। মাত্র কয়েক মাস আগেই যুদ্ধের মাঠে সামনের সারির সেনা ড্যানিল লিয়াশকেভিচের প্রেমে পড়েন তিনি। নিয়তির করুণ পরিহ-াস- রুশ হামলায় একসঙ্গে প্রাণ হারালেন দুজনেই। এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার শেল হামলায় একসঙ্গে নিহত ইউক্রেনের চিকিৎসক ও সৈনিককে সম্মান জানাতে শোকার্ত জনতা মশাল মিছিল করেছে। এ সময় তারা সামরিক স্লোগান দেয়। যুদ্ধের মাঠের সহযোগী বন্ধুরা বলেছেন, তারা দুজনেই তৃতীয় অ্যাসল্ট ব্রিগেডে কাজ করছিলেন। ৪ নভেম্বর নিহত হন তারা।

উত্তপ্ত মণিপুর, তিন সন্তানের মাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মণিপুরে তিন সন্তানের মাকে ধর্ষণ ও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড় কমপক্ষে ২০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার রাতে জিরিবাম জেলার হামার উপজাতীয় গ্রাম জাইরাউনে সন্দেহভাজন আততায়ীরা এ ঘটনা ঘটায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩১ বছর বয়সি নির্যাতিতা ওই নারী গ্রামের একটি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তার স্বামী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। জিরিবাম পুলিশ প্রধানের কাছে ওই নারীর স্বামী নুগুরথানসাংয়ের দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, বৃহস্পতিবার রাতে ওই নারীকে মেইতি জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র ব্যক্তিরা ধর্ষণের পর হত্যা করে। হামার জাতিগতভাবে কুকি-জো লোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত, যারা ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে রাজ্যের মেইতেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা দ্য টেলিগ্রাফকে বলেছেন, 'একজন নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তার পোড়া লাশ পরিবারের কাছেই রয়েছে। এখন ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটিকে শিলচরে (আসামের) পাঠানোর চেষ্টা করছি। যাতে মৃত্যুর কারণ জানা যায়।' তিনি আরো বলেন, 'পরিস্থিতি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। এ কারণে পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি তাকে কীভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এবং কতগুলো বাড়ি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরমের একটি ভিডিওতে কিছু নারীকে জোসাংকিম হামারের 'পুড়ে যাওয়া দেহাবশেষ' বহন করতে দেখা গেছে। জিরিবাম এবং ফেরজাল জেলায় কর্মরত কুকি-জো নাগরিক সমাজ সংস্থা আদিবাসী উপজাতি অ্যাডভোকেসি কমিটি (আইটিএসি) এক বিবৃতিতে এই হামলা এবং নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নিন্দা করেছে। এ ছাড়া তারা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। আইটিএসি আরো বলেছে, তাদের রাজ্য বাহিনী এবং পুলিশসহ মণিপুর রাজ্য সরকারের ওপর কোনো আস্থা নেই। তাই জিরিবাম জেলা এবং মণিপুরের ফেরজাওল জেলার নিরীহ কুকি-জোমি-হামারদের রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছে।চুরাচাঁদপুর জেলার আদিবাসী উপজাতি নেতাদের ফোরাম 'আইটিএলএফ' একটি বিবৃতি দাবি করেছে, 'মেইতেই বন্দুকধারীরা উপজাতীয় গ্রামে প্রবেশ করেছে এবং গ্রামবাসীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়।

ভারতে বাড়ল পেঁয়াজের দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। কেজিতে ৩০-৪০ রুপি বেড়ে পাইকারি বাজারে এখন তার দাম উঠেছে ৭০-৮০ রুপিতে। ফলে ভোক্তাদের রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। খবর দ্য ইকোনমিক টাইমস'র। দিল্লির একজন বিক্রেতা বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, পাইকারি বাজার থেকেই তাদেরকে বেশি দামে পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে, ফলে খুচরাতেও দাম বেশি পড়ছে। তিনি বলেন, দাম বাড়ায় খুচরা বাজারে বিক্রি খানিকটা কমেছে। কিন্তু বিকল্প নেই বলে মানুষকে কিনতেও হচ্ছে। দিল্লির একজন ক্রেতা ফায়জা বলেন, মৌসুমের কারণে এখন পেঁয়াজের দাম যখন কমার কথা, তখন উল্টো দাম বেড়ে চলেছে। এক কেজি পেঁয়াজ ৭০ রুপিতে কিনতে হয়েছে। দামের কারণে আমাদেরখাদ্যাভ্যাস ব্যাহত হচ্ছে। তবে শুধু দিল্লি নয়, পেঁয়াজের দাম বাড়ছে আরেক বড় শহর মুম্বাইয়েও। সেখানকার ক্রেতারাও উচ্চ মূল্যের চাপে পড়েছেন।

আফগান নারীদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফগানিস্তানের নারীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বলে জানিয়েছে তালেবান সরকারের নৈতিকতা মন্ত্রণালয। এএফপিকে গতকাল শনিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে তারা এই তথ্য জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোও প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের বাইরে অবস্থিত আফগান সংবাদমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক কিছু সংবাদমাধ্যম সম্প্রতি এক অডিও রেকর্ডিংয়ের ভিত্তিতে নারীদের পরস্পরের কণ্ঠস্বর শোনা নিষিদ্ধ বলে জানায়। ওই রেকর্ডিংয়ে তালেবানের পুণ্য প্রচারণা ও পাপ প্রতিরোধ মন্ত্রণালয়ের (পিভিপিভি) প্রধান মোহাম্মদ খালিদ হানাফি প্রার্থনা সম্পর্কিত কিছু নিয়ম ব্যাখ্যা করেন। পিভিপিভির মুখপাত্র সাইফুল ইসলাম খায়বার বলেন, এই প্রতিবেদনগুলো 'বুদ্ধিহীন' ও 'অযৌক্তিক'। এএফপির নিশ্চিত করা একটি রেকর্ডিংয়ে তিনি বলেন, 'একজন নারী অন্য নারীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সমাজে নারীদের একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন, নারীদের নিজেদের চাহিদা রয়েছে।' তিনি আরো বলেন, ইসলামী আইনের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন হানাফির বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী, প্রার্থনার সময় নারীরা কথার পরিবর্তে হাতের ইশারা ব্যবহার করবেন, যেন উচ্চস্বরে কথা না বলতে হয়। এএফপি জানিয়েছে, দেশটিতে সম্প্রতি 'পুণ্য ও পাপ' আইনের অধীনে নারীদের প্রকাশ্যে গান গাওয়া বা কবিতা আবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া আইনটিতে আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, নারীদের কণ্ঠস্বর ও দেহ বাড়ির বাইরে থাকার সময় আড়ালে রাখতে হবে। কিছু প্রদেশে নারীদের কণ্ঠস্বর টেলিভিশন ও রেডিওতে সম্প্রচারেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০২১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তালেবান সরকার ইসলামী আইনের তাদের কঠোর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু নিয়ম জারি করেছে, যার কারণে নারীরা কঠোর নিয়ন্ত্রণের

শিকার হচ্ছে। জাতিসংঘ এই নিষেধাজ্ঞাগুলোকে 'লিঙ্গবৈষম্যমূলক বর্ণবাদ' বলে অভিহিত করেছে। তালেবান সরকার মাধ্যমিক স্কুলের পর নারীশিক্ষা নিষিদ্ধ করেছে এবং নারীদের বিভিন্ন চাকরি, পার্ক ও অন্যান্য জনসমাগমস্থলে প্রবেশেও বাধা দিয়েছে। তবে তালেবান সরকার বলেছে, ইসলামী আইন অনুযায়ী সব আফগান নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত।

১৮ বছর পর আসছে 'ভাগাম ভাগ ২'

বিনোদন ডেস্ক : আসছে 'ভাগম ভাগ- টু'। সেই আইকনিক কমেডি ছবির সিক্যুয়েল নিয়ে এখন চর্চা তুঙ্গে। এবার ছবির তারকা সারিদের তালিকা নিয়ে পাওয়া গেল বড় খবর। পিঙ্কভিলার একটি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, শিমারুর থেকে ভাগম ভাগের স্বত্ব কিনে নিয়েছেন বলিউডের খিলাড়িখ্যাত অভিনেতা অক্ষয় কুমার। শুধু তাই নয়, 'ভাগম ভাগ টু' নিয়েও কাজ শুরু করে দিয়েছেন এ অভিনেতা। বর্তমানে সিক্যুয়েলের যুগ সেটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত কয়েক বছরে পরপর বেশ কিছু হিট ছবির সিক্যুয়েল মুক্তি পেয়েছে। আর এবার সে তালিকায় নাম লেখাতে চলেছে বলিউডের কমেডি ঘরানার ছবি 'ভাগম ভাগ।' আর ভাগম ভাগ টু সিক্যুয়েলে থাকছে বরাবরের মতোই পরেশ রাওয়াল ও গোবিন্দ আর অক্ষয় কুমার। শুধু ভাগম ভাগ নয়, অক্ষয় কুমার হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বত্বও কিনে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। ফলে বলিউডের জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে আবার পর্দায় নিয়ে আসতে অক্ষয় যে বদ্ধপরিকর, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জানা গেছে, ইতোমধ্যে 'ভাগম ভাগ টু' ছবিটির স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ শুরু হয়েছে।

একেবারে একটা নতুন টিমকে সেই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে সেই গল্পেও আসল সুপারহিট ছবিটির মতো এনার্জি ও মজা রাখা যায়। এই ছবিতেও পরেশ রাওয়াল ও গোবিন্দকে নিতে আগ্রহী অক্ষয় কুমার। 'ভাগম ভাগ' ছবিটিতে তারা তিনজনই ছিলেন মুখ্য অভিনেতা। ফলে সিক্যুয়েলেও যদি আবার তাদের তিনজনকেই দেখা যায়, সেটা যে একটা রিইউনিয়নের পাশাপাশি তাদের দুর্দান্ত কমিক কেমিস্ট্রিকে পুনরায় দেখার সুযোগ হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে 'ভাগম ভাগ' ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। প্রিয়দর্শন সেই ছবিটির পরিচালনা করেছিলেন। গল্পের হাস্যরস, টুইস্টড়সব মিলিয়ে সেটিকে অনবদ্য করে তুলেছিল। বক্স অফিসে দারুণ সাফল্যের পাশাপাশি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল সেই ছবি।

ভক্তদের দাবি মেনে নিলেন মেহজাবীন

বিনোদন ডেস্ক : ক্যারিয়ারে অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। বর্তমানে নাটকের গণ্ডি পেরিয়ে সিনেমা-ওটিটি নিয়েই ব্যস্ত সময় কাটছে তার। একের পর এক ভিন্নধর্মী গল্প আর চরিত্রে পর্দায় নিজেকে মেলে ধরছেন তিনি। তাই আগের চেয়ে নাটকে এখন কম দেখা যায় অভিনেত্রীকে। ফলে তাকে ভীষণ মিস করছেন নাটকপ্রেমীরা। তাই মেহজাবীন যেন আবারও ছোটপর্দায় নিয়মিত হন, সে কারণে নেটমাধ্যমে 'এক দফা' দাবি জানিয়েছিলেন ভক্তরা। বেশ কিছুদিন ধরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ফটোকার্ড শেয়ার দিচ্ছেন মেহজাবীন ভক্তরা। যাতে লেখাড় 'এক দফা, এক দাবি; মেহজাবীন আপুকে রোমান্টিক নাটকে চাই।' অবশেষে ভক্তদের সেই দাবি মেনে নিলেন মেহজাবীন। জানা গেছে, পরিচালক প্রবীর রায় চৌধুরীর রোমান্টিক ঘরানার নাটক 'বেস্ট ফ্রেন্ড'র নতুন কিস্তিতে দেখা যাবে মেহজাবীনকে। 'বেস্ট ফ্রেন্ড ২.০' শিরোনামের এই নাটকে ফারহান আহমেদ জোভানের সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দা মাতাবেন তিনি। মূলত আগামী বছরের 'ভালোবাসা দিবস'র জন্য নির্মিত হবে নাটকটি। এ প্রসঙ্গে দেশের একটি গণমাধ্যমকে মেহজাবীন বলেন, ২০২৫ সালের 'ভালোবাসা দিবস'-এ আবারও একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আশা করছি, ২০১৮ এবং পরবর্তী সিরিজের সময় যে ভালোবাসা পেয়েছিলাম, এবারও সমান ভালোবাসা পাব আমরা। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে 'বেস্ট ফ্রেন্ড' নাটকে প্রথমবার প্রবীর রায় চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করেন মেহজাবীন। এরপর 'বেস্ট ফ্রেন্ড টু' ও 'বেস্ট ফ্রেন্ড থ্রি' মুক্তি দিয়েছেন এই নির্মাতা। এবার এর পরবর্তী সিরিজ 'বেস্ট ফ্রেন্ড ২.০'-তে দেখা যাবে মেহজাবীনকে।

সিনেমা ছেড়ে সবজি বিক্রি করছেন রিপন

বিনোদন ডেস্ক : কাজ করতেন চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের প্রডাকশন ম্যানেজার হিসেবে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পটপরিবর্তনের কারণে কাজ নেই তার হাতে। আর শুটিং না থাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য এখন সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন রিপন হওলাদার। ঢাকার উত্তরা এলাকায় ভ্যানে সবজি বিক্রি করেন রিপন। গণমাধ্যমকে রিপন বলেন, '২৫ বছর ধরে মিডিয়ায় কাজ করছি। কোনো দিনও ভাবিনি, জীবনে এই দুঃসময় আসবে, বেকার হয়ে যাব! পরিবার নিয়ে অভাব-অনটনে থাকতে হচ্ছে। প্রডাকশন ম্যানেজারদের কোনো স্বীকৃতি নেই। দেখার কেউ নেই। এখন হকারও বেড়েছে। এখানেও টিকে থাকা কঠিন।' প্রডাকশন ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের তথ্য মতে, তাদের সদস্য ২৫০ জন। তবে ঘুরেফিরে ২০-৩০ জনের কাজ রয়েছে। বাকিদের বেশির ভাগই এখন বেকার। সংসার চালানোর জন্য তারা কেউ চা-পান, কেউ তরিতরকারি বিক্রি, কেউ ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালানোসহ নানা পেশায় যুক্ত হয়েছেন। আরেক প্রডাকশন ম্যানেজার মো. কামরুল বলেন, 'চার সন্তান নিয়ে এখনো আমাকে সংগ্রাম করতে হয়। কল্পনাও করিনি এমন জীবন যাপন করতে হবে। খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছি।' প্রডাকশন ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মো. আবু জাফর গণমাধ্যমকে জানান, 'সংগঠনের ৮০ শতাংশের বেশি সদস্য বেকার।

বিয়ন্সের নতুন রেকর্ড

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্ব সংগীতের সবচেয়ে মর্যাদাকর গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসে সর্বোচ্চ ১১টি শাখায় মনোননয় পেয়ে রেকর্ড গড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের পপ তারকা বিয়ন্সে। এই নিয়ে গ্র্যামিতে বিয়ন্সের মনোননয় সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৯ এ, এই সংখ্যা আর কোনো শিল্পীর নেই। বিবিসি জানায়, এর আগে এই গায়িকার স্বামী জে-জেডের গ্র্যামিতে সর্বোচ্চ মনোনয়ন ছিল ৮৮টি। আগামী বছরের ২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে ৬৬তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের আসর বসতে চলছে। এবারের আসরে সাতটি করে মনোনয়ন পেয়েছেন বিলি আইলিশ, চার্লি এক্সসিএক্স, কেন্ড্রিক লামার ও পোস্ট ম্যালোন।

আর টেইলর সুইফট, সাবরিনা কার্পেন্টার ও চ্যাপেল রোয়ান মনোনয়ন পেয়েছেন ছয়টি করে। এর আগে প্রয়াত সংগীত পরিচালক জর্জ সলতি ৩১ বার গ্র্যামি পুরস্কার পাওয়ার সুবাদে প্রায় দুই দশক ধরে রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন। তাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে আসেন বিয়ন্সে। চলতি বছরে গ্র্যামিতে বিয়ন্সের মূল প্রতিযোগিতা হবে গায়িকা টেইলর সুইফটের সঙ্গে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুইফট এ পর্যন্ত গ্র্যামিতে সেরা অ্যালবামের পুরস্কার জিতেছেন চারবার।

মাথায় রাখতে হবে রক্তের দাগ এখনও শুকায় নাই : ফারুকী

বিনোদন ডেস্ক : নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শুরু থেকেই ছাত্রদের পক্ষে সরব ছিলেন। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতাকে তিনি যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেটি চোখে পড়ার মত। এখনও থেমে নেই এ নির্মাতা। এবার দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সচিত্র প্রকাশ করলেন সবার সামনে। গত শুক্রবার রাতে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'আমি এর আগেও অনেকবার লিখেছিলাম যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন "সময়" থেকে পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন। আওয়ামী লীগের বি-টিম হিসাবে খেলতে খেলতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, এবং শর্ট ফিল্ম ফোরাম নতুন প্রজন্মের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।' তিনি হিটলারের সময় উল্লেখ করে লেখেন, 'একবার ভাবেন, হিটলারের আমলে কোনো শিল্পী হিটলারের মানবতা বিরোধী অপরাধের প্রতিবাদতো দুরের কথা তার গাছের গোড়ায় পানি ঢাললে তাকে ইতিহাস কি হিসাবে বিচার করতো? আপনি আওয়ামী লীগ সমর্থক হতে পারেন, বিএনপি সমর্থক হতে পারেন, কিন্তু শিল্পী হলে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গণহত্যা, গুমের মতো অপরাধের সাথে জড়িত ফ্যাসিস্টের পক্ষে কথা বলতে পারেন না, ফ্যাসিজমের পক্ষে সম্মতি উৎপাদন করতে পারেন না। এইবার আপনারা গত ষোলো বছর এই তিনটা সংগঠনের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ভুমিকা কি ছিলো সেটা ভেবে দেখেন। তার মানে কি এইসব ফুট সোলজারদের আঘাত করতে হবে? বিপ্লবের পক্ষের ভাই-বোনদের অসন্তুষ্টির আশংকা মাথায় নিয়েও বলবো- আমি ব্যক্তিগতভাবে এর বিরুদ্ধে। ফারুকী আরও লেখেন,'পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে রক্তের দাগ এখনও শুকায় নাই, খুনীর-লুটপাটকারীর বিচার শুরু হয় নাই, কিন্তু নানা জায়গায় উস্কানী দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে ডি-স্ট্যাবিলাইজ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আপনারা খুনির ফোনালাপ শোনেন। দেখেন সে অনুতপ্ত নাকি আরো খুন করার উস্কানী দিচ্ছে? বিপ্লবের পরে কুলিং পিরিয়ডটা পার হতে দিতে হয়। নাহলে এই অবস্থায় আমি লিবারাল ক্রিটিকের স্পেস কিভাবে আশা করবো? এর উত্তর আমি জানি না।'

ট্রাম্পের জয়ে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন যেসব তারকা

বিনোদন ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় মেনে নিতে পারছেন না অনেক হলিউড তারকা। হলিউড অধিকাংশ তারকাই কমলা হ্যারিসের সমর্থক ছিলেন। তারা আশা করেছিলেন এবার একজন নারী প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করবে মার্কিনীরা। ফক্স নিউজের এক প্রতিবেদন হয়, নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতে যাবার পরে বহু হলিউড তারকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে চাইছেন। এবার তারকাদের সেই তালিকাটি দেখে নেওয়া যাক। মিনি ড্রাইভার ইতোমধ্যে যিনি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে গেছেন ৫৪ বছর বয়সি ব্রিটিশ অভিনেত্রী মিনি ড্রাইভার। চলতি বছরের জুলাই মাসেই 'দ্য টাইমস'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিনি জানিয়েছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে তিন দশক থাকার পর ইউকে-তে ফিরে গিয়েছেন মিনি। ট্রাম্পের জয়ের সম্ভাবনার কথা আঁচ করে আগেই বলে দিয়েছেন, 'ট্রাম্প এলে আমি হয়ত আর ফিরব না।' শ্যারন স্টোন হলিউড অভিনেত্রী শ্যারন স্টোন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ইতালি চলে যেতে চাইছেন। চলতি বছর জুলাই মাসেই 'বেসিক ইনস্টিংক্ট' ছবির অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, মার্কিন মুলুক ছেড়ে ইতালি চলে যাবেন তিনি। সেখানে তার একটি বাড়িও আছে। কারও নাম না উল্লেখ করে 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্যারন বলেছিলেন, 'এই প্রথম এমন কাউকে দেখলাম, যিনি এত ঘৃণা ও অত্যাচারের পরিবেশের মধ্যে থেকেও প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে নামতে পেরেছেন।' রাভেন-সাইমন ২০১৬ সালে ট্রাম্প যখন প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছিলেন, অভিনেত্রী রাভেন-সাইমন জানিয়েছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে দেবেন। মার্কিন মুলুকে তার ভবিষ্যৎ নাকি অন্ধকার। চের এই মার্কিন অভিনেত্রী-গায়িকা চিরকালই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন। একবার জানিয়েছিলেন, ট্রাম্পের প্রেসিডেনশিয়াল রুলের সময় তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ২০২৩ সালে 'দ্য গার্ডিয়ান'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চের বলেছিলেন, 'গতবার আমার আলসার হয়ে যাচ্ছিল! এবারও যদি তিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে ফিরে আসেন, আমাকে দেশে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।' সোফি টার্নার ব্রিটিশ অভিনেত্রী সোফি টার্নার অভিনয় করেছিলেন 'গেম অফ থ্রোনস'-এ। ট্রাম্পের জয়ের পর তিনিও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন মুলুক থেকে চলে যাবেন জন্মস্থান ইউকে-তে।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সনাতন পদ্ধতিতে ধানমাড়াই করছেন কৃষক। ক্ষুদ্র মাটিয়াবাড়ি, পাবনা,

ঠাকুরগাঁওয়ে ঝুঁকি নিয়েই চলছে আলু চাষ

ঠাকুরগাও প্রতিনিধি : বাড়তি লাভের আশায় ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতি বছর আগাম আলু চাষ করা হয়। জেলার ৫টি উপজেলায় এখনো রোপা আমন ধান কাটা-মাড়াই শেষ হয়নি। তবে সদ্য ফাঁকা হওয়া জমিগুলোতে এখন আগাম আলু চাষ করে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চাষিরা। তবে এবার অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয়ে একরকম ঝুঁকি নিয়েই আলু চাষে নামছেন কৃষকেরা। গত বছর আলুর ভালো দাম পাওয়ায় এবার বেশ আশা নিয়েই ঝুঁকি নিচ্ছেন তারা। জেলাজুড়ে ডায়মন্ড, অ্যাস্টেরিক্স ও কার্ডিনাল নামে আগাম জাতের আলু চাষ করা হয়েছে। এ তিন জাতের আলু রোপণের ৫৫-৬০ দিনের মাথায় বিক্রির উপযোগী হয়। জেলায় চলতি মৌসুমে ২৭ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আগাম চাষ হয়েছে ২ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে। জানা যায়, এ বছর কৃষকেরা বাইরে থেকে আলুর বীজ কিনছেন ৮০-৮৫ টাকায়। যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ২৫-৩০ টাকা। এক মৌসমের আগের হিসেবে এই দাম দ্বিগুণের বেশি। এ ছাড়া সারের বস্তাপ্রতি দাম বেড়েছে ২০০ টাকা পর্যন্ত। অতিরিক্ত সেচ ও কীটনাশক খরচের ফলে উৎপাদন ব্যয় হচ্ছে অস্বাভাবিক। আগে যেখানে বিঘাপ্রতি উৎপাদন ব্যয় ছিল ৪০ হাজার টাকা। সেই ব্যয় বেড়ে এখন বিঘাপ্রতি খরচ হচ্ছে ৭০ হাজার টাকা। এবার সরকারি যে আলুর বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে; সেই আলুর বীজ জাতভেদে ৫৭ টাকা থেকে শুরু করে ৬৬ টাকা পর্যন্ত কেজি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় বীজ অপ্রতুল। সূত্র জানায়, ২০-২৫ শতাংশ আলুর বীজ উৎপাদন করে বিএডিসি। বাকি আলু কৃষক তাদের ঘরে রাখেন ও বেসরকারি বিভিন্ন এনজিও ও প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে। সরকারি আলুর বীজ পর্যাপ্ত না হওয়ায় কৃষক বাধ্য হয়ে বেশি দামে কিনে থাকেন। গত বছর আলুর বীজ ৫০-৬০ টাকায় কিনতে পেরেছিলেন। যা আগের মৌসুমে ছিল ৩০-৩৫ টাকা। তবে সেই বীজ এবার ৮০-৮৫ টাকা পর্যন্ত কিনতে হচ্ছে। সারের বিষয়ে জানা যায়, ডিলাররা ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) সরকারি মূল্য ১২৫০ টাকায় কেনেন কিন্তু বিক্রি করেন ১৩৫০ টাকায়। ডাই-অ্যামনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সরকারি মূল্য ৯৫০ টাকা হলেও বিক্রি হয় ১০৫০ টাকায়। মিউরেট অব পটাশ (এমওপি) সরকারি মূল্য ৯০০ টাকা হলেও ১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ইউরিয়া সরকারি মূল্য ১২৫০ টাকা হলেও ১৩৫০ টাকায় চাষি পর্যায়ে বিক্রি করেন। কিন্তু কৃষককে তিউনেশিয়ার ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) ১৭০০ টাকা এবং দেশি ২২০০ টাকা, ডাই-অ্যামনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) মরক্কো ১১০০ টাকা ও দেশি ১৫০০ টাকা, মিউরেট অব পটাশ (এমওপি) কানাডা ১২০০ টাকা ও রাশিয়া সরকারি মূল্যেই কিনতে হচ্ছে। তাছাড়া কোনো ডিলারই ভাউচার দিচ্ছেন না। ভাউচার চাইলে সার দিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন একাধিক কৃষক। কৃষকেরা বলছেন, গত দুই মৌসুমে আলুর দাম ভালো দেখেই এ বছর তারা বাড়তি উৎপাদন ব্যয়ের ঝুঁকি নিচ্ছেন। তবে সরকারি রেটে বীজ, সার ও কীটনাশক পেলে তাদের উৎপাদন ব্যয় কিছুটা কমানো সম্ভব হতো। সঠিক বাজারমূল্য না পেলে পুঁজি হারাতে হবে। নারগুন ইউনিয়নের কৃষক তরিকুল বলেন, 'গত বছর আলুর বীজ, সার ও কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি পেয়ে খরচ দ্বিগুণ হয়েছিল। তবে এ বছর খরচ আরও বেড়েছে। যদি গতবারের মতো দাম না পাই, তাহলে এবার মাঠেই মরতে হবে।' আকচা ইউনিয়নের সোহেল রানা বলেন, 'গত এক বছর আগেও ৫০ শতক জমিতে আলুর খরচ হয়েছে ৩০-৪০ হাজার টাকা।

টাঙ্গাইলে ছাত্র অধিকার পরিষদের কমিটি গঠন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ টাঙ্গাইল সদর উপজেলা শাখার ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আল আমীন উদয়কে সভাপতি ও এইচ এম সিয়াম আহম্মেদকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে টাঙ্গাইল জেলা শাখার ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি ফাহাদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নবাব আলীর স্বাক্ষরিত প্যাডে আগামী এক বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এক নম্বর সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে তামান্না ইসলাম তরীকে। কমিটির অন্যরা হলেন- সহ সভাপতি আশরাফুল ইসলাম নিলয়, অনিক হাসান, শাকিল, শাহরিয়ার খান আকাশ, রিপন রাইয়ান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ইসলাম, কামাল শেখ, আকাশ রহমান, মনিরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তামান্না ইসলাম তরী, রাসেল রানা, রূপক হাসান, মনির হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক জুবায়দুল ইসলাম, উপ-দপ্তর সম্পাদক এস এম মমিন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিফাত হোসাইন, সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, অর্থ সম্পাদক ইসমাইল হোসাইন, উপ-অর্থ সম্পাদক পলাশ হাসান, সমাজসেবা সম্পাদক তানভীর রহমান, সহ-সমাজসেবা সম্পাদক আলমগীর হোসেন শুভ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আল আমিন ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক ইমরুল হাসান পারভেজ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক তানভীর রহমান শামীম, রাজনৈতিক শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক আল আমিন হোসাইন, সামাজিক ও যোগাযোগ মাধ্যম সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক শামীম আল মামুন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এরশাদ হোসেন জীবন, কার্যকরী সদস্যরা হলেন- কায়ছার আহমেদ, মারুফ মন্ডল, শান্ত, সোহেল রানা, সিয়াম বাবু, সোলাইমান হোসেন, মামুন হোসেন।

বানারীপাড়ায় সুজনের কমিটি গঠণ

বরিশাল প্রতিবেদক : সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর জেলার বানারীপাড়া উপজেলা শাখার কমিটি গঠণ করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে শিক্ষক ও সাংবাদিক মো. মাহবুবুর রহমান সোহেলকে সভাপতি এবং ব্যবসায়ী মো. আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট সুজনের উপজেলা শাখার কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্যরা হলেন-সহ সভাপতি মিলন মাস্টার, কাজী শাহিন মাহমুদ, জাহিদ হোসেন ও মাইদুল ইসলাম শফিক। সহ সম্পাদক মো. ইমাম হোসেন ও গোলাম নবী সৈকত। কোষাধ্যক্ষ মামুন তালুকদার।

শস্যের বীজ কৃষকের অধিকার

খুলনা প্রতিনিধি : শত শত বছর ধরে কৃষকেরা বিশ্বে নতুন-নতুন জাতের শস্যবীজ এবং শস্যের অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাণিজ্যিক জাতগুলোর প্রেক্ষাপটে কৃষকদের নিজস্ব বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের প্রাচীন অধিকার চিহ্নিত করার বিষয়টিকে নীতি নির্ধারকরা প্রায়ই চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু কৃষকেরা তাদের অধিকার এবং নিজস্ব জাতগুলোর গুরুত্ব বিষয়ে ক্রমশ সচেতন হচ্ছেন। কৃষকদের কথা হচ্ছে, 'আমার অধিকার, আমি বলতে পারি, যেসব স্থানীয় শস্য আমি উৎপাদন করি, সেগুলো আমারই এবং আমার বীজের ওপর আর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমি সেগুলো বিক্রি করবো কি না, তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমারই।' বর্তমানে গবেষকরা গুণিতক হারে স্থানীয় জাতের কৃষকদের বীজগুলোর ফলন বাড়াচ্ছেন এবং তারপর সেগুলো আবার ফিরে কৃষকদের কাছেই বিক্রি করছেন। কিন্তু যখন কৃষকেরা শস্য উৎপাদন করেন, তখন তা আর বীজ থাকে না এবং গবেষকরা বলেন, কৃষকদের প্রতি বছর বীজ কেনা প্রয়োজন। কিন্তু আগেকার দিনে, কৃষকদের স্থানীয় বীজগুলোকেই বার বার ব্যবহার করা যেত। অতীতের মতো এখনো কৃষকেরা তাদের স্থানীয় জাতগুলো ব্যবহার করতে পারছেন; এগুলো কৃষকদের সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কৃতি-কৃষ্টি, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানেও উপকারে লাগছে। নিজ-নিজ পরিবার ছাড়াও আরেকটি জিনিসকে কৃষকেরা তাদের হৃদয়ের খুব কাছে রাখেন, তা হচ্ছে বীজ। তারা কৃষক হিসেবে গর্বিত। কৃষকেরা তাদের সন্তানদের খাবার এবং সহায়তা দেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষকেরা বিশ্বের খাবার জোগান দিয়ে থাকেন। সুতরাং পাঠকরা নিশ্চয়ই কৃষকদের সাথে একমত হবেন, তাদের নিজেদের বীজ নিজেদের কাছে রাখাটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এখন কৃষকদের জানার অধিকার আছে, কত ভালোভাবে তারা তাদের বীজ সংরক্ষণ করতে পারেন। এখন আমরা কৃষকদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারি, কোথা থেকে তারা এই বীজ পান? আগের ফসল থেকে কি তারা কিছু বীজ রেখে দেন? তারা কি কিছু বীজ অন্য কৃষকের সাথে বিনিময় করেন; অথবা তারা কি মাঝে-মাঝে স্থানীয় বাজার থেকে বীজ কেনেন? আমাদের মাঝে কেউ-কেউ কৃষক প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কৃষি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বীজ কিনে থাকেন।

ঈদগাঁওতে মতবিনিময়

ঈদগাঁও, কক্সবাজার প্রতিনিধি : জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য, আহত ও বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের নিয়ে ঈদগাঁওতেও জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতবিনিময়ের শুরুতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে বরণ করা হয়। শুক্রবার বিকেল ৩ টায় ঈদগাহ জাহানারা ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে সংগঠনটির প্রতিনিধি তারেকুর রহমানে সঞ্চালনায় এ সভায় অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এস, এম সুজা উদ্দিন, প্রভাষক সিগুপ্তা মিশমা, পীরজাদা মোহাম্মদ আলী হোসাইন, ঈদগাঁও প্রেস ক্লাব সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম এবং সাধারণ সম্পাদক শেফাইল উদ্দিন । জুলাই অভ্যুত্থানের স্প্রিট নিয়ে বক্তব্য দেন তরুণ আইনজীবী এড. মোবারক সাঈদ, এড. এস,কে ফারুকী, ঈদগাঁও জাহানারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন, ঈদগাঁও মানবিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মনির, ঈদগাঁও আইসিটি সেন্টারের পরিচালক সাইমুন ফয়েজ সায়েম। ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য দেন মাহাথির আনাস ও আইরিন আক্তার। উপস্থিত ছিলেন শহীদ পরিবারের সদস্য, বিপ্লবে আহত, জেলার সংগঠক, আইনজীবী, শিক্ষক, আন্দোলনকারী, শ্রমিকসহ অন্যান্যরা। বক্তারা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের আন্দোলন জোরদার করতে হবে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। জুলাই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত খুনিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। দুই হাজারের অধিক শহীদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দিব না। বক্তারা আরো বলেন, যারা আহত কিংবা শহীদ হয়েছেন, তারা এদেশের শাসক হতে চাননি, তারা দেশের মানুষের খাদ্যের অধিকার চেয়েছেন, শিক্ষার অধিকার চেয়েছেন, কথা বলার ও বেঁচে থাকার অধিকার চেয়েছেন। তাই আগামীর বাংলাদেশে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে জুলাই অভ্যূত্থানের শহীদদের আকাংঙ্খাকে ধারণ করে রাজনীতি করতে হবে। বক্তারা জুলাই স্প্রীটকে ধারণ ও আগামির বৈষম্যবিরোধী নতুন বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে নাগরিক কমিটিতে যোগদানের আহবান জানান। জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য এস, এম সুজা উদ্দিন বলেন, সারা দেশে যেসব ছাত্র ভাইরা জীবন দিয়েছেন, তারা এমনি এমনি জীবন দেননি। তারা নতুন বাংলাদেশ চেয়ে জীবন দিয়েছেন। অর্ন্তর্বতী সরকার শহীদ ও আহতদের পরিবারকে পুনর্বাসন করছে। আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে সহযোগীতা করা।

সাতক্ষীরা কাকডাঙ্গা সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ আটক ১

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরায় ১ কেজি ১০৮ গ্রাম ১৫০ মিলিগ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বারসহ একজনকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার (৯ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে সাতক্ষীরা কাকডাঙ্গা বিওপির দায়িত্বাধীন সীমান্ত পিলার ১৩/৩-এস ৬ আরবি হতে আনুমানিক ৫ কিঃমিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোয়ালচত্তর বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তির নাম মোঃ রাশেদুল ইসলাম (২৪)। তিনি সাতক্ষীরার কলারোয়ার কেড়াগাছি গ্রামের মোঃ আনিছুজ্জামানের ছেলে। বিজিবি সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩৩ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ আশরাফুল হক জানান, সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্তের গোয়ালচত্তর বাজার এলাকা দিয়ে স্বর্ণ ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে গমন করবেড়এমন গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে কাকডাঙ্গা বিওপির এসআইপি-এর সদস্য নায়েক মোঃ হরমুজের নেতৃত্বে একটি আভিযানিকদল বর্ণিত স্থানে কৌশলে অবস্থান নেয়। এ সময় চোরাকারবারী ভ্যানযোগে সীমান্তে গমনকালে আভিযানিকদল তাকে আটক করে এবং তার দেহ তল্লাসী করে ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। ।উদ্ধারকৃত স্বর্ণের মূল্য ১ কোটি ৩৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৮৬ টাকা।

বকশীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জে গভীর রাতে ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান লাকপতির ব্যক্তিগত কার্যালয় পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (৯ নভেম্বর) দিবাগত গভীর রাতে কামালপুর মির্ধাপাড়া মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। এঘটনায় এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধানুয়া কামালপুর ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান লাকপতির দাবি, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের সাথে মত বিরোধ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক কারণে তার কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ। স্থানীয় সূত্র জানায়, ২০২২ সালে ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মশিউর রহমান লাকপতি। তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর কামালপুর মির্ধাপাড়া মোড়ে একটি ব্যক্তিগত কার্যালয় স্থাপন করেন। অফিসের কাজের বাইরে তিনি তার ঠিকাদারী কাজ দেখভাল করার জন্য এই কার্যালয় ব্যবহার করতেন। গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রথম বার এই কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছিল। সর্বশেষ শুক্রবার রাতে চেয়াম্যানের ব্যক্তিগত ওই কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এসময় কার্যালয়ের আসবাবপত্র সহ ঠিকাদারী কাজের মালামাল পুড়ে যায়। আগুনে পুড়ে ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা স্পষ্ট নয়। ঘটনাটি সত্যি হয়ে থাকলে এই নেক্কারজনক কাজের জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান অনেকেই। এঘটনায় আত্মা গোপনে থাকা ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান লাকপতি ফোনে অভিযোগ করে জানান, স্থানীয় এক ব্যক্তি ও তার পরিষদের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তার বিরোধ চলছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন শরীফ বিতরণ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে ঝিনাইদহে গ্লোবাল সেন্টার ফর কুরআন এন্ড পিস এর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন শরীফ বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে গ্লোবাল সেন্টার ফর কুরআন এন্ড পিস বিজয়নগর ঢাকা নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সংগঠনটির পরিচালক ব্যারিস্টার তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস। সেসময় কালীগঞ্জ শোয়াইবনগর কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নুরুল হুদা, ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসার সহকারী-অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, এসএটিভির ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, সাবেক অধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, গ্লোবাল সেন্টার ফর কুরআন এন্ড পিস এর সদস্য খালেদ আহমেদ, ডা. নাজমুল হাসান, এডভোকেট শফিউল আলম, আব্দুর রশিদ, প্রভাষক রোকনুজ্জামান, সমাজসেবা অফিসার হাসানুজামান, ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নিজাম উদ্দীন, কারী আব্বাস আলী ও হাফেজ মাওলানা ইমরানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক হাটগোপালপুর শাখার ব্যবস্থাপক এটি.এম শামছুজ্জামান। আলোচনা সভা শেষে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার নানা শ্রেণী পেশার ৩৬ জন বয়স্ক মানুষের মাঝে কুরআন শরীফ বিতরণ করা হয়। এর আগে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে বয়স্ক এসব মানুষের কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বপ্নের ভৈরব সেতু খুলনার মানুষের মাঝে শুধু কি স্বপ্ন

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার ভৈরব নদীর ওপর নির্মাণাধীন ভৈরব সেতু দিঘলিয়াবাসী তথা খুলনাবাসীর জন্য শুধু কি স্বপ্নই থেকে যাবে? সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু থেকে ধীর গতিতে চলমান ছিল। শুরুতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ত্রিমুখি সমস্যা। প্রথম সমস্যা ভূমি অধিগ্রহণ। দ্বিতীয় সমস্যা সেতুর নির্মাণ স্থলে খুলনা শহরাংশে রেলওয়ের জায়গা সড়ক ও জনপথ বিভাগের অনুকূলে হস্তান্তর। এবং তৃতীয় সমস্যা হলো সেতুর নির্মাণ স্থলের বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণ। সেতুর দিঘলিয়া অংশের জমি অধিগ্রহণ অধিগ্রহণ ও স্থাপনা নিলাম ও অপসারণ কাজ শেষ হলেও গাছপালা ও মসজিদ অপসারণ করা হয়নি। এদিকে সেতুর দিঘলিয়া অংশের ১৪ টা পিলারের মধ্যে মাত্র ৬টি পিলারের কাজ শেষ হলেও ৬টি পিলারের কাজ আংশিকভাবে করা হয়েছে। ২টি পিলারের কাজ মাটির নিচেই রয়ে গেছে। এদিকে নদীর মাঝের দুটি পিলার এখনও বসানো হয়নি। অপরদিকে খুলনা শহরাংশের নদীর কাছাকাছি ১টা পিলার সম্পূর্ণ ও অপর পিলার আংশিকভাবে করা হয়েছে। সম্প্রতি সময়ে সেতুটির শহরাংশের জায়গার স্থাপনা অপসারণ ও পিলার স্থাপনের কাজ শুরু হলেও ৫ আগষ্ট রাজনৈতিক বিপ্লবের পর থেকে অজ্ঞাত কারণে দিঘলিয়া তথা খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত ভৈরব সেতুর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যা আজও অবধি বন্ধ রয়েছে। শুধু তাই নয় ভৈরব সেতু বাস্তবায়নে খালি করা জায়গায় আবার অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠছে। এদিকে ভৈরব সেতু বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান মেসার্স ওয়াহিদ কনস্ট্রাকশন লিঃ (করিম গ্রুপ) এর কর্মকর্তা প্রকৌশলী এস এম নাজমুল হাসান এ প্রতিবেদককে জানান, আগামী সপ্তাহ থেকে সেতুর কাজ শুরু করা হবে। সেতুর ডিজাইন পরিবর্তনের কাজ চলমান আছে। নদীর মাঝে মূল ব্রীজের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের স্থলে ১৬০ মিটার হবে। প্রস্থ ৭.৩ মিটারের স্থলে ১০.২৫ মিটার হবে। দুই পাশে ফুটপথ হবে। সেতুর পশ্চিমাংশ অর্থাৎ খুলনা শহরাংশে ১ থেকে ১৪ নম্বর পিলার এবং ১৭ নং থেকে ৩০ নম্বর পিলার বসবে সেতুর পূর্বাংশে অর্থাৎ দিঘলিয়া উপজেলা অংশে। নদীর দুই কূলে ১৬০ মিটার ব্যবধানে ১৫ ও ১৬ নম্বর পিলার বসবে।

লবণপানি মুক্ত বোরো আবাদ

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার পাইকগাছায় রাড়ুলীতে আসন্ন শীত মৌসুমে লবণপানি মুক্ত জমিতে বোরোর আবাদ করতে একাট্ট হয়েছে প্রান্তিক কৃষক থেকে শুরু করে স্থানীয় মাছ চাষীরা। এনিয়ে সেখানকার কৃষকরা স্থানীয় রাড়ুলী বোরহানপুর ফুটবর মাঠ প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে ৯নং পোল্ডারের ১নং স্লুইচ গেটটি বন্ধ রেখে বোরহানপুর ও চুরাভাঙ্গাড়ী মৌজার অন্তত ৪শ' একর জমিতে লোনামুক্ত মিষ্টি পানির বোরো আবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্থানীয়দের আহ্বানে এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন, রাড়ুলী ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতি নাজির আহম্মেদ। জামায়াতে ইসলামী নেতা মহিবুল্লাহ এর সঞ্চালনায় আয়োজিত সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, টানা গত দু'বছরে ৯ নং পোল্ডারের ১নং স্লুইচ গেটটি বন্ধ করে সেখানকার বিস্তীর্ণ জমিতে বোরো আবাদ করলেও কতিপয় প্রভাবশালী ঘের মালিকরা তৎকালীণ ফ্যাসিস্টদের ছত্রছায়ায় সরকারি স্লুইচ গেট দিয়ে লবণপানি ঢুকিয়ে কৃষকের সর্বনাশ করে আসছে। এনিয়ে তৎকালীণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ বেগম ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মধ্যস্থাতায় স্লুইচ গেট দিয়ে লবনপানি না ঢুকাতে জমি ও ঘের মালিকদের মধ্যে লিখিত চুক্তি হলেও কার্যত তা কাজে আসেনি। বরাবর তারা রাতের আঁধারে ধান ক্ষেতে লবণপানি ঢুকিয়ে চরম সর্বনাশ করেছে।অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে বরাবর পার পেয়ে যায় তারা। তবে এখন সময় বদলেছে। জীবিকার প্রাণ কৃষিকে বাঁচতে সেখানকার কৃষকরা তাই ফের আশায় বুক বেধে নতুন করে মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদের দাবি পেশিশক্তি কিংবা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কৃষির বাস্তবায়নে তারা অন্তত রাড়ুলীর বোরহানপুর ও চুড়াভাঙ্গাড়ী মৌজার ১২শ্ বিঘা জমিতে লবণপানি মুক্ত বোরো আবাদ করতে চান। এলক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পাইকগাছা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রানকৃষ্ণ দাশ, ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি তানভীর আহমেদ, আয়োজক কমিটির ফারুক সানা, জাহিদ হাসান, হাসান মোড়ল, আঃ সামাদ, ওয়াজেদ আলী শেখ ও খলিল সানা প্রমুখ। এদিন বক্তারা বলেন, পূরনো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার তারা আসন্ন শীত মৌসুমে পোল্ডারের স্লুইচগেটের মুখ বন্ধ করে মিষ্টি পানি সংরক্ষণপূর্বক বোরোধান রোপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নতুন বিপ্লবের গন্ধ মেখে নতুন বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লবের প্রত্যয়ে সবুজ কৃষিতে ফিরতে তারা এসময় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনেরও সহযোগিতা কামনা করেন। এব্যাপারে পাইকগাছা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অসীম কুমার দাশ বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, রাড়ুলীর উপরোক্ত দু' মৌজায় মাছের পাশাপাশি ধান চাষের সুযোগ করে দিতে সেখানকার ৯নং পোল্ডারের ১নং স্লুইচ গেটটি বন্ধ করে লবণপানি মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

২৮ বছর ধরে দুর্ভোগে অর্ধশত পরিবার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে হামাগুড়ি দিয়ে নিজ বসতভিটায় পৌঁছাতে হচ্ছে অর্ধশত পরিবারের সদস্যদের। এমন অমানবিক কষ্ট দীর্ঘ ২৮ বছর যাবত পোহাতে হচ্ছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার আওতাধীন করটিয়া ইউনিয়নের নগর জলফৈ গ্রামের উপজেলা সংলগ্ন প্রায় অর্ধশত পরিবারের। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, এখানকার মানুষের বাপ-দাদার বসতভিটেতে মন চাইলেই মাথা উচু করে যাতায়াত করার কোন উপায় নাই। বাড়িতে চলাচলের একমাত্র উপায় হচ্ছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার পরিষদের বাউন্ডারি ওয়ালের নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে। দীর্ঘ ২৮ বছরেও এ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি উপজেলা প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদ। দীর্ঘদিনের এ দূর্ভোগ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য আব্দুল বাতেন খান মনা বলেন, আমরা দীর্ঘ ২৮ বছর যাবত এ ধরনের অমানবিক এবং মানবেতর জীবনযাপন করে আসছি। সদর উপজেলার বাউন্ডারির নীচের মাটি একটু সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়িতে যেতে হচ্ছেএখানে বসবাসরত নারী পুরুষ সকলের। তিনি আরও বলেন, এখানে আমরা প্রায় ৫০ টি পরিবার রয়েছি। এখানে আমাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি। বাড়িতে যাতায়াত করার একটি ছোট রাস্তাও না থাকাতে আমাদের সীমাহীন কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। বিশেষ করে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের জন্য উপজেলার বাউন্ডারি জন্য নিচু হয়ে পাড়াপাড় হওয়া কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। আমরা দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। এ বিষয়ে আরেক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য অরিন খান বলেন, আমাদের এই দূর্ভোগ দেখার কেউ নাই। বিগত বছর গুলোতে কয়েক দফা টাঙ্গাইল সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে রাস্তাটির সমস্যা লাঘবের জন্য লিখিত আবেদন দিয়েও কোন কাজ হয়নি। বিগত দিনে উনারা বহুবার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সমাধান করে দিবেন রাস্তার কাজের একটু অগ্রগতিও হয়েছে কিন্তু কোন এক অজানা কারনে বারবার কাজ থেমে যায়। আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খালেকুজ্জামান মজনুকে বার বার অবহিত করার পরেও কোন প্রতিকার পাইনি। আমাদের এই দূর্ভোগ দেখার কেউ নাই। এখানে বসবাসরত পরিবারগুলোর কোনো সদস্য মারা গেলেও মৃত দেহটিও উপজেলার বাউন্ডারির নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েই বের করতে হয়। এর চাইতে বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে বলে প্রশ্ন রাখেন তিনি। তিনি আরও বলেন, উপজেলা প্রশাসনের কাছে রাস্তা নির্মানের জন্য উপজেলা কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গা পুনরায় পরিমাপ করে বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের রাস্তা নির্মানে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এ বিষয়ে করটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খালেকুজ্জামান চৌধুরী মজনু বলেন, আমার পক্ষ থেকে আমি রাস্তা দেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। এখনো যদি আমাকে এ বিষয়ে প্রয়োজন হয় আমি অবশ্যই ভুক্তভোগীদের পাশে থাকবো। এদিকে সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন শরীফ বলেন, আমি এখন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব পালন করছি। যতটুকু শুনতে পারলাম বিষয়টি দু:ক্ষজনক। সদর উপজেলায় নতুন ইউএনও খুব শীগ্রই বসবেন। আশা করি, উনি এর সমাধান করবেন। আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু করার থাকলে আমি অবশ্যই করবো।

কয়রায় সিএসও কমিটির সভা

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রা উপজেলার কোলাবরেশন ও নেটওয়াকিং বৃদ্ধির জন্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কোয়ালিশান (সিএসও) প্রতিনিধিদের সাথে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা শনিবার বেলা ১১ টায় পরিত্রানের কয়রা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন পরিত্রাণের উদ্যোগে ও দাতা সহযোগী সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি-সিডা এর অর্থায়নে এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগীতায় ওয়াই-মুভস্ প্রকল্পের বাস্তবায়নে এ ত্রৈমাসিক সভায় সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত সদস্যরা। সিএসও কমিটির সভাপতি কপোতাক্ষ কলেজের সাবেক অধ্যাপক আ, ব, ম, আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে ও পরিত্রানের প্রজেক্ট অফিসার আলাউদ্দিনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন পরিত্রানের নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস, সংগঠনের সাধারন সম্পাদক কপোতাক্ষ কলেজের সহকারি অধ্যাপক বিদেশ রঞ্জন মৃধা, সহ সম্পাদক ও মানব কল্যাণ ইউনিটের সভাপতি মোঃ আল আমিন ফরহাদ, খুলনা জেলা আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিরাপদ মুন্ডা, সাংবাদিক ফরহাদ হোসেন, সিএসও কমিটির সদস্য ধীরেশ মাহাতো, মুর্শিদা খাতুন, অভিজিত মহালদার,কোমলেশ মন্ডল, সাধনা মুন্ডা, আশিকুজ্জামান আশিক, মিলন মুন্ডা, শিউলী মুন্ডা প্রমুখ। প্রকল্পের এক্সজিট মিটিং এর পাশাপাশি কয়রা উপজেলার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ইভটিজিং বন্ধ,যৌন হয়রানী প্রতিরোধ, শিশু শ্রম, স্থানীয় সিএসওদের সাথে, আলোচনা এবং শিশু পাচাররোধে করনীয় বিষয় সহ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুরে দুই কিশোরের আত্মহনন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে প্রেমজনিত ঘটনায় গলায় ফাঁস দিয়ে আবুল ওসমান (১৭) ও কীটনাশক পান করে মো. ফাহিম (১৬) নামে দুই কিশোর আত্মহনন করেছে। শনিবার (৯ নভেম্বর) সকালে দুই কিশোরের মরদের ময়না তদন্তের জন্য চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে ফরিদগঞ্জ থানা পুলিশ। এর আগে শুক্রবার (৮ নভেম্বর) রাতে উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের শোল্লা গ্রাম থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আবুল ওসমান ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেবের ছেলে। ফাহিম একই গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। ওসমান পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য সৈকত মোল্লা জানান, আবুল ওসমান স্থানীয় একটি কলেজ থেকে চলতি বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সম্প্রতি মুঠোফোনের মাধ্যমে বরিশালের একটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এনিয়ে পরিবারের লোকজন তাকে বকাঝকা করে। শুক্রবার বিকেলে পরিবারের সবাই মিলে তারা এক আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াতে যায়। সেখান থেকে আবুল ওসমান সবার আগে বাড়িতে চলে আসে। রাতে তার বাবা বাড়িতে এসে দেখে সে ঘরের আঁড়ার সাথে ফাঁস দেয়াবস্থায় ঝুলে আছে। পড়ে তার ডাকচিৎকারে প্রতিবেশিরা এসে পুলিশকে খবর দেয়। ওই ইউপি সদস্য আরো জানান, ফাহিম নামে অপর কিশোর স্থানীয় একটি বিদ্যালয় পড়তো। গত কয়েকমাস আগে সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে একটি বিস্কুট ফ্যাক্টেরীতে কাজ শুরু করে। সেও একটিমেয়ের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে পরিবারের লোকজনকে বিয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ায় তার পরিবারের লোকজন তাকে বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। সে শুক্রবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কীটনাশক পান করে। পরিবারের লোকজন টের পেয়ে তাকে স্থানীয়দের সহায়তায় চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হানিফ সরকার বলেন, খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে ওই দুই কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শনিবার সকালে ময়না তদন্তের জন্য চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই দুই কিশোর প্রেম সংক্রান্ত কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে পারিবারিক ভাবে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছি। উভয় ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা পক্রিয়াধীন।

লালমোহন হাই স্কুল সুপার মার্কেট সমিতির পরিচিতি সভা

লালমোহন, ভোলা প্রতিনিধি : লালমোহন হাই স্কুল সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে সাবেক মন্ত্রী বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদের বাসভবনে পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাই স্কুল সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম হাওলাদারের সভাপতিত্বে পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদের ছেলে শাহরুখ হাফিজ ডিকো। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শফিকুল ইসলাম বাবুল, পৌরসভা বিএনপির আহবায়ক সাদেক মিয়া জান্টু, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দিন, শফিউল্যাহ হাওলাদার, পৌরসভা বিএনপির সদস্য সচিব জাকির হোসেন ইমরান, হাই স্কুল সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি আহসান হাবিব জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম রাওহাসহ সমিতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ফসলি মাঠে শীতকালীন সবজি শিমের বীজ রোপণ করছেন পাহাড়ি নারীরা। ডলুপাড়া, নোয়াপাড়া, বান্দরবান

বাফুফেতে সভাপতির হাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) প্রথম নির্বাহী কমিটির সভা হয়েছে গতকাল শনিবার। নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভায় অনেকগুলো কমিটির চেয়ারম্যান নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে সভাপতি তাবিথ আউয়াল নিজেই তিনটি কমিটি নিজের কাছে রেখেছেন। গতবার জাতীয় দল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কাজী নাবিল আহমেদ। এবার তিনি নির্বাহী কমিটিতে নেই। সভাপতি তাবিথ নিজেই জাতীয় দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন। ফিন্যান্স কমিটি নিয়ে গত আমলে অনেক ঝামেলা তৈরি হয়েছিল। ফিফা থেকে আর্থিক অনিয়মের কারণে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগকে সাসপেন্ড হতে হয়েছিল। এছাড়া সালাম মুর্শেদীকে করা হয়েছিল জরিমানা। এবার তাবিথ জাতীয় দল ছাড়াও ফিন্যান্স কমিটি নিজের কাছে রেখেছেন। একই সঙ্গে ইমার্জেন্সি কমিটির দায়িত্বও নিয়েছেন তিনি। কাজী সালাউদ্দিনের চতুর্থ মেয়াদে শেষ বছর লিগ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ও বাফুফের তৎকালীন সহ-সভাপতি ইমরুল হাসান। এবারও লিগ কমিটির চেয়ারম্যানের চেয়ারে তাকেই রাখা হয়েছে। তবে একটি ক্লাবের সভাপতি থাকার পরও লিগ কমিটিতে তাকে আবার চেয়ারম্যান করায় কেউ কেউ অবাক হয়েছেন। ক্লাবের সভাপতির পাশাপাশি লিগ কমিটির চেয়ারম্যান বিষয়টি অনেকটাই স্বার্থের সংঘাত। বাফুফের প্রথম সভা শেষে নির্বাহী কমিটির সদস্য বিতর্কিত আমিরুল ইসলাম বাবুকে মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সংবাদ মাধ্যমকে তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন নিয়ে বলেছেন, 'আজকের সভায় শুধুমাত্র ফিন্যান্স কমিটির মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারিত হয়েছে। বাকি কমিটিগুলো এক বছরের জন্য। এক বছর পর মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে নবায়ন করা হবে।' বাফুফে সহ-সভাপতিদের মধ্যে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী ডেভেলপমেন্ট কমিটি পেয়েছেন। ফাহাদ করিম মার্কেটিং ও সাব্বির আহমেদ আরেফ ঢাকা মহানগরী ফুটবল কমিটির দায়িত্ব পেয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়া ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপিকে গভর্নমেন্ট রিলেশন কমিটির প্রধান করা হয়েছে। সদস্যদের মধ্যে যারা গতবার যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের বেশিরভাগই সেই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। ইকবাল হোসেন জেলা ফুটবল, টিপু সুলতান পাইওনিয়ার, মাহফুজা আক্তার কিরণ নারী ফুটবল, বিজন ও গাউস যুগ্মভাবে স্কুল ফুটবল, অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য মঞ্জুরুল করিম, অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে ছাইদ হাসান কানন ও প্রকিউরমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন জাকির হোসেন চৌধুরী। নির্বাহী কমিটির বাইরে থেকে দুই জন দুটি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। রাজবাড়ী জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের মঞ্জুরুল আলম দুলাল ডিএফএ মনিটরিং কমিটি ও গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন সাবেক আমলা মোহাম্মদ জকোরিয়া। আজকের সভায় শুধু কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছে। কমিটির পূর্ণাঙ্গতা প্রসঙ্গে আমিরুল ইসলাম বাবু বলেন, 'আমাদের ১৩৩ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। এদের মধ্য থেকেই কমিটিগুলো গঠন করা হবে আমরা এ রকম আলোচনাই করেছি।' তবে অন্যতম সদস্য সত্যজিত দাশ রুপুকে কোনও কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। অথচ রুপু গত চারটি ফেডারেশনে সদস্য পদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। আজকের সভায় আলোচ্যসূচি ছিল ২৮টি। এর মধ্যে বাফুফের দেনা-পাওনা, সম্পত হিসাবসহ অনেক কিছুই ছিল। এই বিষয়ে আমিরুল ইসলাম বাবু বলেন, 'আমরা অনেক বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। যেগুলো আমাদের আভ্যন্তরীণ। অনেক এজেন্ডা ছিল কমিটি সংক্রান্ত। স্ব স্ব কমিটি সেগুলো পরবর্তীতে উপস্থাপন করবে।'

সন্তানদের সমালোচনা, প্রিয় খাবার খেলা নিয়ে যা বললেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : লিওনেল মেসির খেলা নিয়ে সমালোচনা, তাও আবার নিজের পরিবারে, হয়তো শুনতে কিছুটা খটকা লাগতে পারে। আর্জেন্টাইন অধিনায়কের তিন সন্তানই নাকি খেলা নিয়ে সমালোচনা ও পরামর্শ দেয় তাকে। এমনই মজার বিষয় জানালেন মেসি। ফুটবলের বাইরে তিনি নিজের পছন্দের খেলা ও খাবার নিয়েও কথা বলেছেন। প্রখ্যাত ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোকে (ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েবসাইট ৪৩৩) সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ইন্টার মায়ামির এই আর্জেন্টাইন তারকা। এ সময় তিন সন্তান মাতেও, থিয়েগো এবং চিরোর প্রসঙ্গ আসতেই মেসি বলেন, 'আমরা একসঙ্গে ফুটবল খেলি। ফুটবল ঘিরেই আমাদের সব চলে। বলে কিছু স্পর্শ ও পাস। যদি ওই মুহূর্তে তিনজনই থাকে। তারা একজন আরেকজনের চেয়ে বেশি মেজাজি। এমনকি তারা আমাকেও অনেক পরামর্শ দেয়, কোনো ম্যাচ চলাকালে আমার (পারফরম্যান্সের) সমালোচনাও করে ওরা।' ফুটবল মেসির ধ্যান-জ্ঞান হবে এটাই স্বাভাবিক। এর বাইরেও মেসির পছন্দের খেলার মধ্যে প্যাডেল অন্যতম। যা নিয়ে তার ভাষ্য, 'আমি প্যাডেল, বাস্কেটবল ও টেনিস পছন্দ করি। তবে এর মধ্যে তুলনামূলক প্যাডেলটাই বেশি।' ম্যাচের আগে কিংবা চাপের মুহূর্তে কী করেন, এমন প্রশ্নে কাতার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের জবাব, 'লকার রুমে আমি গান শুনি, মেট (চা) পান করি। তবে এটা খেলার সময়ের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, কিন্তু অতটা বেশি না। বিশেষ কিছু নেই।' সাবেক বার্সেলোনা তারকা মেসি আরও বলেন, 'আমি আইসক্রিম অনেক পছন্দ করি। যদিও আমি অতটা খাবার-আসক্ত নই, আমার ঝোঁক মিষ্টান্ন জাতীয় খাবারে।'

রোহিত-গম্ভীরকে নিয়ে বোর্ডের ৬ ঘণ্টার বৈঠক!

স্পোর্টস ডেস্ক : টেস্টে ঘরের মাঠটাকে দুর্গই বানিয়ে ফেলেছিল ভারত। আর সেই দুর্গেই দীর্ঘ বিরতির পর হানা দেওয়ার মতো শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশের পর সিরিজ নিয়ে বৈঠকে বসেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পর্যালোচনামূলক সেই সভায় ছিলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ গৌতম গম্ভীর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার ও বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক জয় শাহ। আর সেই সভাই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ সভার স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ৬ ঘণ্টার মতো! সভাটি হয়েছে মুম্বাইয়ে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে। এর সত্যতার কথা স্বীকার করেছেন বোর্ডের অভ্যন্তরীণ এক সূত্র। তিনি দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ, প্রায় ৬ ঘণ্টার মতো সভা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক জয় শাহ, অধিনায়ক রোহিত শর্মা, হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।

পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে যাবে না ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তানে বৈশ্বিক কোনো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরুর আগে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই ওঠে- পার্শ্ববর্তী দেশে খেলতে যাবে তো ভারত। এবারও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটছে না। গত কয়েক দিন ধরেও জোরেশোরে আলোচনা হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে যাবে তো ভারত। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সিদ্ধান্ত জানতে কয়েক দিন আগে তাগাদাও দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি)। নিজেদের সিদ্ধান্ত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি বিসিসিআই। তবে শোনা যাচ্ছে পাকিস্তানে খেলতে যাবেন না রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। এমনটি জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো। ওয়েবসাইটটি নিজেদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে না যাওয়ার বিষয়টা আইসিসিকে জানিয়েছে বিসিসিআই। দল পাঠাতে বিসিসিআইকে নিষেধ করেছে ভারত সরকার। শেষ পর্যন্ত এমনটা সত্যি হলে সর্বশেষ এশিয়া কাপের মতো 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্ট হবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্ট আয়োজন করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন পিসিবির সভাপতি মহসিন নাকভি। তিনি বলেছেন, 'এখন পর্যন্ত হাইব্রিড মডেল নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এমন টুর্নামেন্ট আয়োজন করতেও আমরা রাজি নই। ভারতীয় গণমাধ্যমে এমনটা বলা হলেও পিসিবির কাছে (ভারত) আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাব আসেনি।' র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষ ৮ দল নিয়ে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হবে পাকিস্তানে। টুর্নামেন্টটি ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। আর ফাইনাল হওয়ার কথা ৯ মার্চ।

ওসাসুনাকে পেয়ে ঝাল মেটাল রিয়াল, ভিনিসিয়ুসের হ্যাটট্রিক

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে পরপর দুই ম্যাচে রীতিমত বিধ্বস্ত হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার কাছে ৪-০ গোলের হারের ক্ষত না শুকোতেই এসি মিলানের কাছে ৩-১ গোলের পরাজয়। রিয়াল মাদ্রিদের কোচের পদে কার্লো অ্যানচেলত্তি থাকবেন না এমন গুঞ্জনে সয়লাব ছিল ইউরোপের প্রভাবশালী দৈনিকগুলো। এমন এক বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উঠে আসতে রিয়াল মাদ্রিদের দরকার ছিল বিশেষ কিছু। রিয়াল যেন তেঁতে ছিল এই ম্যাচের আগে। তাদের সেই আগ্রাসী মনোভাবে পুড়ে ছাই হয়েছে ওসাসুনা। লা লিগার ম্যাচে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের হ্যাটট্রিকের সুবাদে রিয়াল জয় পেয়েছে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে। ম্যাচে অন্য গোল পেয়েছেন জ্যুড বেলিংহাম।

ড্র হওয়া সদস্যপদের পুনঃনির্বাচন আগামী ৩০ নভেম্বর

স্পোর্টস ডেস্ক : গত ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রথমবার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন তাবিথ আউয়াল। এছাড়া ১৫টি সদস্যপদে লড়াই করে নির্বাচিত হন ১৪ জন। মো. একলাস উদ্দিন ও মোহাম্মদ সাইফুর রহমান মনি সমান ৬১টি করে ভোট পাওয়ায় ঝুলে থাকে একটি পদের প্রার্থী বাছাই। এই দুজনের মধ্যে থেকে একজনকে বাছাই করতে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩০ নভেম্বর। আজ ছিল বাফুফের নব-নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলেন নব নির্বাচিত কমিটির মিডিয়া প্রধান আমিরুল ইসলাম বাবু। তিনি জানান নির্বাহী সদস্য পদের পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। ৩০ নভেম্বর সকাল ১১টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত ফেডারেশনে অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচন। আজকের সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে এটি অন্যতম। এদিকে আগের কমিটিতে পদে থাকা কয়েকজন কর্মকর্তা যারা এবারের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন বহাল থাকছেন স্বপদেই। যেমন নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ এবারের কমিটিতেও এই দায়িত্ব পালন করবেন। তাদেরকে বহাল রাখার ব্যাপারে আমিরুল ইসলাম বলেন, 'নতুন কমিটি তাদেরকে যোগ্য মনে করছে এবং তাদের কাজে সন্তুষ্ট, যে কারণে এই পদগুলোতে পরিবর্তন আসেনি।' যদিও আজকের সভায় সবগুলো এজেন্ডা নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেননি আমিরুল ইসলাম বাবু।

স্বাস্থ্য

মৃগীরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : মস্তিষ্কের একটি কঠিন রোগ হলো মৃগী। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মৃগী রোগীর জীবনে কিছু কাজে নিষেধ থাকে। যখন আক্রমণের মাত্রা বেশি হয়, তখন কিছু কাজ ভুলেও করা যাবে না। মৃগী একটি অত্যন্ত গুরুতর রোগ। এ রোগ থাকলে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। বিরত থাকতে হবে কিছু কাজ করা থেকে। তবেই তারা (রোগী) নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। রোগী যদি নিজের খেয়াল রাখতে না পারেন, তাহলে তাকে অনেক বিপদে পড়তে হয়। আন্তর্জাতিক মৃগী দিবসের আগে তাই এ বিষয়টা জানা জরুরি।

মৃগী কী?

মৃগীর ইংরেজি প্রতিশব্দ ঊঢ়রষবঢ়ংু। এটি নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়বিক রোগ, যাতে খিঁচুনি হয়। আমাদের মস্তিষ্কে সবসময় ইলেকট্রিক্যাল প্রবাহ চলছে। এই প্রবাহ কোনো সময় বেড়ে গেলে মস্তিষ্কে সমস্যা হয়। এ পরিস্থিতিতে শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ শরীরে দেখা যায়। এর নামই মৃগী। এ রোগের প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও মস্তিষ্কে আঘাত,স্ট্রোক, মস্তিষ্কে টিউমার বা সংক্রমণ, জন্মগত ত্রুটি প্রভৃতিকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই রোগটি যেকোনো বয়সে হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট বয়সে বা ৬০ বছরের পর মানুষ এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। তাই সচেতন থাকাটা জরুরি।

মৃগী রোগের লক্ষণ:

অহেতুক কাঁপুনি আসে

রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়

শরীর শক্ত হয়ে যায়

হঠাৎ করেই বিশেষ ধরনের স্বাদ, গন্ধ পাওয়া যায়

কাঁপুনি দিয়ে রোগী পড়ে যেতে পারেন

তবে বেশির ভাগ সময় রোগী মনে রাখতেই পারে না যে তার সঙ্গে কী হয়েছিল।

মৃগী থাকলে যা করবেন না

ড্রাইভিং/গাড়ি চালানো:

এনএইচএস ইউকে (যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি সংগঠন) জানিয়েছে, যেকোনো সময় মৃগী আসতে পারে। তাই এ অসুখ থাকলে ড্রাইভিং করা নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। ড্রাইভিংয়ের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ, গাড়ি চালানোর সময় রোগীর মৃগী হলে বিপদ নিশ্চিত। এমনকি তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

সাঁতার কাটা

শরীরের জন্য সবচেয়ে উপকারী ব্যায়ামগুলোর একটি হলো সাঁতার। এ অভ্যাস দেহের ক্যালরি ঝরিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে।

শরীরে পানি এলে করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা বিদ্যমান আছে, শরীরে পানি জমা হওয়া মানে কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়া। কিডনির সমস্যার কারণে শরীরে পানি জমা হয়, মুখ-হাত-পা-সহ পেটে পানি জমা হয়ে থাকে, এ কথা সত্য বটে, তবে কিডনির অসুস্থতা অত্যাধিক জটিল না হলে শরীরে পানি জমা হওয়ার কোনো কারণ নাই বা অন্যভাবে বলতে গেলে কিডনির অসুস্থতা খুব বেশি জটিল আকার ধারণ না করলে শরীরে পানি জমা হতে দেখা যায় না। ছোটদের বেলায় শরীরে পানি জমা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ কিডনি ফেলুর বা কিডনি ঠিকমতো কাজ না করা। যদি বাচ্চাদের শরীর অত্যাধিক ফুলে যায় তবে তার কারণ হিসেবে কিডনি ফেলুরকে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়ে থাকে। বাচ্চাদের বেলায় শরীরে পানি জমা হওয়ার অন্য কারণগুলো হলো হার্ট ফেলুর, থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যা, রক্তশূন্যতা, অপুষ্টি, লিভারজনিত সমস্যা এবং রক্ত কণিকার ক্যান্সার ইত্যাদি। মানুষের শরীরে কেন পানি জমা হয়? তার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বেশ কিছু শারীরিক অবস্থাকে দায়ী করেছে। আমরা জানি, সুস্থ মানুষের শরীরে শতকরা ৭০ ভাগ পানি বিদ্যমান থাকে। এই বিদ্যমান পানির একটা বড় অংশ স্থায়ীভাবে শরীরের বিভিন্ন কলা/সেলের ভিতরে গাঠনিক পানি যা সব সময় একই অবস্থায় থাকে, যার ফলে এই পানিকে স্থায়ী কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে এই পানি কম-বেশি হওয়ার সুযোগ নেই। আমরা প্রতিদিন প্রচুর পানি খাদ্য হিসেবে পান করে থাকি, এ পানি খাদ্যনালির মাধ্যমে শোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রচুর জলীয় অংশ বিদ্যমান থাকায় খাদ্যনালি হতে শোষিত পানি রক্তের জলীয় অংশের সঙ্গে মিশে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে থাকে। কিডনিতে রক্ত ছাকনির মাধ্যমে রক্তের জলীয় অংশ এবং শরীরের উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় ও বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ আলাদা হয়ে প্রশ্রাব তৈরি হয়। যা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে রক্ত পরিশোধনও বলা হয়। ঘামের মাধ্যমেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় বর্জ্যপদাথ, লবণ ও পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু পানি জলীয়বাষ্প হিসেবে শ্বাসের মাধ্যমেও শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

মাংসপেশিতে ব্যথা কমানোর উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শারীরিক-মানসিক শক্তি ও দেহ কোষের কর্মক্ষমতা বা সামর্থ্য ধীরে ধীরে কমতে থাকে। টিস্যুর এ সামর্থ্য ক্রমাবনতির হার বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুপাতে হয়। একজন ৮০ বছরের বৃদ্ধ যেমন কর্মক্ষম থাকতে পারেন, তেমনি আবার ২০-৩০ বছর বয়সের ব্যক্তিও ভুগতে পারেন বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা ও জয়েন্ট বা মাংস পেশির ব্যথায়- যাকে আমরা সহজ ভাষায় বাত বলে জানি। সাধারণত মহিলাদের ৪০ বছর পর পুরুষদের ৫০ বছর পর বয়সজনিত জয়েন্টের সমস্যায় ভুগে থাকেন। আমাদের দেশের ৫০ ঊর্ধ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ লোক ব্যথাজনিত সমস্যায় ভোগেন। বিশেষ করে যেসব জয়েন্ট শরীরের ওজন বহন করে এবং অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয় যেমন- ঘাড়, কোমর, স্কন্ধ বা সোল্ডার জয়েন্ট এবং হাঁটু ব্যথার রোগী সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। বাতের ব্যথার অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে ৯০ ভাগ হচ্ছে মেকানিক্যাল সমস্যা। মেকানিক্যাল সমস্যা বলতে মেরুদণ্ডের মাংসপেশি, লিগামেন্ট মচকানো বা আংশিক ছিঁড়ে যাওয়া, দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্ক সমস্যা, কশেরুকার অবস্থানের পরিবর্তনকে বুঝায়। অন্যান্য কারণের মধ্যে বয়সজনিত হাড় ও জোড়ার ক্ষয় বা বৃদ্ধি, রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস বা গেটেবাত, অস্টিওআথ্রাইটিস, অস্টিওপোরোসিস, এনকাইলজিং স্পন্ডাইলোসিস, বার্সাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, স্নায়ুবিক রোগ, টিউমার, ক্যান্সার, মাংস পেশির রোগ, শরীরে ইউরিক এসিড বেড়ে গেলে, অপুষ্টিজনিত সমস্যা, শরীরের অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদি। ভিটামিন ডি'র অভাবে শরীরের ব্যথা বেদনা বেড়ে যেতে পারে। শীতে এ সব ব্যথা আরও বেড়ে যায় এবং রোগী অসুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়ে। এতে করে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। মানুষের রোগের ভিতর ব্যথা বা যন্ত্রণা একটি অস্বস্তি ও কষ্টকর সমস্যা। সাধারণত দুই বা দুইয়ের অধিক হাড় বা তরুণাস্থি শরীরের কোনো এক জায়গায় সংযোগ স্থাপনকারী টিস্যুর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি অস্থি সন্ধি বা জয়েন্ট তৈরি করে। আর এ সংযোগ স্থাপনকারী টিস্যুগুলো হচ্ছে মাংসপেশি, টেন্ডন, লিগামেন্ট, ক্যাপসুল, ডিস্ক, সাইনোভিয়াল পর্দা বা মেমব্রেন ইত্যাদি। এগুলো জয়েন্টকে শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করে, জয়েন্টের তল বা সারফেসসমূহকে মসৃণ বা পিচ্ছিল রাখে। এ ছাড়া মেরুদণ্ডের দুটি হাড়ের মাঝে অবস্থিত ডিস্ক শক এবজরবার হিসেবে কাজ করে হাড়কে ক্ষয়ে যাওয়া থেকে রোধ করে। এ সব অস্থি বা জয়েন্টগুলোতে প্রধানত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়, বৃদ্ধবয়সে প্রদাহ জনিত এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণে ব্যথা বেদনা সৃষ্টি করে কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটায়।

ডেঙ্গু রোগীর খাদ্য তালিকা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ডেঙ্গুর জন্য ডায়েটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত : সহজে হজমযোগ্য খাদ্য যেমন সিদ্ধ খাবার, সবুজ শাকসবজি, কলা, আপেল, স্যুপ, দই এবং ভেষজ চা। ইলেকট্রোলাইট পুনরুদ্ধার করতে এবং ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করতে প্রচুর তরল। যেমন তাজা ফলের রস ডাবের পানি, ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ওআরএস)। ভিটামিন সিযুক্ত খাবার গ্রহণ ডেঙ্গুজ্বরের প্রাকৃতিক নিরাময় হিসেবে কাজ করে। কারণ এটি দ্রুত নিরাময় এবং পুনরুদ্ধারের জন্য অ্যান্টিবডিগুলোকে উৎসাহ দেয়। যেমন আমড়া, পেঁপে এবং কমলার রস। খাদ্য যা প্লাটিলেট গণনা এবং রক্তের গণনা ডালিমের রস বা কালো আঙ্গুরের রস, সবুজ শাকসবজি (সিদ্ধ), তাজা ফলমূল বৃদ্ধি করে। আমাদের জানতে হবে কোন খাবারে কী কী পুষ্টি উপাদান আছে, আর এই পুষ্টি উপাদান আমাদের রোগ প্রতিরোধে কীভাবে সাহায্য করছে। ডেঙ্গুর কারণে আমাদের শরীর থেকে প্লাজমা লিকেজ হয় এবং ডায়রিয়া হয়, যার কারণে প্রচুর পরিমাণে তরল যেমন কমলার রস, ডাবের পানি, আদা পানি এবং স্যালাইন পানি (ওআরএস) খেতে হবে। যেন শরীর হাইড্রেটেড থাকে। এ ছাড়াও আদা জল ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের এই রোগের প্রভাব দূর করতে প্রয়োজন। আদা জল এ সময়ের বমি বমিভাবের প্রভাবগুলো হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে। এ ছাড়া ডেঙ্গুতে প্রায়শই ডিহাইড্রেশন হতে পারে এবং ডাবের পানি আপনার শরীরের তরল মাত্রা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সেরা উপায়। পানির প্রাকৃতিক উৎস, প্রয়োজনীয় খনিজ এবং ইলেক্ট্রোলাইট হওয়ায় নারিকেল পানি ডেঙ্গু রোগীর ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক। এই রোগের লক্ষণগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য স্যুপ একটি দুর্দান্ত উপায়। কারণ এটি কম মসলায় হজম এবং অন্ত্রের গতির জন্য ভালো। ডেঙ্গু রোগীদের বিশেষত তৈলাক্ত বা মসলাদার খাবার এড়ানো উচিত। শাকসবজি এবং ফলের রস, গাজর ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ রয়েছে যা ডেঙ্গুর রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এটি কোলাজেন উৎপাদনকে ট্রিগার করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কমলা, আনারস, স্ট্রবেরি, পেয়ারা এবং কিউই জাতীয় ফল লিম্ফোসাইটের উৎপাদন বাড়ায় যা ভাইরাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আপনি যদি ডেঙ্গুতে ভুগছেন তবে ফলের রস অবশ্যই থাকা দরকার। এছাড়া পেঁপে ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে দ্রুত প্লাটিলেট উৎপাদন ট্রিগার করে। কী কী খাবার রোগীকে এড়িয়ে চলতে হবে : তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

আর্থ্রাইটিস কেন হয়, লক্ষণ ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আথ্রাইটিস একটি গ্রিক শব্দ। আর্থো মানে জোড়া। আইটিস মানে প্রদাহ। তাহলে আর্থ্রাইটিস রোগ হলো জোড়ার রোগ যেখানে শরীরের যে কোনো জোড়ায় প্রদাহ হওয়াকে বুঝায়। মানব শরীর নিখুঁত কারুকাজে সৃষ্টি, তার অন্যতম জোড়া। আবার এই জোড়াও বিভিন্ন প্রকার। তা নিয়ে আমি পরবর্তীতে লিখব। আর এই আর্থ্রাইটিস রোগ যে কোনো একটি জোড়া বা একাধিক জোড়ায় হতে পারে। আর্থ্রাইটিস প্রায় শতাধিক প্রকারভেদে হয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বাংলাদেশে যে সকল রোগী আমরা বেশি পেয়ে থাকি অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সেরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, লুপাস, এনকাইলজিং স্পন্ডালাইটিস, জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস, মেটাবলিক আর্থ্রাইটিস, স্ক্লোরোডারমা, রিএকটিভ আর্থ্রাইটিস, সেপটিক আর্থ্রাইটিস, গাউট, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ, ডিজেনারেটিভ বা মেকানিকেল আর্থ্রাইটিস, পার্থেস ডিজিজ, এনথেসাইটিস, এনটেরোপেথিক আর্থ্রাইটিস, পলিমায়লজিয়া রিউমাটিকা, সেকেন্ডারি আর্থ্রাইটিস, ইনফেকটিভ আর্থ্রাইটিস, জাজেন সিনড্রোম ইত্যাদি। সাদা-কালো নির্বিশেষে যে কোনো বর্ণের, বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে যে কোনো বয়সে, মহিলা-পুরুষ ভেদে যে কোনো সংস্কৃতির, যে কোনো অঞ্চলের, যে কোনো ধর্মের মানুষের আর্থ্রাইটিস হতে পারে। তবে সাধারণত বয়স্ক ও মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে। আর্থ্রাইটিসের কমন উপসর্গের মধ্যে ব্যথা, জোড়া নড়াচড়ায় ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়া, জোড়া ফুলে যাওয়া, জোড়া গরম হওয় যাওয়া, কাজকর্ম করতে-চলাফেরায় অসুবিধা, জোড়া শক্ত হয়ে যাওয়া, চামড়ার রঙের পরিবর্তন, জ্বর আসা, জোড়ায় নড়াচড়ার মাত্রা কমে যাওয়া, শরীর ক্লান্তবোধ, অবসাদ, হতাশা, অনিদ্রা ইত্যাদি ছাড়াও নানাবিধ শারীরিক ও মানষিক অসুস্থতা। এভাবে চলতে থাকলে যতদিন যাবে ততই আস্তে আস্তে রোগী তার দেহের জোড়ার কর্ম ক্ষমতা বা নাড়াচড়ার ক্ষমতা হারায় এবং জোড়া সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে রোগী পুঙ্গুত্ব বা ডিজএবল হয়ে পড়ে। জোড়া ও আক্রান্ত অঙ্গ বেঁকে যেতে পারে। শরীরের মাংস পেশিগুলো শুকিয়ে যেতে পারে। জোড়া এনকাইলোসড হয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে রোগী ইপেয়ারমেন্ট, ডিজএবলড এবং হেনডিক্যাপ হয়ে পরে। রোগী একদিকে অসহনীয় ব্যথায় আক্রান্ত থাকে অন্যদিকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, মানসিক নানাবিধ সমস্যায় পড়ে। রিহেবিলেটেশনের মূলনীতি হচ্ছে যতদ্রুত রোগ নির্ণয় করে রোগীর শারীরিক কষ্ট লাগবের পাশাপাশি পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখা। আর্থ্রাইটিস জোড়ার রোগ ও বিভিন্ন প্রকার আর্থ্রাইটিস রয়েছে। যদি কারও এ জাতীয় সমস্যা হয় তাহলে একজন রিহেব-ফিজিও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে ভালো।